978

নব-যৌবন।

(নাটিকা)

শ্রীঅমৃতলাল বসু-প্রণীত।

(শনিবার, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯১৩ খৃঃ

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌,—কলিকাতা।



স্মৃতির সম্মান।

যিনি দণ্ডধর রাজ্যেশ্বর হইয়াও অভিমানের প্রতি ভ্রূকুটি করিয়া সুমধুর
সম্ভাষণে সকলেরই হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেন, কি উচ্চ কি নীচ
সকলেরই সমক্ষে আপনাকে ভদ্রতার পূর্ণ আদর্শ রূপে উপস্থাপিত
করিবার শক্তি যাঁহার ছিল, নাট্যশালা-সংশ্লিষ্ট আমার এই
সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে কি কলিকাতায় কি কুচ-
বিহারে আমি যাঁহার নিকট বার বার আদর
আপ্যায়ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি,
যে বীরেন্দ্র রাজেন্দ্রের প্রিয়দর্শন মুখ-
মণ্ডলের মধুর স্মৃতি এ দীনের
হৃদয় পটে উজ্জ্বল বর্ণে
অঙ্কিত আছে,—

সেই
স্বর্গগত কুচবিহাররাজ্যপতি
মহামহিমা-ভূষিত মহারাজ
কর্ণেল স্যার
নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর
জি. সি. আই. ই ; কে. সি. বি মহামহোদয়ের গৌরবপূর্ণ
পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে আমার এই নাটিকা খানি উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

নিবেদন।

আমি কেবলমাত্র নাট্যকার হইলে, এ পূর্ব্বোক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠককে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন হইত না; কিন্তু আমি নিজে নট এবং আচার্য্যকার্য্যেও ব্রতী; সুতরাং অভিনয়-দর্শক-সমাজকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়। নাটক-পাঠকালে লেখকের বাক্য-বাহুল্যের যতটা অত্যাচার সহৃদয় পাঠক সহ্য করিতে প্রস্তুত, অভিনয়ের ক্রম-বিকাশ দর্শনে কৌতূহলী-দর্শক ততটা ধৈর্য্যধারণে সচরাচর সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ অভিনেতৃগণের কলা-কৌশল ও চিত্র-পটাদির সাহায্যে অভিনেয় বিষয়ের অনেক পরিপুষ্টি হয়; সেইজন্য এই গ্রন্থান্তর্গত কোন কোন উক্তি ও গীত অভিনয়কালে শুনিতে পাইবেন না।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

মিনার্ভা থিয়েটার।

প্রথম অভিনয়-রজনী

শনিবার, ৫ই পৌষ, ১৩২০ সাল।

পাত্র-পাত্রী-পরিচয়।

পুরুষ।

বসন্তকুমার	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
রায় দর্পনারায়ণ	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ।
ফুলচাঁদ	মিঃ পালিত।
তিলকচাঁদ	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
ভজনলাল	শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে।
তেজবাহাদুর	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ।

গ্রাম্যবালকগণ, বরকন্দাজ, হরকরা, পণ্য-বিক্রেতৃগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

অলকা	শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী।
সুকুমার	শ্রীযুক্তা সরোজিনী।
তুলসী	শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী।

গায়িকাগণ, পণ্য-বিক্রেত্রীগণ, বৃদ্ধা।

এই অভিনয়ে সঙ্গীতের সুর-সংযোগ ও শিক্ষা—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী, নৃত্যশিক্ষা—শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় ও দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থা—চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে।

নব-যৌবন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃক্ষবাটিকা।

(সুকুমার চিত্রলিখনে ও অলকা সূচীকার্য্যে নিযুক্তা)

গীত।

সুকু। আশা তুই হেম-মধুকরী।
মায়াময় প্রাণে কুহকিনী যাদুকরী॥
বাসনা-উষাতে সোণার কুয়াসা,
মোহিনী-মদিরা বারিতে পিয়াসা,
যুবতী-জীবনে সখী সুখ-সহচরী॥

অল। মরুময় মনে মোহ-মরীচিকা,
জোনাকি ঝিকিমিকি আলেয়ার শিখা,
উভ। কত মধুমাখা মরি তব ছলনা,
ছায়া জানে তবু টানে ভোলে ললনা,
আশা রে তোর, নেশাতে ভোর,
থাকি জাগরণে যেন ঘুমঘোর,
স্বপনের দেশে, ফিরি পরীবেশে—
দিবা বিভাবরী॥

সুকু। (দীর্ঘনিশ্বাস) আঃ অলকা!

অল। কি—কি হ'ল আবার?

সুকু। কা'লও যা আজও তা, নতুন আর কি হবে? আমার কি দুঃখ, জানতো সব? আশার নেশায় আর কতদিন অলীক স্বপ্ন দেখ্‌বো!

অল। তা যতদিন জড়ভরত হ'য়ে এই বনে ব'সে প্যান্‌-প্যান্‌ ক'র্‌বে, তত দিন ভুগ্‌তে হবে।

সুকু। ভাই, আমি অবলা কুমারী, কি ক'র্‌বো বল! আজন্ম পল্লীগ্রামেই প'ড়ে আছি! গাছ পালা, পশু পাখী, আর কৃষাণ রাখাল চির-সহচর! ছেলেবেলা মামার বাড়ী—তার পর এখানে, দুই-ই সমান।

অল। হাঁ৷ সুকুমার, রায়সাহেবের সঙ্গে আজকাল তোমার মামাদের কেমন? ভাব-টাব হ'য়েছে?

সুকু। আসা-যাওয়া আহার-ব্যাভার তখনও ছিলনা, এখনও নেই। তবে ইদানীং চিঠি-পত্রটা লেখালিখি চ'লেছে।

অল। তোমার মামাদের ওপর রায়সাহেবের রাগের কারণটা কি? তোমার বাপ কর্ত্তাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছিলেন—এইতো?

সুকু। হাঁ; শুনেছি, কি একটা তুচ্ছ কথায় অভিমান ক'রে বাবা বাড়ী ছেড়ে গিয়ে বর্দ্ধমানে রাজার বাড়ী দেওয়ানী কর্ম্ম নেন, তার পর কাকেও না জানিয়ে সেই দেশেই বিবাহ করেন; দাদাম'শায়ের প্রথম রাগ—নিজে জমীদারের ছেলে হ'য়ে চাক্‌রী ক'র্‌তে যাওয়া, তার ওপর আবার বাঙ্গলা দেশে বিয়ে; উনি বলেন, এ দেশের ক্ষেত্রী বাঙ্গলায় গিয়ে বাস ক'র্‌লে তার জা'ত থাকেনা।

অল। কথাটা একরকম মিথ্যা নয়; জা'ত যাক্ না যাক্, তেজটা চ'লে যায়।

সুকু। কই, তোমায় দেখ্‌লে তো তা মনে হয়না। আচ্ছা অলকা! তুমি তোমার বাবার সঙ্গে অনেকবার লক্ষৌ গিয়েছ—না?

অল। তা বাবা আমায় অনেকবার নিয়ে গেছেন। আঃ! এক একটা বাড়ীপানে চাইলে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করেনা! বাগান সব কি! এক-এক জায়গায় এমনি সাজিয়ে ভাই সব ফুল ফুটিয়েছে, একটু তফাৎ থেকে দেখ্‌লে মনে হয়, যেন একখানি গাল্‌চে পাতা র'য়েছে। আর দিন রা'ত যেন কি একটা পরব হ'চ্ছে! কোথাও রোসন-চৌকি বাজ্‌ছে, কোথাও সারঙ্গের সঙ্গে নাচগান হ'চ্ছে! রঙ্‌বেরঙের পোষাক জরী-জড়োয়া প'রে ঘোড়ায় চ'ড়ে তাঞ্জাম চ'ড়ে কত লোক রাস্তায় যাচ্ছে, আর তাদের শ্রীই বা কি, মরি মরি!

সুকু। আর দেখ দেখি ভাই আমার অদৃষ্ট!

অল। কেন? তুমি না একবার মথুরায় গিয়ে সেখানে অনেকদিন ছিলে?

সুকু। হাঁ, প্রায় মাস তিন চা'র হবে ছিলেম। মা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, তি—তি—তিনিও তখন সেখানে ছিলেন, মথুরাতে'ই তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা!

অল। তি—তি—তি—তিনি? কি—কি—কি—কিনি? কার সঙ্গে দেখা?

সুকু। যাঃ ন্যাকাপনা করিস্‌নে, জানেন না যেন আমি কার কথা ব'ল্‌ছি!

অল। ওঃ তাই বল না, বরের কথা ব'ল্‌ছো; প্রাণেশ্বর—মনোহর—শঠনটবর—হৃদয়রঞ্জন—আঁখির অঞ্জন—অঙ্গনারঞ্জন

সুকু। যাও—অমন করতো আমি এখান থেকে উঠে যাব। দুঃখের কথা ব'ল্‌তে গেলেম, তা উনি ঠাট্টা জুড়ে দিলেন!

অল। রাগ কর কেন সুকুমার, এই এতদিন তো তোমার দাসী সেজে আছি; চুল বেঁধে দিই, গহনা পরিয়ে দিই, ঘর সাজিয়ে দিই, গান গেয়ে ঘুম পাড়াই, নীচেয় বসি, কত মান্য করি—লোকের সাম্‌নে এই সব করি—তা একটু আধটু যখন সুবিধামত নিরালা পাই, তখনও দুটো হাসি তামাসা কর্ব্বো না?

সুকু। ছি ভাই! ও কথা মুখে আন্‌তে আছে! তোমার বাপ, দাদাম'শায়ের চেয়েও বড় জমীদার, তুমি রাজরাণী হবে—তুমি দাসী! কি কর্ব্বো বল—তুমি যে কিছুতেই পরিচয় দিতে দিচ্ছনা, তাই তোমায় মিছিমিছি লোকদেখানো দু'একটা ফাইফরমাস ক'র্‌তে হয়। হ্যাঁলা পোড়ারমুখি! তুমি আমার চুল বেঁধে দাও—আমি তোমার দিইনা?

অল। হ্যাঁ, সুবিধে পেলেই, ঘরে দোর দিয়ে;—

গীত।

বিরলে বসিয়ে ঘরে যুগল নাগরী।
মনসাধে নানা ছাঁদে বাঁধিল কবরী॥
কাজলে উজলি আঁখি, ললাটে তিলক আঁকি,
কাঁচলী কসিয়া, রমণী রসিয়া, পরিলা রঙিলা ঘাগরী॥

সোহাগে সাজিয়া সুখে, হাসিরাশিমাখা মুখে,
আলো করি রূপে, চলি গেলা কূপে, কাঁকালে হেলায়ে গাগরী ॥

সুকু। দিব্যি গানটি!

অল। কেবল গাইয়ের দোষে সব মাটী। এখন যে কথা হ'চ্ছিল, হোক্।

সুকু। সেই মথুরার কথা ব'ল্‌ছিলেম, আর তো মাকে বাড়ী ফিরিয়ে আন্‌তে পা'র্‌লেম না—সেইখানেই যমুনার জলে তাঁর ভস্ম ভাসিয়ে এলেম। (রোদনোন্মুখী)

অল। ছি ভাই! মা তীর্থে ম'রেছেন, সশরীরে স্বর্গে গেছেন! তাঁর জন্য কি কাঁদে? তুমি ভাই অমন মুখ বিষণ্ণ কর যদি, তবে অন্য গল্প কর—ও সব কথা ছেড়ে দাও।

সুকু। না আমি কাঁদিনি—ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'ল্‌ছি, শোন। মা তাঁকে বড় ভালবাস্‌তেন, খুব ইচ্ছা ছিল যে, আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে জামাই করেন। কিন্তু সে কথা তো কাউকে বোলে যেতে পেলেন না, হঠাৎ ভারি ব্যামো হ'লো, চিকিৎসার পর্য্যন্ত সময় পাওয়া গেলনা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব শেষ হ'য়ে গেল! (দীর্ঘনিশ্বাস)

অল। কেন? তোমার দাদাম'শায় সঙ্গে ছিলেন না?

সুকু। দাদাম'শায়? তবেই হ'য়েছে আর কি! বুড়ো বাড়ী ছেড়ে ন'ড়্‌বে?

অল। তবে উনি তিলকচাঁদকে দেখেন নি—তাঁর কথা কিছু শোনেননিও বোধ হয়?

সুকু। না।

অল। তা এ্যাদ্দিন এখানে র'য়েছি—কৈ তোমার বিয়ের

সম্বন্ধের কথাটাও তো হ'তে শুনিনি। আলাদা কিছু হয় কি কথাবার্ত্তা ?

সুকু। তুই পাগল নাকি অলকা ? আমি সবে কা'ল্‌কের সেই কচি মেয়ে, এর মধ্যে আমার বিয়ে !

অল। একথা বলেন কে ? ঠাকুরদা না পিসীমা ?

সুকু। পিসীমার তো আমার ভাবনায় ঘুম হয়না ! তবে আমার বোধ হয়, মাগী মষ্টে-মষ্টে কিছু টের পেয়েছে ; তা পা'ক্‌গে, তা'তে আমার লাভ বই লোকসান নেই। পিসীমা যদি বলেন যে, আজ পশ্চিমে বাতাস বইছে—দাদাম'শায় তখনই ব'ল্‌বেন,—"বেটীর ভীমরতি ধ'রেছে, পূবে হাওয়ায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, আমার বাত বেড়ে উঠ্‌লো, আর তুলসী বলে কি না পশ্চিমে হাওয়া চ'ল্‌ছে !"

অল। মিথ্যা বলিস্‌নি বোন্‌, কর্ত্তা যেটি ব'ল্‌বেন, পিসীমা যেন ঠিক তার উল্টোটি ব'লে ব'সে আছেন। তবে বাপে মেয়েতে একটি বিষয়ে ঠিক মিল আছে, এটি দেখ্‌তে পাই—দুজনেই সমান অবুঝ আর একগুঁয়ে ;—তা ব'লে ফেল্‌লুম—রাগ ক'রোনা ভাই।

সুকু। সত্যি কথা—এতে রাগ কর্‌বো কেন ? সে যা হোক্‌—এখন আমি কি করি, একটা পরামর্শ দে ; এমন ক'রে বুকের আগুন চেপে চেপে কতদিন আর দ'গ্ধে ম'র্‌বো !

অল। সব স্পষ্টাস্পষ্টি খুলে তোমার ঠাকুরদাকে বল না ; তুমি নিতান্ত কিছু ছেলেমানুষও নয়, আর পর-প্রত্যাশীও নয় ; তোমার মার নিজেরও টাকা-কড়ি বিষয়-আশয়ও শুনিছি বড় কম ছিলনা, সে সব তো তোমার একারই।

সুকু। ওমা ! দাদাম'শায়কে ব'লে আর রক্ষে আছে !—অম্‌নি একেবারে তেলে বেগুনে জ্ব'লে উঠ্‌বেন ! ব'ল্‌বেন—"এত বড় স্পর্দ্ধা !

তুই আপনার বর আপনি ঠিক ক'র্বি ? আমি তবে কেউ নই ? আমি বাড়ীর কর্ত্তা নই ? আমার মানমর্য্যাদা কিছুই নেই ?"—একেবারে মানের গোড়ায় ছাই ঝুর্‌ঝুর্ ক'রে প'ড়ে যাবে !

অল। যদি বল, খুব অনেক বিষয় আছে ?

সুকু। ব'ল্‌বেন—"আমি কি গরিব, যে আমায় ধনের লোভ দেখাচ্ছিস্ ?"

অল। উঁচুবংশের কথা ?

সুকু। ওরে বাবা ! সে উনি একেবারে খাঁটী রামচন্দ্রের বংশধর, ব'ল্‌বেন "আমি যদি চাষার ঘরে মেয়ে দিই তো সে চাষার চোদ্দপুরুষ ক্ষেত্রী হ'য়ে যায় !"

অল। আর তোমার মুখে তিলকের সুন্দর রূপের কথা—যা শুনেছি—

সুকু। তা ব'ল্‌বেন—পুরুষ মানুষের আবার রূপ কি ? কানা খোঁড়া না হ'লেই হ'লো।

অল। বিদ্যার কথা ?

সুকু। ঠিক ব'লে ব'স্‌বেন—"তালুকদারের ছেলে কার কাছারীতে মুন্সীগিরি চাক্‌রী ক'র্‌তে যাবে যে, লেখাপড়া শেখার দরকার ? নামটা সই ক'র্‌তে পারে ভাল, না হয় হুকুমনামায় মোহর ছেপে দেবে। লেখাপড়াতো গরিবে শেখে।"

অল। সর্ব্বনাশ ! আমি আবার সাহস বীরত্বের কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌বো মনে ক'চ্ছিলেম, আর কিছু হোক্ না হোক্, বীরত্বের আদর ছত্রীদের কাছে তো আবহমানকাল আছে।

সুকু। তা দাদা ম'শায়ের কাছে ছেলেবেলা ব'সে ব'সে কত লড়া'য়ের গল্প শুনিছি, গায়ে পাঁচ ছটা তলওয়ারের চোটের দাগও

আছে! কিন্তু এই বাতে ধ'রে অবধি কেমন হ'য়ে গেছেন,—আর ঘোড়ায়ও চড়েন না, বন্দুকও ছোঁন না; এমন কি, ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু ওই "টীলাকুঠির" ফুলদাদা হামেসা শীকার ক'রে বেড়ান ব'লে ঠাট্টা ক'রে তাঁর নাম রেখেছেন 'বেদে'।

অল। আশ্চর্য্য মানুষ বটে ভাই!

সুকু। আসল কথাটা তা নয়; তুমিতো বুঝ্‌তেই পেরেছ, ঐ এক একগুঁয়ে ধাত, আর কেউ ওঁর আগে কথা কবে? আর একজনের মতে উনি চ'ল্‌বেন? তা হ'লেই তো ওঁর মান খাটো হ'ল, ওঁর বুদ্ধির চেয়ে আর একজনের বুদ্ধি বড় হ'ল!

অল। তাহ'লে বিকট বিকারে উৎকট বিষবড়ীই ব্যবস্থা।

সুকু। কি রকম?

অল। স্বয়ম্বর।

সুকু। পোড়া কলিকালে যে সে সোণার প্রথা উঠে গেছে।

অল। আবার চালালেই চ'ল্‌বে। শ্রীমতী অলকানন্দা সুন্দরীর ব্যবস্থা যদি গ্রহণ কর তো শুধু স্বয়ম্বর নয়, একেবারে সুভদ্রা-হরণ।

সুকু। দূর, তা কি হয়!

অল। সেই সত্যযুগ থেকে হ'য়ে আস্‌ছে, আর হয় না? পুরাণ তো প'ড়েছ, কত মহতের দৃষ্টান্ত র'য়েছে বল দেখি?

সুকু। তবে যে বলে, কলিকালে স্বয়ম্বর হয়না?

অল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি সবই তো মানুষের মনে; মনে যার কলি, যে ললনা-লালসার দাসী, তার ওপর কলির অধিকার, কলির নিয়ম তার জন্য; আর মনের ভেতর তোমার যদি সত্য থাকে, তোমার হৃদয় যদি সে জনের জন্য সত্য ব্যাকুল হ'য়ে থাকে, যদি হৃদয়-মন্দিরে পূজার আসন পেতে ভক্তিতে তাঁর মূর্ত্তি সেখানে সত্য প্রতিষ্ঠা

ক'রে থাক, তবে প্রকাশ্যেই হোক্ আর গোপনেই হোক্, তঁাকে ছাড়া আর কাকেও তুমি পতি ব'লে গ্রহণ ক'র্‌তে পার না। শুধু শরীর রক্ষা ক'র্‌লেই সতীত্ব রক্ষা হয়না; যিনি তোমার পতি হবেন, তাঁর জন্য নির্জলা খাঁটী মনটীও রাখা চাই! কা'ল যদি তোমার পিতামহ নিজের মনের মত পাত্র ঠিক ক'রে তোমার জন্য আনেন, তাহ'লে অপর পুরুষের ছায়াশূন্য খাঁটি মনটী নিয়ে কি তাঁর ধর্ম্মপত্নী হ'তে পা'র্‌বে? পিতা পৃথিবীতে পরম দেবতা—পিতৃভক্তি খুব ভাল, সেই বাপের বাপ তোমার দাদাম শাই; কিন্তু তিলককে যখন ভালবেসেছিলে, তখন কি দাদাম'শায়ের অনুমতি নিয়ে ভালবেসেছিলে? প্রাণমন সে চরণে সমর্পণ ক'র্‌বার আগে কি তাঁর সম্মতির অপেক্ষা ক'রেছিলে? পরিষ্কার তাঁকে খুলে বল যে, তিলক ছাড়া আর কাকেও তুমি বিবাহ—

সুকু। তাহ'লেই হ'য়েছে আর কি! একেবারে অলমতিবিস্তরেণ—গোধূলিলগ্নে যেখান থেকে হোক্ একটা জবড়্জং বাহাদুর টাহাদুর যাকে পাবেন, ধ'রে এনে আমায় হুকুম ক'রবেন—"মেরা পছন্দ, এহি দুলাই, বাৎ মৎ বানাও, মালা দেও—ঘর যাও।" ও বাবা! দাদা ম'শায়কে ব'ল্‌ব, আমার বর আমি নিজে পছন্দ ক'রিছি? সঙ্গে সঙ্গে পিসীমা না আর একটা 'দুলাই' জুটিয়ে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বের জবাব দেন!

অল। তবে দুর্গা ব'লে ঝুলে পড় আর কি! আমি ও সব বুঝিনা; বাবা আপনা-আপনি ঠিক ক'র্‌লেন, তাঁর কোন্ বন্ধুর ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।—আমি যেন একছড়া মতির মালা, তাই খোকার গলায় দোলাবার জন্য বন্ধুকে উপহার দেবেন,—অমনি অশ্রুসিক্ত লিপি লিখন, গোপনে গো-স্যন্দনারোহণ, বাল্যসখীর আশ্রয়গ্রহণ ও সৈরিন্ধ্রী-সজ্জায় সুখে দুঃখে দিবা-যামিনী-যাপন!

সুকু। আর কিছু হোক্ না হোক্—দূতীগিরিটি দেখ্ছি খুব ক'র্‌তে পারিস্।

অল। প্রেমব্রতে ব্রতী হ'তে গেলে, আগে পরের দূতীগিরী ক'র্‌তে হয়, পরে নিজের প্রিয়পতি-অন্বেষণ। এখন আমার পরামর্শ শুন্‌তে হয় শোন, কিন্তু তার আগে একবার আপনার প্রাণের সঙ্গে ভাল ক'রে বোঝাপড়া ক'রে নাও, বুকের ভেতরকার পাখীটিকে বেশ ক'রে জিজ্ঞাসা কর—সে একটি রঙ্‌চঙে পুতুল দেখে ভুলেছে, না পুতুলের ভেতর প্রাণ দেখে আপনার প্রেমের আধার, যুগল ব'লে চিনেছে ?

গীত।

সুধাও সজনি তব কি বলে হৃদয়।
সে কি চায় সেই জনে, দোঁহে দোঁহা দরশনে.
যার সনে আঁখি তার ক'রে দেছে পরিচয়॥
বুঝেছে কি তব প্রাণ, পাবে প্রেম-প্রতিদান,
প্রাণে প্রাণে কথা কবে তবে হবে বিনিময়॥
হৃদি যদি বলে সখি, পত্র লিখি পাত্রে ডাকি,
শুভরাত্রে সঙ্গোপনে কর তারে পরিণয়॥

সুকু। এই পরামর্শ ?

অল। এই পরামর্শ।

সুকু। তার পর ?

অল। অতঃপর চ'ল্‌লো ক'নে বরের ঘর, আমোদেতে তর্ তর্, নতুন প্রেমের টাট্‌কা আদর, সদা অধরে অধর—

সুকু। যাঃ।

অল। তদনন্তর শুভসংবাদশ্রবণে দাদামহাশয় তৈলে-বেগুনে জল-

জলায়মান, পিসীমাকে বিষবাক্যবাণ, পিসীমার সুদ-সমেত প্রতিদান; ক্রমে গর্জ্জনান্তে বর্ষণ, উভয় অমর্ষণের নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন, শ্রবণে দম্পতির ভাবোচ্ছ্বাস, বেগে প্রবেশ ও চরণতলে পতন! কর্ত্তৃপক্ষে অভিমান, চক্ষুমার্জ্জন, মধুর মার্জ্জনা—যুগল-মিলন! আনন্দের ঘটা!

গীত।

বাজে দামামা দগড়া কাঁই কাঁই কাঁসী।
বিনায়ে বিনায়ে, সাহানা বাজাওয়ে বেণু বাঁশী।
(গায়িকাগণের প্রবেশ)
জ্বলে দীপহার—কি বাহার কি বাহার!
তোরণে তোরণে রঙ্গিন নিশান—
দলে দলে দলে দোলে ফুলহার,
তুলে নেচে নেচে নেচে রূপের তুফান,
শশিমুখী সখী সব সুখে করে গান,
বর-বধূ-অধরে শুভ সমাদরে ভাসে হাসি-রাশি—
হা! হা! হা! হা! হা! হা! দিকে দিকে মিঠে হাসি॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সঞ্জীবাগ।

(দর্পনারায়ণ ও ভজনলাল)

দর্প। দেখ দেওয়ানজী, এবার ঐ পশ্চিম দিক্‌কার বাঁশঝাড়গুলো কাটিয়ে দেব।

ভজ। কেন, ও বেশতো আছে, দেখ্‌তেও ভাল, রদ্দুরটাও

আট্‌কায়; তা ছাড়া অনেক কাজেও—(কর্ত্তার মুখে ক্রোধের চিহ্ন দেখিয়া ত্রস্তভাবে) আজ্ঞে—আপনি—

দর্প। (শুষ্কস্বরে) তার পর?

ভজ। (সভয়ে) আজ্ঞে—

দর্প। (উচ্চৈঃস্বরে) তার পর?

ভজ। (অতিভয়ে) অ্যাঁ—অ্যাঁ—আজ্ঞে—আপনি—

দর্প। (কর্কশশ্লেষসহ) "আজ্ঞে আমি"—তার পর?

ভজ। (তোৎলা-উচ্চারণে) অ্যাঁ—অ্যাঁ—আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমি—আম—আমি—

দর্প। (ভ্যাঙচাইয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—গ্যাঁ—গ্যাঁ—গ্যাঁ—তুম—তুমি (ক্রোধোত্তেজিত) তুমি! "তুমি" কে রে? তুমি কে?—তুই বল্—তুই—তুই একশোবার তুই,—আ গেল যা,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে "তুমি" হ'য়ে প'ড়েছেন!

ভজ। (কম্পিতকণ্ঠে) আজ্ঞা আমিতো 'আমি' বলেছিলেম, আপনিই তো 'তুমি'—

দর্প। (অতি উত্তেজিতভাবে) চোপ্‌রাও—তোম্ বেয়াদব—বেকুব, বাঁদর, ব্যাং, বেরাল, উল্লুক! তোম্ তোম্ গিধ্বড়—গাধা—গাধা—আর—আর—আর কি মনে আস্‌ছে না; বল্, বল্, জল্‌দি বল্—

ভজ। আজ্ঞে কি অবধি ব'লেছেন? গাধা,—হ্যাঁ—গিধ্বড় গাধা,—তার পর হনুমান্—

দর্প। কি এত বড় স্পর্দ্ধা! তুই হনুমান্? জানিস্ আমার শ্বশুর ছিল হনুমান্! কাণপুরের হনুমান্ সিং—

ভজ। তবে আমি কাঠবেরাল—উইচিংড়ী—আরশুলো—গিরগিটী—

দর্প। বস্ বস্ হ'য়েছে, আর ব'ল্‌তে হবেনা। খবরদার! বারদিগর আর আমার কথার ওপর কথা ক'স্‌নে। আমার মুখের ওপর কথা! রায় দর্পনারায়ণের চেয়ে তোর তোর—তোর কেন—আর কারও আক্কেল বেশী!—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টঙ্ক! দাড়ীর চেয়ে গোঁফ?

ভজ। আজ্ঞে হুজুর, তা কি হ'তে পারে! এই দেখুন, রায়-সাহেব আমার দাড়ী পেট ছেয়ে ফেলেছে, কিন্তু গোপ ঠোঁটের আশেপাশেই যা লতাচ্ছেন।

দর্প। বেশ বেশ বেশ! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ভজনলাল, তবে কি জান—আমার চেয়ে বেশী নয়। লাউগাছে দেখ্‌লে বিস্তর ফুল ধ'রেছে, কতগুলো ফ'ল্‌বে বোধ হয়?

ভজ। ঐ যা আজ্ঞে কল্লেন,—বোধ হয়।

দর্প। বোধ হয়!—বোধ হয় কি?

ভজ। আজ্ঞে—বোধ হয় ফ'ল্‌বে।

দর্প। কতগুলো?

ভজ। আজ্ঞে বলুন, কতগুলো ব'ল্‌ব?

দর্প। আমি ব'লে দেব? তবে তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেম কেন?

ভজ। আপনার চেয়ে কি আমার বুদ্ধি বেশী যে, আপনার কথার ওপর কথা কব?

দর্প। (গম্ভীরভাবে) হুঁ! গোটা পঞ্চাশ—পঞ্চান্ন ফ'ল্‌তে পারে; কি বল?

ভজ। আজ্ঞে হাঁ, পঞ্চাশটাও ফ'ল্‌বে, পঞ্চান্নটাও ফ'ল্‌বে।

দর্প। সোত্তর আশীটাও ধরা আশ্চর্য্য নয়;—কৈ কিছু ব'ল্‌ছো না যে?

ভজ। আজ্ঞে ঠাউরাচ্ছি।

(তুলসী ঠাক্‌রুণের প্রবেশ)

তুল। হ্যাঁ রে ভজনা—

দর্প। ওকি ও তুলসী! ভজনা কি ?

তুল। তা ও চুলোমুখোকে আবার কি ব'ল্‌বে? ভজনলাল ব'ল্‌তে হবে নাকি ?

দর্প। আল্‌বৎ ব'ল্‌তে হবে; শুধু ভজনলাল? ভজনলাল 'বাবু' ব'ল্‌তে হবে। দেওয়ানজী-'সাহেব' ব'ল্‌তে হবে।

তুল। ঈ-ই-ই-ই - ইস্‌! দেখো—একেবারে অত বাড়াবাড়ি কিছু নয়। বলে—"ছিলনাকো ঘেঁটুপূজো, একবারে দশভুজো।" কালে কালে কতই হবে? ভজনাকে আবার 'বাবু' ব'ল্‌তে হবে!

দর্প। হবেই তো, আমার বাড়ীতে ভদ্রলোকের অপমান!

তুল। ইস্‌! "মানুষ বড় মান, তা ছেঁড়া দুটো কাণ!"

ভজ। তাতো বটেই, তাতো বটেই, দিদিঠাক্‌রুণ; তুমি—আপনি আমায় যা ইচ্ছা ব'লে ডেকো—ডাক্‌বেন; যখন যা মুখে আসে, ভজা—ভোজো—ভাজা—ভুজি—ভজ্‌না—ভাজ্‌না—

দর্প। না, আমার হুকুম, তা ব'ল্‌তে পাবেনা।

তুল। আর নিজে বড্ড ভদ্রলোকের মান রাখেন! তুমি ভজ্‌নাকে কি না বল? গাধা—বাঁদর—বেরাল—শুয়ার—যা মনে আসে, তাই বলনা?

দর্প। আমার কুকুর, আমি তার ল্যাজই কাটি, কাণই কাটি, তোমার তাতে কি? আমার যা খুসি, তাই ব'ল্‌ব।

তুল। তবে আমারও যা খুসি, আমি তাই ব'ল্‌ব। ভজনা ছাগল, গরু, কাক, চিল, নেক্‌ড়ে, গণ্ডার—

ভজ। মেহনৎ হ'চ্ছে দিদিঠাক্‌রুণ, কাল একাদশী ক'রে আছ,

ভারি মেহনৎ হচ্ছে ; আর অত জিগির দিয়ে কাজ নেই, তুমি একেবারে আমায় 'চিড়িয়াখানা' ব'লে ফেল ।

দর্প। আমরা এখানে বাগানের কাজ দেখ্‌ছি, তুমি খামোকা গোল ক'র্‌তে এলে কেন ব'ল্‌তে পার ?

তুল। ব'ল্‌তে পারিনি ! কেন বল্‌তে পার্ব্বো না ? একশোবার ব'ল্‌ব, পাঁচশোবার ব'ল্‌ব, লাখবার, হাজারবার, বিশ হাজার, দশ হাজার, এগারো—পোনেরো—তেরো—কুড়িবার ব'ল্‌ব !

দর্প। তা বল ;—চল দেওয়ানজী, আমরা এখান থেকে যাই ; ঐ গাজর ক্ষেতটা একবার দেখিগে ।

তুল। তার চেয়ে পটল ক্ষেতে যাওনা ; এখনও কি তোল্‌বার সময় হয়নি ?

দর্প। আমি পটল তুল্‌লে তোমাকেও যে সঙ্গে সঙ্গে এবাড়ী থেকে মূলো তুল্‌তে হবে, সেটা মনে হয় কি !

তুল। তুমিতো আমায় তাড়াতে পার্‌লেই বাঁচো ! আমি বড় শান্ত মেয়ে, কারুর কোন কথায় থাকিনা, সাত চড়ে রাকাড়িনি ; জিনিষ পত্তর অপ্‌চ্চ হ'চ্ছে—ইঁদুরে খাচ্ছে, বাঁদরে নিচ্ছে দেখেও দেখি না, তাই অমন দুর্জ্জয় বাপের ঘর ক'র্‌ছি ! এমন পোড়াকপাল যে, নেয়ে উঠে শিবপূজোটা করি, তা দুটো ফুল পাইনা !

ভজ। সে কি দিদিঠাক্‌রুণ ! বাগান-ভরা ফুল, হর্‌ রেঙ্গকমের ফুল, আর তুমি রায় সাহেবের ক্ষণজন্মা কন্যা ! সর্ব্বে সর্ব্বময়ী ! তুমি পূজো ক'র্‌তে ফুল পাওনা ?

তুল। কোথেকে পাব বল দেওয়ানজী ? এবাড়ীতে তো আর পুরোণো লোকের মান-মর্য্যাদা নেই ! তোমরা সেকেলে লোক, তোমাদের বসিয়ে টাকা দিতে হয়, কত মান্যি কর্ত্তে হয়, তা নয়,

অত দিনের সর্দ্দার মালী তাকে অমানি্য ক'রে, কোথাকার একটা হুট্‌কো ছোঁড়া এলো, আর একেবারে তাকে সবার ওপর কর্ত্তা ক'রে দেওয়া হ'লো!

দর্প। কেন, আবার সে গরিবের সঙ্গে লাগা হ'চ্ছে কেন? আমার বাগান, আমি 'সর্দ্দার' কি—এইবার তাকে বাগানের 'দারোগা' ক'রে দেবো; দেখি কার সাধ্য তার ওপর কথা কয়!

তুল। এই দেখনা, কোন্-দিন কোন্-সর্ব্বনাশ ক'রে পালাবে, তখন সব বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে! আমার পরামর্শ নিয়ে চ'ল্‌লে, তোমার এমন দুর্দ্দশা হ'তো না।

দর্প। দুর্দ্দশা! আমার দুর্দ্দশা? দেওয়ানজী! বেটী বলে কিহে—বলে কি? অ্যাঁ! আবার আমার পেটের মেয়ে হ'য়ে বাপকে বুদ্ধি দিতে—পরামর্শ দিতে চায়!

ভজ। চল দিদিঠাক্‌রুণ, আমি তোমার পূজোর ফুল তুলিয়ে দেওয়াচ্ছি। আহা কাল একাদশী গেছে, একটি তাল মুখে দিয়ে তোমার সারা রাত্‌টে কেটেছে!

তুল। বেঁচে থাক, প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাক, তবু ধর্ম্ম-ভগ্নী ব'লে একটু দরদ আছে। কিন্তু ফুল কোথা? গাছে থাকলে তো তুলিয়ে দেওয়াবে? তা বাবার যে সখের মালী হ'য়েছে, সে বাগান ওজোড় ক'রেছে, আর কর্ত্তার আদুরী নাৎনীর ঘরে ঘরে দিয়ে আস্‌ছে। ওমা! সে ফুল দিয়ে ঘর সাজাবার বাহার দেখে কে! মেয়ের ঘরে যেন বারোমাস রাস!

দর্প। এ্যা একি গেরো গো! হ্যাঁ ভজনলাল, একি গেরো রে? মা নেই বাপ নেই, কচি মেয়ে, দুটো ফুল নিয়ে পুতুল নিয়ে খেলা করে—

তুল। কচি মেয়ে! এই তুমি নিজে যেমন কচি খোকা! অত বড় ধাড়ী ছুঁড়ী ঘরে পুষে রেখেছেন, বিয়ে দেবার নামটি নেই, মেয়ে ত নয়—যেন আগুনের ফুল্কি! আবার কোথেকে এক রঙ্গিণী সঙ্গিনী ভঙ্গিনী দাসী জুটেছেন।

দর্প। তুলসী, তোর বড় ছোট নজর!—দাসী কি? সুকু ছেলে; মানুষ, একটি খেল্‌বার খেলুনী পায় না; ভগবান্ অমন সুন্দর মেয়েটি জুটিয়ে দিলেন, তাই যত্ন ক'রে রেখেছি। আহা—মেয়েটি বড় ভাল—কেমন ভজনলাল?

ভজ। (সোৎসাহে) আজ্ঞে কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ!

দর্প। চোখদুটি যেন—যেন—যেন——

ভজ। ফটিক জল!

দর্প। আর চুলগুলির কি বাহার, যেন—যেন——

ভজ। আজ্ঞে সহচ্ছর-লোচন!

দর্প। মরি মরি, কি সুন্দর-মুখখানি—ঠিক ঠিক যেন—

ভজ। দেখন-হাঁসি!

দর্প। আর গড়নটির কি ভঙ্গি! দেখ্‌লেই মনে হয়—

ভজ। যেন কচি লাউডগা—লক্-লক্ ক'র্‌ছে!

তুল। একেবারে দুজনেই যে গ'লে গেলে! আর কিছু নেই?

দর্প। থা'কবেনা কেন? নাকটি যেন——

ভজ। নাসিকে!

দর্প। কাণ দুটি একেবারে——

ভজ। কল্লো!

দর্প। ভুরু দুটির কি টান!

ভজ। যেন ময়দানবের ধনুর্ব্বাণ! তার ওপর পেট্‌টি একেবারে দেখ্‌লেই মনে হয়—

তুল। ভরা দশমাস! (ভজনের প্রতি) হতভাগা খোষামুদে মিন্‌সে! মোসাহেব!—মনিবকে একটা সুপরামর্শ দিতে পার না? চোখ্‌ নেই দেখ্‌তে পাও না। ছুটো ছুঁড়ীতে যেন একেবারে ফ'র্‌কে বেড়াচ্ছে! রাত নেই দিন নেই, খালি কেতাব পড়া, খালি চিঠি লেখা! ওমা! গরীবের মেয়ে চাক্‌রী ক'র্‌তে এসেছিস্‌, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা—লেখা-পড়া শিখিস্‌!—আর গানে নাচে ত যেন বাড়ীখানা রসাতলে দিচ্ছে! সখ্‌ ক'রে নাৎনীকে নাচগান শেখা'ন হ'য়েছিল।

দর্প। আর তোমার জন্যে পয়সা খরচ ক'র্‌তে কি কসুর ক'রে-ছিলেম? তা হাঁড়িচাঁচার গলায় সা-রে-গা-মা বেরুল না! তিন তিনটে ওস্তাদ হা'র্‌ মেনে গেল, তা আমি কি ক'র্‌বো? আমাদের বংশের চা'ল্‌ সবাই গাইয়ে, ঐ ভজনলালকে জিজ্ঞাসা কর—আমি যখন তম্বুরা ধ'রে খেয়ালের আলাপ ক'রতেম,—একদিন মল্লার ধরিছি—

ভজ। আর রাস্তার ওপারে একটা খড়ের গাদা ধূ-ধূ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল!

দর্প। পশুপক্ষী দাঁড়িয়ে শুন্'ত, বুঝ্‌লি তুলসী—আমার গান পশু-পক্ষী দাঁড়িয়ে শুন্'ত!

তুল। আর কোন কোন পশু ভাব্'ত—"আমার গলা মানুষে পেলে কেমন ক'রে!"

দর্প। সে কোন্‌ পশু? কোন্‌ পশু?

তুল। অই তোমার ভজনা মোসাহেবকে জিজ্ঞাসা কর।

ভজ। দিদিঠাকুরুণ বুঝি রেখাবের কথা ব'ল্‌ছেন। আহা!

রায়সাহেবের গলায় রেখাবটি যেমন বলে, এমন আমি মজঃফর্‌খাঁর গলাতেও শুনিনি।

তুল। ওমা! মেয়ে আবার সোহাগ ক'রে ঐ অল্‌কী ছুঁড়ীকে রঙচঙে কাপড়চোপড় পরান! আর একি কম আস্পর্দ্ধা, আমার পুজোর জন্যে গোটাকতক শুক্‌নো বক আর করুপী রেখে, যত ভাল ভাল চাঁপা জুঁই চামেলি আর যা কিছু ভাল ফুল ফোটে, মালী ছোঁড়া সব তুলে মেয়ে দুটোকে দেয়। কালে কালে হ'ল কি! দাসীর হাতে ফুলের তোড়া! দাসীর খোঁপায় ফুল গোঁজা! দাসীর বিছানায়—

দর্প। খুব ক'রেছে!

তুল। খুব করায় এই! আইবুড়ো ধেড়ে ধেড়ে মেয়ে সব ঘরে পুষে রেখেচ, তার ওপর ডব্‌কা ছোক্‌রা মালী—

দর্প। চোপরাও——

তুল। কি মা'র্‌বে নাকি?

দর্প। তুই চা'স্‌ কি?

তুল। বটে! ক্রমে "তুই-মুই" হ'লো?

দর্প। তুই চা'স্‌ কি?

তুল। আমি আর এখানে থা'ক্‌তে চাইনি।

দর্প। কোথায় যাবি?

তুল। যেখানে দু'চক্ষু যায়, বেন্দাবন, মথুরা, জগৎশেঠ, সেতুবন্ধ।

দর্প। ভজনলাল!

ভজ। আজ্ঞে!

দর্প। পাল্কী তৈরী ক'র্‌তে বল। (তুলসীর প্রতি) কি চাই? পাল্কী না বয়েলের গাড়ী?

তুল। (ক্রন্দনস্বরে) আমি কাঙাল, আমার বাপ আপনার নয়,

বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, আমার আবার গাড়ী পাল্কী কেন? আমি হেঁ'টে যাব।

দর্প। দাঁড়িয়ে রয়েছ যে ভজন, আমার হুকুম শুন্‌তে পাওনি?

ভজ। আজ্ঞা হুজুর! এই যে—

[প্রস্থান।

তুল। গেলে—গেলে—আপনার বুদ্ধি সাতকাহন ক'রে গেলে; আহা! আজ যদি দাদা থা'ক্‌ত, সে আমায় কত যত্ন ক'র্‌ত, আমার পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজটি ক'র্‌ত না।

দর্প। তাই তোমার পরামর্শে বাংলা মুলুকের ছত্রীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে আমার মাথাটা হেঁট ক'রে গেছে! বাংলাদেশে গে বাস ক'র্‌লে আর পশ্চিমে হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের জাত থাকে!

তুল। না, যত জাত তোমার এই ছাতুর মুল্লুকে! চল্লুম আমি, দেখি কে আমার কি করে!

দর্প। জগন্নাথ যাওয়া হবেনা? সোয়ারি যে এতক্ষণ তৈয়ারী হ'ল।

তুল। তোমার কথায় যাব? আমার নিজের যখন ইচ্ছে হয়েছিল, তখন যাব ব'লেছিলুম। কোন কথা না কইতে—যেতেম; তুমি যেতে ব'ল্‌লে কেন? তোমার হুকুমে যাব? এমন বাপে তুলসীকে জন্ম দেয়নি! সখ ক'রে মালী রেখেছেন! মালীর অমন ফুট্‌ফুটে চেহারা! ও ছোঁড়া নামকাটা সেপাই—চোর! আবার নামটা দেখেছ, কুমার! মালীর নাম টহলা কি চামরু কি দুখিয়া এই রকম হবে—না একেবারে কুমার! "বাঁচ্‌লে কত দেখ্‌'ব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার!"

[প্রস্থান।

দর্প। হেরে গেছে! খুব হেরে গেছে! আরে তুই হলি মেয়ে, আর আমি হলেম বাপ; আবার বাপ ব'লে বাপ! রায় দর্প-নারায়ণ সিং!—যার নামে বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খায়!—নিজের প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তা। বেড়ে মজা হ'য়েছে, তুলসীটে ঐ ছোক্‌রার ওপর খুব চ'টেছে! প্রথমে ত আমি ছোক্‌রাকে হাঁকিয়েই দিয়েছিলেম; তুলসী এসে ওপর-পড়া হ'য়ে "এখনি তাড়াও, এখনি তাড়াও"—ক'র্‌তে লাগলো, তাইত আমার মেজাজ গরম হ'ল; তখন যদি আমি তাড়াই, তা হ'লে কি আর আমার মান থাকে? অন্য লোকজন ঝাঁ ক'রে মনে ক'র্‌ত যে কর্ত্তার কোন জোর নেই—মেয়েই বাড়ীর মালিক। আহা ঐ ছুঁড়ীটা বেশ জুটেছে। দিব্যি চোখদুটি—আর খুব ফ'চ্‌কে। আঃ আজ থা'ক্‌ত যদি সে বয়েস! তা জোয়ান না হ'লে যে ছুঁড়ীরা একেবারে পছন্দ করে না, এমন ত কোন কথা নেই; বুড়োর চ'খে যখন ছুঁড়ী লাগে, তখন ছুঁড়ীদের নজরেই বা বুড়োরা লাগ্‌বে না কেন? খুব ফ'চ্‌কে, খুব ফ'চ্‌কে—আমার সঙ্গে কথা-টথাও বেশ হেঁসে হেঁসে কয়। যাক্‌—ঐ—ঐ যে, ঐ যে—মেঘ না চাইতে-ই জল! সুকুমারও যে সঙ্গে—না, ও এগিয়ে চ'ল্‌লো, এই বেলা অলকার সঙ্গে দুটো কথা ক'য়ে নিই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বাগানের অন্যাংশ।

(সচকিতভাবে অতিদ্রুতগতিতে অলকার প্রবেশ)

অল। খুব ফুড়ুক ক'রে পালিয়ে এসেছি! এ কি মা! বাওয়াত্তুরে বুড়োর এ কি রোগ? আ মুখে আগুন, আবার নয়নাহানাটুকু-ও আছে; এদিকে যে শিবচক্ষু হওয়ার দিন পার হ'য়ে গেছে, তা মনে নেই।

(সুকুমারের প্রবেশ)

সুকু। হ্যাঁলা অলক—যেতে যেতে আবার তোর এ কি হ'লো? খামোকা খামোকা দৌড়ে পালিয়ে এলি যে?

অল। তোর ঠাকুরদা যে সাম্‌নে এসে প'ড়লেন।

সুকু। তা তিনি কি তোকে খেয়ে ফেল্‌তেন?

অল। আমায় খান না খান, আমার মাথাটি খাবার বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে।

সুকু। দূর্‌!

অল। মাইরি, আজকাল আবার আমার সঙ্গে নাৎনী সম্পর্ক পাতানো হ'য়েছে।

সুকু। তা এ আর পাতানো কি, আমার ঠাকুরদা কি তোমারও ঠাকুরদা নন্‌?

অল। তা কি ব'ল্‌ছি? ওঁর কিন্তু মৎলবটা ঠাট্টা-রসিকতা-ক'র্‌বার সুবিধেটা পাকিয়ে তোলা।

সুকু। ছেলেবেলা ঠাকুরমার কাছে শুন্‌তেম বটে, বয়েসকালে

কর্ত্তার নোটোমিটুকু বিলক্ষণ ছিল! এখনো মাঝে মাঝে সেকেলে বাইজী-দের গল্প তোলেন,—তা আমাদের সামনে-ও।

অল। আমার সঙ্গে অমন ক'র্‌লে কিন্তু আমি এখান থেকে পালাব।

সুকু। পালাবে বইকি, আমায় গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিতে চাও? সুভদ্রা-হরণ হ'লে বুঝি আমি একলা যাব?

অল। আমি কি তোমার সঙ্গে দোলার বিবি সেজে যাব? না সখ্‌ ক'রে সতীন ঘরে নিয়ে যেতে চাও?

সুকু। তোমার মতন সতীন পেলে ত বেঁচে যাই। আচ্ছা অলক, তুমি ত ভাই প্রাণ খুলে সকল কথা আমায় কিছুই বলনা?

অল। কেন সবইত ব'লেছি।

সুকু। সে ত তোমার বাপ যার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক ক'রেছেন, তাকে বে' ক'র্‌বে না ব'লে পালিয়ে এসেছ, এই পর্য্যন্ত; তারপর কে তোমার সু-নজরে প'ড়েছে, কাকে সত্যি সত্যি ভালবাস, তোমায়-ই বা কে ভালবাসে—সে সব ত কিছুই বলনি। যথার্থই কি এতরূপ আজ-ও কারুর নজরে পড়েনি?

অল। পড়েনি? ওমা সে কি! আমার আবার নায়কের অভাব! নাও—একে একে সব ব'লে যাচ্ছি, ফর্দ্দ ধর।

সুকু। তামাসা নয়, সত্যি বলনা ভাই।

অল। বলেছিত—প্রথমেই ধর তোমার ঠাকুরদা।

সুকু। দূর্—কি বলিস্!

অল। কেন কি মন্দ? রমণীমোহন, বলদ-বদন, নিকটেই শমন-সদন, পক্ককেশ, রসের মেঘ—

সুকু। যাক—ওত হ'লো, তারপর আসল নায়কটি কে?

অল। র'স! দ্বিতীয় দফা—ধরগে তোমাদের দেওয়ানজী ভজনলাল। কন্দর্পকান্ত ত আমার—

সুকু। আ ম'লো যা—বলিস্ কিলো? ও মুখপোড়া মিন্‌সে আবার কি ক'রেছে?

অল। আমার রূপসাগরে একেবারে হাবুডুবু! হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী! আচ্ছা—তোমার ঠাকুরদা কি আর দেওয়ানজী ক'রবার লোক পেলেন না!

সুকু। পোড়াকপাল! ওকি সত্যি দেওয়ান? গ্রামের লোক, আগে বাবুয়ানার দিনে দাদামশায়ের মোসাহেবি ক'রৃত, মজ্‌লিসে ব'সে গান-টান গাইত, তাই কর্ত্তা তামাসা ক'রে দেওয়ান দেওয়ান ব'লে ডাকেন। কাজকর্ম্ম দেখেন সব বাবু রঘুনাথ দাস।

অল। ওঃ তাই বল—তোমার দাদার রঙ্গমহালের দেওয়ান।

সুকু। তারপর আর কেউ নেই?

অল। আর কে—কৈ—আর ত——

সুকু। এ ত কেলুয়া ভুলুয়ার পালা গেল; এখন যাত্রা আরম্ভ কর; অথ বকুলতলায় সুন্দরের প্রবেশ——

(সুরে) "নাগর কে তুমি বিদেশী।
কোন্ রমণীর মন-চোরা ধন—
মুখে মৃদু মধুর হাসি॥"

অল। (সহাস্যে) এই যে আমার দূতীগিরির বাহবা দিচ্ছিলে, তুমি নিজে ত দেখ্‌ছি একেবারে মালিনীমাসী! তা বিদ্যা না হ'য়ে মালিনী হবার সাধ হ'ল কেন?

সুকু। কত রকম হব ভাই, তুমি ত আগে থেকেই আমায় সুভদ্রা ক'রে দিয়েছ। এখন তুমি বিদ্যা হও—আমি মালিনী হই। আর বল

যদি, যতদিন গুণসিন্ধুসুত সশরীরে প্রকাশ না হন, ততদিন আমি সুন্দর হ'তেও রাজি আছি।

(সুরে) "হয় যদি আজ এমন উপকার,

তবে কেনা হই তোমার।

গাছতলা সার ক'রে আছি অকূল পাথার ॥

এসেছি বিদ্যার আশে, রাখ যদি নিজবাসে,

আশার আশে থাকি পাশে বাসেতে তোমার" ॥

অল। বেশ—বেশ—বিশেষ বাহবা! কিন্তু নাগর মশাই জিজ্ঞাসা করি, এ উক্তিটি কা'র প্রতি হ'ল? বিদ্যার না মালিনীর?

সুকু। বিদ্যা ত তুমি বটেই, কিন্তু মনে মনে মালিনীও কিনা তাই ভেবে গোলে প'ড়েছি।

অল। ভাবিনীর প্রাণে খামোখা এ ভাব উঠ্‌ল কেন?

সুকু। আচ্ছা অলক! আমাদের ঐ নতুন মালিটিকে দেখে তোমার কি মনে হয়?

অল। (সচকিতে) কে—কি—কে—কা—কা—কা—কাকে দেখে?

সুকু। (বিদ্রূপচ্ছলে) তে—তি—তে—তা—তা—তা—তাকে দেখে। হুঁ—হুঁ! তখন যে বড় আমায় ঠাট্টা ক'র্‌ছিলে? এখন কেমন —জবাব দাও।

অল। যাকে নিয়ে তামাসা করা যায়, তাকে নিয়ে তোমায় তামাসা ক'রেছিলেম; মালী ফালী নিয়ে তামাসা কি?

সুকু। তা তুমি ত আপনিই পথ দেখিয়েছ; দাদা মশায়ের কথা নিয়ে ভজনলালের নাম ক'রে রঙ্গ ক'র্‌ছিলে, আমি না হয় কুমার মালীর কথাটি ব'লেছি, অমনি মেয়ের রাগ হ'ল!

অল। তা'ত নয়, মনে ক'র্‌ছ যখন তোমার দাসীপনা ক'র্‌তে পেরে'ছি তখন আর মালী জোলার সঙ্গে বে হ'তে বাধা কি?

সুকু। আবার ভাই দাসীর কথা? তা হ'লে আমি এখনি গিয়ে সকলের কাছে সত্য পরিচয় দেব।

অল। তার মানে আমায় এখান থেকে এখনি তাড়াবে?

সুকু। তোর দুটি পায়ে পড়ি ভাই—আর কথার ছল ধ'রিস্ নি। আচ্ছা যথার্থ বল দেখি, ঐ ছোক্‌রাকে দেখ্‌লে কি ইতর লোক ব'লে মনে হয়?

অল। তা সুশ্রী চেহারা ত বড় লোকের একচেটে নয়।

সুকু। আমি খুব ফর্শা কি ভাল নাক-চোখের কথা ব'ল্‌ছি না। প্রতিমার মুখের ভাব দুরকম হয় দেখেছ? প্রথম যখন কুমোর-বাড়ী থেকে আসে, তখন এক রকম—দিব্যি চোখ মুখ নাক, চক্‌চ'কে রঙ্, ঝক্‌ঝ'কে সাজ, কিন্তু তবু যেন কেমন-কেমন গড়া পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর ব্রাহ্মণ যখন ভক্তিভাবে মন্ত্র প'ড়ে সেই পুতুলের চক্ষুদান করেন, তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেই পুতুল প্রতিমা হ'য়ে যায়! সেই আঁকা চোখ যেন বিশ্বসংসারে করুণাবৃষ্টি ক'র্‌তে থাকে—সেই সিঁদুরের অধর আশীষের হাসিতে যেন একেবারে ভ'রে যায়। অধর কোণের রাঙা রঙ্‌টুকু দেখ্‌লে যেন প্রাণে শক্তি জেগে ওঠে। টুক্‌টুকে চরণ দু'খানি যেন প্রণাম নেবার জন্য ভক্তের মস্তক স্নেহে নত ক'রে দেয়!

অল। (বিদ্রূপাত্মক গাম্ভীর্য্যে) প্রাতঃপ্রণাম! প্রাতঃপ্রণাম! প্রাতঃপ্রণাম!

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ!

সুকু। না অলক, তামাসা নয়; আমার মনে হয় সকল মানুষের

প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়না; দেখেছি দিব্যি টক্‌টকে রঙ্‌, গড়ন পেটন এক-রকম নিখুঁৎ ব'ল্‌লেও বলা যায়, কিন্তু তবু ঠিক যেন কলের পুতুল! চ'ল্‌ছে, ব'ল্‌ছে খাচ্ছে খাট্‌ছে, হাস্‌ছে, কাঁদ্‌ছে, কিন্তু সবেতে-ই যেন কি নেই কি নেই,—কি ভাবের যেন একেবারে অভাব। বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে সে বাইরের পদার্থ সব দেখ্‌তে পায় বটে, কিন্তু সে চোখের পানে চাইলে, তার ভেতরে যে আর কিছু আছে, কালো তারার পেছোন থেকে যে একটা সজাগ প্রাণ দীপ্তি দিচ্ছে, তা মনে হয় না। আবার কি মেয়ে, কি পুরুষ, এমন মানুষ দেখ্‌তে পাই—যার বাইরে দেখে লোকে সুশ্রী বলেনা, কিন্তু আমার মনে হয়, সেই কালোর ভেতর থেকেও যেন কি একটা শ্রী বা'র হয়, চোখ দুটি যেন আলো জ্বেলে ভেতরের মাজা-ঘষা প্রতিভাপূর্ণ প্রাণটিকে পরিষ্কার দেখিয়ে দেয়!

অল। ও বাবা! কি বিদ্যার জোর গো! পুরাণ প'ড়্‌তে আর বাকি নেই, রামায়ণ মহাভারত ত একেবারে কণ্ঠস্থ ব'ল্‌লেই হয় জান্‌তেম; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সুকুমার একেবারে বেদান্তবাগীশ মহাশয়!

গীত।

কি বিদ্যা শিখেছ বিদ্যা, বুঝি বিদ্যাতে পেট ফাটে।
সই! বাক্ সরেনা অবাক হ'য়ে রইগো আমি বিদ্যাবতীর ঠাটে॥
এমনি হয় অনুমান, পুরুষগুলি হনুমান,
না পেয়ে তাই গুণের মান, মন দিয়েছেন মানময়ী গো—
প্রেমের পাঠ তুলে দে কপাট দিয়ে এক মনেতে পাঠে।
(আমার) বিদ্যুল্লতা বিদুষী গো বিকোবে কোন্ বিদ্যাধরের হাটে॥

(করতালি সহযোগে)—

হা হা হা ! হা হা হা ! হা হা হা !!

সুকু। আ-মরি মরি ! ঠাক্রুণ যেন আমার কথনো পুঁথির পাতাটি উল্টোননি !

অল। না ভাই, আমার ভুল হ'য়েছিল, সুভদ্রা-হরণ হয় হবে, পরে হবে ; আপাততঃ তোমার মন্দিরে সিঁধকাটার প্রয়োজন ; তুমিই বিদ্যা, আমি বরং না হয় মালিনী হব।

সুকু। (সহাস্যে) তা'ত হবেই গো হবে !

তুমি ফুলকুমারী ফুলপিয়ারী ফুলের মতন তনু,
মুখখানি লো শতদল, নয়ন দুটি নীল কমল—
আর পরিপাটী ভুরু দুটি ফুলধনুর ধনু।
তোমার চুলে ফুলের সাজ, লজ্জাবতীর লাজ,
ফুলে গড়া মনটুকু লো খোস্‌বোতে ভরপূর ;
এ মালিনীর ফুল ফোটাবে, পায়ে লোটাবে,
এমন মালী আস্‌ছে কত দূর।

না ভাই আর ব'ল্‌ব না, মেয়ের এখনি অভিমান, রাগ, কত কি হবে।

অল। তুই কি ব'ল্‌ছিস্ বল্‌ত, তোর মনের ভেতর কি একটা আছে দেখ্‌ছি।

সুকু। শুন্‌ছি ঐ ছোক্‌রাটি ক্ষেত্রীর ঘরের ছেলে, অবস্থা ভাল নয়, বোধ হয় তাই এই ছোট চাকরী স্বীকার ক'রেছে।

অল। তা এ যুগে ক্রমে ক্ষত্রিয় মালিগিরী মুহুরিগিরী ছাড়া আর কি ক'র্‌বে বল ? তরওয়াল ভেঙ্গে এখন গাছছাঁটা কাঁচি আর কলম কাটা ছুরী গড়া'তে হবে !

সুকু। থাম্ ভাই—ধান ভা'ন্‌তে শিবের গীত!—ফুলবাগানে ব'সে দুটো প্রেমালাপ করা যা'চ্ছে, এ সময় তোমার বীরত্ব জেগে উঠলে আমায় স'রে প'ড়্‌তে হবে।

অল। আচ্ছা! আচ্ছা! অই—যে কে? অই যে—হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই মালী ছোঁড়াটার কথা কইতে তোমার এত ভাল লাগ্‌ছে? তা তাই না হয় কও।

সুকু। হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ—আমার-ই ভাল লাগ্‌ছে আর কারু নয়, কেবল আমার ভাল লাগ্‌ছে! আর কার-ও নয়—কার-ও নয়—কারও নয়—তোমারত নয়-ই! তা যাক্, আমার ভাই বড় সে কথা ভাল লাগ্‌ছে, নিজের-ই মুখের বাণী নিজের কাণে যেন বীণাধ্বনি ক'র্‌ছে। তা কি ক'র্‌বে বল ভাই, সখীর সুখে সুখী হ'য়ে একটু সহ্য ক'রে শোন।

অল। (রহস্যাভিমান) না আমি শুন্‌বো না। (অপসরণ)

সুকু। হ্যাঁ তোমায় শুন্‌তে হবে। (নিকটে গমন) অমন যুবা পুরুষ, সুন্দর চেহারা দেখে দাদামশাই প্রথমে কুমারকে রাখ্‌তে চান্‌নি।

অল। আমি শু'ন্‌ব না ব'ল্‌ছি। (পূর্ব্বাভিনয়)

সুকু। আমি ব'ল্‌ব-ই ব'ল্‌ছি—(ঐ) তার পর যেই পিসীমা—

অল। হাম কভি নেই শোনেঙ্গি। (ঐ)

সুকু। তোম্‌কো আল্‌বৎ শোন্‌নে হোয়েঙ্গি! পিসীমা যেই এসে ব'ল্‌লেন যে, "ছি ছি অমন ছোঁড়া চাকর ভদ্রলোকের বাড়ী রাখে",—

অল। কাকে শোনাচ্ছ?

সুকু। অমনি দাদামশাই আর দ্বিতীয় কথাটি না ক'য়ে ভজনলালকে ডেকে হুকুম দিলেন—

অল। আমি ত শুন্‌ছি না।

সুকু। তবে থা'ক্ আর ব'ল্‌ব না।

অল। তা তুমি আপনাআপনি ব'কৃছ—বকনা কেন।

সুকু। না ভাই, তোমার কষ্ট হ'চ্ছে কাজ াক।

অল। বাঃ আমি কি তোমায় ব'ল্‌তে মানা ক'র্‌ছি? তবে আমি শুন্‌ছি না—এই যা।

সুকু। দেখ্ ভাই অলক এক কাজ ক'র্‌বি? আয় কা'ল আমরা চড়ুই-ভাতি করি।

অল। কোথাকার কথা কোথায় এ'ল, যা ব'লছিলি বল্‌না।

সুকু। না থা'ক্‌গে—ও মালী ফালীর কথায় আমাদের কাজ কি? আমি ভাই খিচুড়ী রাঁ'ধ্‌ব, তুমি সব ভাজি ভা'জ্‌বে—(অলকের নিরুত্তরে দূরে অপসরণ) স'রে গেলে যে? তবে কি তুমি চড়ুইভাতিতে নেই? আমি কত সাধ ক'রে রইছি খিচুড়ী রাঁধ্‌বো, তুমি ভাজি ভাজ্‌বে; ঐ কুমার মালীকে ব'ল্‌ব সে আমাদের কাঠ জল সব যোগাড় ক'রে দেবে, কেমন মজা হবে; তার পর—

অল। (শ্লেষ সহকারে) তা হবেনা! স্বজাতি দুঃখে প'ড়ে আশ্রয় নিয়েছে, তাকে দিয়ে কাঠ না বওয়ালে—জল না তোলালে—কি মজা হয়!

সুকু। (ভঙ্গি সহকারে) ফোঁ-ও-ও-স্! এই ছোঁড়া-টোঁড়া হচ্ছিল, কথায় কাণ জ্ব'ল্‌ছিল, এর মধ্যে এত ভালবাসা?

অল। কেন, দয়া বুঝি ভালবাসা?

সুকু। না, প্রথম ধাপ,—আর এক পৈঠে উঠ্‌লেই মমতা।

অল। তার পর?

সুকু। তার পর কি তুমি জাননা?

অল। না হয় তুমিই বল, শুনে শিখে নিই।

সুকু। স্থলবিশেষে আর একবার পা বাড়ালেই প্রণয়ের স্বর্গ। তা তোমার ভয় নেই ভাই! কুমার—দূর হোক্‌গে ছাই, যে নামে তোমার গা জ্ব’লে যায় সেই নামটাই খালি মুখে আসে;—ঐ ছোঁড়াটা—ছোঁড়াটা—বুঝ্‌লে, ঐ ফুট্‌ফুটে ছোঁড়াটা কি আর আপনি কাট বইবে জল তুলবে? ও অন্য মালীদের ব’লে সব কাজ করাবে। ব’ল্‌লেম না, যে পিসীমার কথায় রাগ ক’রে দাদামশাই কুমারকে এক হুকুমে মালীদের দারোগা ক’রে দিয়েছেন। কি সুন্দর ফুল সাজায় ভাই!

অল। হ্যাঁ তোমার ঘরটি বেশ সাজিয়ে দেয় দেখ্‌তে পাই।

সুকু। ইঃস্! রিষ হয় না কি? আর ভাল ভাল গোলাপগুলি তুলে তোমায় তোড়া গ’ড়ে দেয় না?

অল। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) আমি ফুলের তোড়া নিয়ে কি ক’র্‌ব ভাই?

সুকু। (ব্যঙ্গ-সারল্যে) তা আমি কি ক’রে ব’ল্‌ব ভাই? যে নেয় সেই জানে, আর যে দেয় সেই জানে। বোধ হয়, বুকে ব্যথা-ট্যাথা ধ’র্‌লে প্রলেপ দেবে ব’লে দেয়; মালী-মানুষ—গাছ-গাছড়ার গুণটুন সব জানে ত!

অল। দেখ্‌ সুকুমার আমি বুঝেছি, তোর নিজের প্রাণটি এখন প্রণয়জলে ডুবে রয়েছে কিনা, তাই তুই জগৎ-সংসার প্রেমে ঢল ঢল দেখ্‌ছিস্! আমার ত আর তা নয়।

সুকু। না, তুমি ভৈরবী হবে! আচ্ছা চোখে কেউ পড়ুক না পড়ুক, সকল মেয়েত পোনেরোতে পা দিয়েই মনে মনে একটি বর গ’ড়্‌তে থাকে; তা এ্যাদ্দিনে তাও বুঝি তুমি গড়নি, এইটে আমি বিশ্বাস ক’র্‌ব?

অল। তা গ’ড়্‌ব না কেন? এমন দুশো পাঁচশো গ’ড়েছি

ভেঙ্গেছি। মহাপণ্ডিত বর গ'ড়্‌লেম—কেমন ভট্‌চায্যি মশাই ভট্‌চায্যি মশাই মনে মনে হ'ল, নাকে মুখে চোখে সব জায়গায় যেন অনুস্বর! অমনি ভেঙে ফেল্লেম। গালপাট্টাওয়ালা লড়ায়ে কার্ত্তিক গ'ড়্‌লেম, কেমন কাটখোট্টা কাটখোট্টা মনে হ'ল, দুহাতে পিষে গুঁড়িয়ে ফে'ল্‌লেম। বাব্‌রি চুলে সোজা সিঁথি মিহিসুরে কথা কন—ললিত নাগর গ'ড়্‌লেম—তার পর ভাল ক'রে ঠাউরে দেখেই ভাব্‌লেম—আ ম'লো! এটা যে না-পুরুষ না-মেয়ে! ছুঁড়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিলেম! এই রকম গ'ড়ে ভেঙে, ভেঙে গ'ড়ে শেষ ও কাজে একেবারে ইস্তফা দিয়েছি; বুঝেছি আমার বর গ'ড়্‌তে বিধাতাই ভুলে গেছেন।

গীত।

সইলো, আমার মিল্‌বে কোথা বর।
অনঙ্গের নাহি অঙ্গ, কলঙ্কিত শশধর॥
কুমারের গুমোর ভারি, সরস্বতী আপনি নারী,
মদনমোহন মনের মতন কিন্তু শঠ নটবর;—
এ ধরা ধরে না তা'রে আমি যারে দিব কর॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বাগানের অপরাংশ।

(বসন্তকুমারের কাঁচি ও একটি পুষ্পপূর্ণ সাজি হস্তে প্রবেশ)

বস। ভাদ্রপদী মাসে কৃষ্ণপক্ষে ষষ্ঠীর প্রাতে ষষ্ঠীর বাছার মাতৃকোল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন; তারপর গাজীপুর হ'তে দ্বাদশীর দিবস

অত্র মোকামে বসন্তকুমার—কুমার সাহেবের শুভাগমন। আজ আবার কৃষ্ণাদ্বাদশী, ছদ্মবেশে একমাসকাল মালীব্রত পালন হ'ল। ভাদ্র মাসে গৃহত্যাগের ফল বেরুতে বেরুতেই ফ'লেছে! তবে গোলামীটা কিঞ্চিৎ মোলাম দাঁড়িয়ে গেছে। গাজীপুরে নিজের বাগানে সখে যে পরিশ্রমটুকু ক'র্‌তেম, তার চেয়ে এখানে আমি এমন কি ক'র্‌ছি? আর একটা ওজর ক'রে মাইনেটাও হাত পেতে নেবনা ব্যস্! মোদ্দাৎ তবু —তবু কেমন ঠেকে! নিজের বাগানে কোদাল ধ'রে মাটী কাট্‌লেও লজ্জা হ'তনা; কিন্তু এ নিজের হাতে বড় জোর ভাল গাছ দু'চারটে ছাঁটি, ফুলদান্‌টা-আস্‌টা সাজাই, আর দশ-বারো জন মালী আমার হুকুমে কাজ করে, মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, আমিই যেন তাদের মনিব; তবু যেন কেমন কেমন,—এই চাকরী নামটাই ছোট, মনটা কেমন ছোট ক'রে কুঁচ্‌কে দেয়, কেমন যেন নিজত্বটা একেবারে চ'লে যায়, খামোকা একটা ভয়ের ভূত ঘাড়ে চেপে স্ফূর্ত্তিটুর্ত্তি হরণ ক'রে মনটাকে মুস্‌ড়ে ফেলে দেয়!

(নেপথ্যে গীত)—পাখী আন্‌মনে কি গান ধরে।
করে মিষ্টি সুরে সুধাবৃষ্টি দৃষ্টিপথের অন্তরে॥

ঐ যে আমার ফুল্লমুখী মনোমোহিনী গান ধ'রেছেন, এইদিকেই যে আগমন হ'চ্ছে দে'খ্‌তে পাচ্ছি। এ বড় মন্দ ব্যাপার নয়! পিতৃপ্রদত্ত প্রমদা পাবার ভয়ে এখানে পালিয়ে এসে, শেষ পরিচারিকার প্রেমে প'ড়ে প্রমাদ ঘটা'ব নাকি? পোষাকে মালী, পেষায় মালী, মনটাও মালী-মালী হ'য়ে গেল বা! তা না হ'লে একটা ফুট্‌ফুটে দাসীকে দেখে মন হারা'তে ব'সেছি? এই যে এসে প'ড়ল, ফুলগুলি ওরই হাতে দিই —না, আগে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি। (অন্তরালে অবস্থান)

(গান গাহিতে গাহিতে অলকার প্রবেশ)

অল। গীত।

পাখী আন্‌মনে কি গান ধরে।
করে মিষ্টি সুরে সুধাবৃষ্টি দৃষ্টিপথের অন্তরে॥
উধাও হ'য়ে ধায় আকাশে, নীলের তলে তিলটি ভাসে,
কার আশায় উদাস পাখী, আহা ওরে কে দিয়েছে ফাঁকি,
প্রাণ হ'রে কে পালিয়ে গেছে করুণ কাঁদে কার তরে॥
বনের পাখী মনের জোরে, প্রেম পেতে যায় দেবের দোরে,
ওঠে পড়ে তবু ওড়ে, গান শোনাতে মনোহরে॥

(স্বগত) পোড়া ঘুরে ফিরে এই বাগানেই আসি কেন? সুকুমার আমায় কাছছাড়া ক'র্‌তে চায় না, কিন্তু কে জানে, আমার কেমন আজকাল একটু নির্জ্জনে থাক্‌তেই ভাল লাগে; কি একটা অনেকক্ষণ ধ'রে ভাব্‌তে ইচ্ছে করে, কিন্তু কি ভা'ব্‌বো ভেবে ঠিক ক'র্‌তে পারি না। ভাব্‌বার কথা অনেক আছে—বাড়ীর কথা, বাবার কথা, মা'র কথা —কত কথা; কিন্তু সে সব কথা ভাব্‌তে আরম্ভ করি, আর কোথা থেকে একখানা মুখ মনের ভেতর উঁকি মেরে সব গোলমাল ক'রে দেয়!

বসন্ত। (একান্তে স্বগত) এ কার মুখ? আমার নাকি? সুন্দরী যুবতীর মনের মধ্যে উঁকি মার্‌বার মত মুখ এখানে আমা ছাড়া আর কার আছে? 'কর্ত্তারও নয়. ভজনলালের—

অল। ছি ছি! প্রাণ যাকে চায় তাকেই পতিত্বে বরণ করা উচিত বটে—

বস। (একান্তে) কথাগুলি বেশ ভদ্রের মত; আর কথার ভাবও আছে, বোধ হয় বরাবর বড়লোকের ঘরেই চাকৃরি ক'রে আস্‌ছে।

অল। কিন্তু—

বস। “কিন্তু” ! দেখেছ, এরও একটা “কিন্তু” আছে ; যত গোল বাধায় ঐ “কিন্তু” । আমি কি জানিনা যে পিতামাতাকে মান্য ক’র্‌তে হয়, তাঁদের অসুখী ক’র্‌তে নেই, তাঁদের অবাধ্য হ’তে নেই, কিন্তু বাবা যেই আমার অজ্ঞাতে আমার বিবাহের পাত্রী ঠিক ক’র্‌লেন, অমনি আমার “কিন্তু” এসে বাপ-ব্যাটার মধ্যে বিপরীত ব্যবধান হ’য়ে দাঁড়ালো ! প্রাণ এই সুভাষিণী রূপসীকে প্রেয়সী ক’র্‌বার জন্য পিপাসী হয় বটে, কিন্তু সামান্যা পরিচারিকা হওয়াতেই আমার বংশমর্য্যাদার “কিন্তু” এসে কেমন “কিন্তু কিন্তু” ক’র্‌ছে।

অল। কিন্তু তা ব’লে প্রাণ যাকে-তাকে চাবে কেন ?

বস। তা’ত বটেই। প্রাণের এ বড় অন্যায়। আশ্চর্য্য ! আমরা নিজে এত লেখা-পড়া শিখি, ন্যায় দর্শন যুক্তি তর্কে বুদ্ধি-শুদ্ধিকে এত বড় পণ্ডিত ক’রে তুলি, কিন্তু আমাদের প্রাণটি সেই মা-র কোলে যে অহম্মুখ মূর্খ ছিল, ঠিক তাই থেকে যায়, যাকে ইচ্ছে তাকে ভালবেসে ফেলে ; ধন দেখেনা, মান দেখেনা, কুল দেখেনা।

অল। সমানে সমানে না হ’লে প্রেম কথনো স্থায়ী হয়না।

বস। একটু-আধটু ছোট-বড় হ’লেও চলে, কিন্তু একেবারে রাজার ছেলে আর পরের চুল-বাঁধা বিছানা-পাতা দাসী ! এ মিলন কেমন ক’রে হয় !

অল। ছি ছি ! আমি কে—আর সে কে ! একটা বাগানের মালী—ছি ছি !

বস। কি গেরো ! আমি যাকে ছোট ভেবে সাবধান হ’চ্ছি, সেই কি না উল্টে আবার আমাকে-ই ছোট মনে ক’চ্ছে ! বুঝেছি, উনি এ বাড়ীর রাজকন্যার সহচরী কি না, তাই মালী-ফালীকে বড় আর গ্রাহ্যের

মধ্যেই আ'স্‌ছে না! এই বড়মানুষের মেয়েগুলো সমান বয়সের দাসী পেলে আদর দিয়ে বড় বাড়িয়ে তোলে। তার ওপর যদি ছুঁড়ীটা একটু দেখ্‌তে ভাল, কি কথা-বার্ত্তায় রসিকা হয়, তা হ'লে ত আর রক্ষা নাই। যত মনের কথা তার সঙ্গে, গল্প-গুজব গান তামাসা—

অল। না, ও সব কথা আর ভাব্‌বো না।

বস। না না—পরে যা হবার হবে, এখন আর একটু ভাবো। আহা তোমার চোখ দুটি কি মিষ্টি! ঠোঁট দুখানি কি মিষ্টি! কথাগুলি কি মিষ্টি! আর তুমি আমায় ভালবাস, তা শুনতেও কি মিষ্টি! কিন্তু—ঐ—ঐ দেখ, আবার "কিন্তু"—ঠাকুর এসেছেন।

অল। না মনকে আমায় বোঝাতে হবে।

বস। যা ব'লেছ, আমারও মনকে বোঝাতে হবে।

অল। এ কি প্রবৃত্তি?

বস। বাস্তবিক! তাই ত, আমারই বা এ কি প্রবৃত্তি?

অল। সাবধান, প্রাণ সাবধান!

বস। শুন্‌ছিস্‌, প্রাণ শুন্‌ছিস্‌? সাবধান!

অল। যত মনে করি ভুলি, ততই—

বস। ভুল্‌তে পারিনা।

অল। সেই মুখ বার বার আমার মনে পড়ে।

বস। আমারও!

অল। কেবল একা থাক্‌তে ইচ্ছা করে।

বস। আমারও!

অল। না কখনই না, প্রাণ জলে জ্ব'ল্‌বে তবু—

বস। ধূনো দেব, না জল ঢাল্‌'ব?

অল। আর তার কথা ভাব্‌বনা।

বস। আমিও !

অল। আর তার নাম মনেও আ'ন্‌বনা !

বস। আমিও !

অল। যেখানে তার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব, সে দিকে যাবনা।

বস। আমিও,—কা'ল থেকে।

অল। তার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ ক'র্‌বনা।

বস। আমিও এই দু'পা স'রে দাঁড়ালেম।

অল। সে মুখ পর্য্যন্ত আর দে'খ্‌বনা।

বস। আম—আ—আ—আ—আম—আমি—না তা' পাচ্ছিনা; মুখখানি যে বড় মধুর! মরি মরি কি মায়া-মাখানো! ও মুখখানি যে শুধু সুন্দর নয়, ও মুখ দেখ্‌লেই যে ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে! মুখখানি ধীরে ধীরে ধ'রে বুকের ওপর রেখে, চুলগুলি নিয়ে খেলা ক'র্‌তে ইচ্ছা করে! না না—ভুলো না, বসন্তকুমার কোন্ উচ্চ বংশে তোমার জন্ম! তোমা হ'তে যেন কোন মতে অবলার সর্ব্বনাশ না হয়।

অল। আহা একে পল্লীগ্রামের সরল লোক, তার ওপর এই প্রথম যৌবন! সম্ভব অসম্ভব বুঝ্‌ছে না, আকাশ পাতাল ভেদ দেখ্‌তে পাচ্ছে না! আমার যা'হবার হবে, ঐ গরিব-বেচারির সরল মনে ব্যথা দেব না! নারীর মন ব্যাধের মনের মত, আবশ্যক থাক্ বা না থাক্, যে কোন জীবকে আপনার জালে প'ড়্‌তে দেখ্‌লে ৩ জনেরই প্রাণে একটু আহ্লাদ হয়; তূণের বাণে প্রাণ একেবারে বেরিয়ে যায়, কিন্তু নারীর নয়ন-বাণে প্রাণে সময়ে সময়ে জন্মের মত ঘুণ ধ'রে যায়।

বস। আমরি মরি! আবার পরের তরে প্রাণে দরদটুকু আছে!

অল। যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝ্‌তে পারে যে, আমি তার প্রতি অনু—একটু—খুব একটু অনুরক্ত; অনুরক্ত নয়—তবে যেন আমি তাকে একেবারে অবহেলার চোখে দেখিনা, তা হ'লে—আহা—বেচারী একে গরিব—

বস। যা ব'ল্‌লে রাজকন্যা!

অল। তার ওপর কাঁচা বয়েস,—

বস। প্রাতঃপ্রণাম রাঙা-ঠান্‌-দি!

অল। এমনি-ই ত আমার মুখপানে কেমন যেন চুরি ক'রে ক'রে চায়, চোখোচোখি হ'লে চোখ নাবিয়ে নেয়, কেমন যেন ছম-ছ'মে হ'য়ে যায়—আহা! তখন দেখ্‌লে বোধ হয়না যে, সামান্য লোকের ঘরে ওর জন্ম; যখন ধীর শান্তভাবে অথচ মধুর আগ্রহে, সাজান ফুলগুলি আমার হাতে,—অবশ্য সুকুমারের জন্যে—আমার হাতে দেয়, তখন মনে হয়না যে, একটা ইতর মালী মনিবের তাঁবেদারি ক'র্‌ছে।

বস না, এ নেহাত বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্‌লে! ক্রমে আপনি যে দাসী, তা ভুলে গিয়ে আমারও মনিব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। হাঁ এক রকম মনিব আছে বটে, পুরুষের পরম প্রার্থনীয় মিষ্টি মনিব, সে ম'নব তুমি হ'লে, সেবায় জীবন সার্থক ক'র্‌তে ইচ্ছা করে বটে; কিন্তু পরের দোরে দাসী হ'য়ে-ই সব মাটি ক'রেছে। বড় মানুষ না হোক্ মধ্যবিৎ গৃহস্থ-ঘরের হ'লেও আমি তোমায় আদর ক'রে গরব ক'রে আমার—

অল। না, আজ থেকে বেশী ক'রে সাবধান হব; আমার মন ঠিক সন্দেহ ক'রেছে, বেচারা নিশ্চয়-ই আমায় ভালবাসতে শিখেছে; কই সুকুমার ত আমার চেয়েও সুন্দরী—বো-ধ-হ-য়; কিন্তু আমি

বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, তার সাম্‌নে ঘাড়টি হেঁট ক'রে থাকে, সে যেন শুধু ভদ্রতা—সম্মান; আর আমাকে-ও মান্য করে, কিন্তু তার-ভেতর অম্‌নি একটু—সে কি, তা' শুধু মেয়েমানুষে-ই বুঝ্‌তে পারে, বিশেষ—বিশেষ—কি বিশেষ? কিছু না, মিছিমিছি একা দাঁড়িয়ে বাজে ব'ক্‌ছি, কেউ দেখ্‌লে কি মনে ক'র্‌বে? পাগল হ'লেম নাকি!

(প্রস্থানোদ্যতা)

(বসন্তকুমার অগ্রসর হইয়া)

বস। এই ফুলক'টি যদি—

অল। (সচকিতে ফিরিয়া) তু—তুমি! তুমি এখানে কোথা থেকে এলে? কতক্ষণ এসেছ? হঠাৎ—হঠাৎ—তুমি এখানে কেন?

বস। আশ্চর্য্য হ'চ্ছো কেন? বাগানে থাকাইত আমার কাজ; বরং তুমি এখানে একা কি ক'রছ, আমি-ই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ক'র্‌তে পারি!

অল। স্বচ্ছন্দে! আর আমি-ও কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক নয় মনে ক'রে চ'লে যেতে পারি।

বস। (সাগ্রহে) না না, যেওনা।

অল। "যেওনা"! তুমি আমায় হুকুম ক'র্‌বার কে? আমি এ বাড়ীতে মালী-টালির হুকুম শোন্‌বার জন্যে—

বস। দাসী হ'তে—এই এই—চাক্‌রী ক'র্‌তে আসনি?

অল। আমার কথাটা অন্যায় হ'য়েছিল স্বীকার করি,—ব'লে ফেলেই আমি মনে মনে জিভ্‌ কেটেছিলেম; কিন্তু দেখ্‌লেম, ভদ্র-জাতের ঘরে মূর্খ জন্মালে তার অশেষ দোষ হয়,—

বস। (উত্তেজিত) সত্যই কি তুমি আমাকে মূ—

অল। স্ত্রীলোক দাসীই হ'ক্‌, আর রাজরাণীই হ'ন্‌, পুরুষের

কাছে যে তার একটা সম্মানের দাবী আছে, নারীর প্রাণে যে ব্যথা দিতে নেই, এ শিক্ষা-ও তোমার নেই !

বস। (অপ্রতিভ) আমার ঘা'ট হ'য়েছে ! দেখ্‌ছি শুধু বড়মানুষের কাছে থেকে-থেকে তুমি যে-টুকু সহবৎ শিখেছ, তোমার কথাবার্ত্তায় যে ভদ্রতা আছে, আমি নিজে বড়লোকের ছে—

অল। তুমিও আমায় মাফ কর, আমি ভুলে গিয়েছিলেম যে, দারিদ্র্যের অপমান ক'র্‌তে নেই ; বিশেষ তুমি জাতের অভিমানে ব'সে-ব'সে কোন কুটুম্বের অন্ন না ধ্বং'সে, কি বড়মানুষের মোসাহেবি না ক'রে যে আপনার গতর-খাটিয়ে মজুরী পর্য্যন্ত ক'র্‌তে স্বীকার পেয়েছ, এতে তোমার ক্ষেত্রী-মন একেবারে উচ্ছন্ন যায়নি বোঝা যা'চ্ছে।

বস। তা'হলে যার কথা শুন্‌লে তার মন রাজরাণীর চেয়েও বড় ব'লে বোধ হয়, সে স্ত্রীলোক হ'য়েও যখন এত কষ্ট—এত হীনতা স্বীকার করে—স্বীকার করে—

অল। পরের দোরে দাসী হ'তে পেরেছে,—এই ব'ল্‌বে ত ?

বস। সে কি আমার চেয়েও অনেক বেশী প্রশংসার—

অল। আমিও ক্ষেত্রীর মেয়ে !

বস। তা শুনিছি।

অল। তুমি আমায় যেতে মানা ক'র্‌ছিলে কেন ?

বস। এই ফুল ক'টি দেব ব'লে।

অল। সুকুমা—বাবুয়ানীর ফুলদান সব ভর্ত্তি আছে।

বস। তবে—তবে—তুমি নেবে এই ফুল ক'টি ?

অল। (ঈষৎ হাস্তে) দাসী আবার ফুল নিয়ে ক'র্‌বে কি ?

বস। এই ঘা'ট মান্‌লুম না ?

অল। তোমার ইচ্ছে হ'য়ে থাকে, দাও নিচ্ছি (সাজিগ্রহণ) কিন্তু এই পর্য্যন্ত।

[প্রস্থান।

বস। কি এই পর্য্যন্ত? যাঃ চ'লে গেছে, যা'ক্ ভালই হ'য়েছে! যে রকম কথাবার্ত্তা কইছিল, দাঁড়া'নর ভাবভঙ্গিমার যে ধরণ, তাতে মনে হ'চ্ছিলনা যে, একজন সামান্যা আশ্রয়হীনা নীচ পরিচারিকার সাম্নে দাঁড়িয়ে আছি; আর একটু হ'লেই হয়ত আভিজাত্য অহঙ্কার সব ভুলে প্রাণের পরামর্শ শুনে ফে'ল্‌তেম! ক্ষত্রিয়কন্যা বটে, কিন্তু কি পরিচয় দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব? কি ব'লে বাবাকে বোঝাব? আর কি আমরা তাহ'লে সমাজে স্থান পাব! কি করি? এখান থেকে পালাব না কি? তারপর যাব কোথা? বাড়ী থেকে পালাবার সময় ত ভাবিনি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? আর এখন তার জন্য এত ভাবনা হ'চ্ছে কেন? এখানে যে চুম্বকপাথর আছে, তাই নাকি? কিন্তু চুম্বক নামে অয়স্কান্ত মণি হ'লে—তাতে মণির আকর্ষণী শক্তিমাত্র আছে—ঔজ্জ্বল্য নাই; কণ্ঠহারে শোভা পায়না; বংশাভিমানের বাজারে এ মণির মূল্য নেই। আহা! আমি যদি রাজা তেজচাঁদ বাহাদুরের একমাত্র পুত্র না হ'য়ে সত্যই কোন গরিবের ঘরে জন্মাতেম, তাহ'লে এই অতুল শোভাময়ী অলকাকে জীবন-সঙ্গিনী ক'রে, কুটীরে স্বর্গসুখ ভোগ ক'র্‌তেম! কিন্তু আমার নিজের সুখের জন্য পিতামাতার মনে ব্যথা দেবার—আমার বংশকে, সমাজকে অপদস্থ ক'র্‌বার অধিকার আমার নাই। অলকাও দেখ্‌ছি আমাকে সত্যই মূর্খ মালী মনে ক'রে অমন ক'র্‌ছে, নইলে আমাকে যে একেবারেই অবহেলার চক্ষে দেখে, তা'ত বোধ হ'লনা। না—খুব সাবধান, খুব সাবধান! এ খেলা বন্ধ ক'র্‌তেই হবে; সরল হৃদয়ে গরল কখনই ঢা'ল্‌ব না!

(গায়িকাগণের প্রবেশ ও গীত)

মানবের যৌবনটুকু সোণার স্বপন জীবনে।
সাজায় সোণার সাজে মণির কাজে মনোমাঝে ভুবনে॥
হৃদয়-তারে মধু ঝরে বাজে নূতন তান,
লতায় পাতায় কি কবিতা ফুলে ফুলে গান,
যায় খড়ের কুঁড়ে সোণায় মুড়ে সুধার ক্ষুধা লবণে॥
ভালবাসার নেশায় মন মাতাল হ'য়ে উঠে,
ভালবাস্‌তে পেলে আপনা ভুলে চরণ তলে লোটে,
ফোটে পুরব কিরণ হিরণ বরণ ভাবের ভবনে;—
ভালবাসা আশ্বাসে তা'র বিশ্বাসে তা'র নিশ্বাসে তা'র
মিশায় পবনে॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(বন্দুক হস্তে—কোমরে থলিয়ায় শীকারলব্ধ পক্ষ্যাদি—
ফুলচাঁদবাবু ও শীকার-সজ্জায় গ্রাম্য বালকগণের প্রবেশ।)

বালকগণ— গীত।

যদি কিছু দিন বাঁচ্‌তে চাও মজায়।
মনটুকু বেশ রাখ্‌তে তাজা শরীরটি বজায়॥
সাদাসিদে ডাল রুটী দুটি বেলা চাই,
নোলার লোভে পটলতোলা, পেট যেটি চায় দিও তাই,
আর ভোজকলারে ম'জোনা, যদি হাজার লোক ভজায়।
দুর্গা ব'লে সকাল সকাল হবে চোদ্দ পোয়া,
অমনি যেন ঘুমটি আসে যেমনি ঘরে শোয়া,
আর উঠবে ঝেড়ে, শয্যা ছেড়ে, লজ্জা দিয়ে সূর্য্যি-মামায়॥
কর্‌বে দৌড়ো-দৌড়ি ফর্দামাঠে সাঁজে সকালে,
ভাঙ্গবে পাক্কা গাড়ী মার্‌বে পাড়ী মর্দানা চালে,
আর তার থাকে মাটী পরিপাটী কোদাল যে চালায়॥

মিছে মিছি ভাবনা চিন্তে শিকের ওপর তুলে,
হাসি পেলে হাসবে ক'সে মনের কপাট খুলে,
রাজার চেয়ে হবে সুখী তুমি তুলনায় ;—
আপনার রসে আপনি নেশা মন দেবেনা মদ গাঁজায় ॥

[প্রস্থান।

ফুলচাঁদ। (উচ্চকণ্ঠে) অরে কোথায় সব? কাকেও দেখতে পাচ্ছিনে যে রে!

নেপথ্যে—দর্প। কেও! চেঁচামেচি করে কে রে? ওরে ও জমাদার টহলা, সর্দ্দার, সব ম'রেছে নাকি? ওরে ও ভজ্‌না, তুমি বেটাও কি ম'রেছ, ওরে ও ভজ্‌না—

(দর্পনারায়ণের প্রবেশ)

দর্প। আরে কেও—ফুলচাঁদ বাবু যে? তা বুঝেছি, নইলে এমন বাজখাঁই আওয়াজ আর কার!

ফুল। জানেন ত, সহুরে সভ্যতার ধার আমি কোন দিন ধারি না; চ'ল্‌ছেন পা টিপে টিপে, যেন কে বেড়ী পরিয়ে দিয়েছে; ব'স্‌বেন যেন আড়ষ্ট, আর কথা ক'বেন মিহিসুরে, যেন গলায় নলী বন্ধ—চিঁচিঁ ক'রে সুর ছা'ড়্‌ছেন! আমার এ প্রাণের জান্‌লা কপাট সব খোলা, বদ্ হাওয়া ভেতরে বেল্‌কুল জম্‌তে পায় না।

দর্প। নাও নাও, পাগ্‌লামী ছেড়ে দাও।

ফুল। এটা বুঝি পাগ্‌লামী?

দর্প। নিশ্চয়।

ফুল। কিসে জা'ন্‌লেন?

দর্প। আমি ব'ল্‌ছি পাগ্‌লামী।

ফুল। বটে! ব্যা'স্ তবে তার ওপর আর কথা নেই। এখন আপনি ক'চ্ছিলেন কি বলুন? এই ঘুমে থেকে উঠ্‌লেন বুঝি?

দর্প। কি করি, এই অমাবস্যা গেল, হাঁটুর বাতটা আবার—

ফুল। আপনি ইচ্ছে ক'রে ভুগ্‌বেন তার আর উপায় কি! যদি আমার কথা শোনেন—আহা ভ্যালা মোর ভাই রে! দুদিনে ঐ বাত-টাত তাড়িপাত গুটোয়, নইলে ক্রমে একেবারে কুপোকাৎ!

দর্প। তা ব'লে তোমার কথা শুনে রাত-থা'কৃতে উঠে ঠাণ্ডা লাগিয়ে শেষে মারা যাই আর কি!

ফুল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ভোরের বাতাস গায়ে লাগ্‌লে অসুখ করে! দেখ্‌তে পাননা, যত বড় ব্যায়রামেই মানুষ ভুগুক, ভোরের বেলা একটু ভাল থাকে; ঘুমো'ন ত খানিকক্ষণের জন্য ম'রে থাকা, ভোরের বাতাস যেন রূপকথার সোণারকাঠি ছুঁইয়ে জীবজন্তু গাছপালা পর্য্যন্তকে আবার নতুন প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে তোলে! শুন্‌তে পাননা,—অনেক মানুষ বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় প'ড়ে থাকে ব'লে, ছোট ছোট পাখীগুলো পর্য্যন্ত তাদের ছি ছি ক'র্‌তে থাকে!

দর্প। ফুলচাঁদবাবু বয়েস ত হ'য়েছে, একটু আধটু আফিম ব্যবহার ক'র্‌তে আরম্ভ কর, তখন বুঝ্‌বে ভোরের ঘুমটুকু কি আয়েস—কি আরাম দেয়; এই চট্‌কা ভেঙে গেল, পাশ ফিরে শোও, আবার তখনই নিদ্রা, আর কি হাত তরবেতর মজাদার স্বপ্ন!

ফুল। ভ্যালা মোর ভাই রে! ভ্যালা মোর ভাই রে! আমি আফিম খাব! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!!

দর্প। ঔষধার্থে।

ফুল। দেখুন রায় সাহেব, আমি আপনার চেয়ে বড় জোর চা'র পাঁচ বছরের ছোট হব ব'ইত নয়,—

দর্প। তাই নাকি?

ফুল। আবার কি! ছেলেবেলা এক সঙ্গে গুলিদাণ্ডা লাট্টু খেলেছি, কত সাঁতার দিয়েছি, ঘুড়ী উড়িয়েছি মনে নেই?

দর্প। ঠিক ঠিক, কিন্তু তুমি'ত এখনও যেন দিব্যি জোয়ান র'য়েছ? একগাছি চুলও পাকেনি, গালের মাংস একটু কোঁচ্‌কা পর্য্যন্ত খায়নি!

ফুল। তার কারণ, আমি ভগবানের হাতের তাজা জল, তাজা রোদ্দুর, তাজা হাওয়া প্রাণভ'রে ভোগ করি; তাজা ফল, তাজা আনাজ, গরম ডাল রুটী ভাত, সোজাসুজি পেটভ'রে খাই; গাড়োয়ান বেহারা খিদ-মৎগারের তাঁবেদারী করিনা, পা-কে হাঁটাই, হাতকে খাটাই; সখ ক'রে অথর্ব্ব সেজে ঠুঁটো খোঁড়া হ'য়ে দিন কাটাই না।

দর্প। আরে ভাই, সহজে কি এমন হ'য়েছি, আমারও ত জোয়ান্‌কির দিন গেছে, জান ত,—

ফুল। যৌবনকে গলাটিপে তাড়িয়ে দিলে আর সে যাবে না? দুটি জিনিস কখন আমার বাড়ীর মধ্যে যেতে পায় না; প্রথম—নেশা, দ্বিতীয়—দাওয়াই।

দর্প। ব্যাম হ'লে ওষুধ খাবনা! এ ত ভারি মজার ব্যবস্থা দেখ্‌তে পাই।

ফুল। আপনার মত অনেকে আছেন, যাঁরা আর সত্যি অসুখ হ'বার অপেক্ষা রাখেন না; ওষুধ খেয়ে খেয়ে ব্যামো তোয়ের করেন, নাহয় মনে মনে একটা ব্যামো গ'ড়ে নেন; যেন শরীরে নানান রকম ব্যামো থাকা আমীরির একটা জাঁকাল আস্‌বাব।

দর্প। দেখ ফুলচাঁদ বাবু, তোমায় একটু ভালবাসিও বটে, আর তোমার কথাগুলো পাগলের বক্‌বকানি ব'লে উড়িয়েও দিই, সেইজন্য

এতক্ষণ স্থির হ'য়ে আছি, আর কেউ আমায় উপদেশ দিতে এলে, এই লাঠির ঘায়ে তার শির দুফাক ক'রে দিতেম।

(লাঠি উত্তোলন করিয়া মারিতে উদ্যত ও ফুলচাঁদের একলম্ফে দূরে গমন এবং পশ্চাদ্ধাবন চেষ্টায় দর্পনারায়ণের পতন)

দর্প। বদ্‌মায়েস্—বেতমিজ—বেদে—গুণ্ডা! আমায় ফেলে দিলি? উহুহু! বেতো পা-টাতেই লেগেছে—উহুহু!

(ফুলচাঁদের নিকটে গমন ও সাহায্য দান)

যাও যাও—ফেলে দিয়ে শেষে আবার দরদ জানাতে হবেনা।

ফুল। আমি ফেলে দিলেম?

দর্প। না? বানরের মত লাফ না মা'র্‌লে ত আর আমি দৌড়ুতে গিয়ে আছাড় খেতুম না।

ফুল। আপনার ইচ্ছাটা কি আমি দাঁড়িয়ে লাঠি খাই?

দর্প। আল্‌বৎ! নইলে কি গায়ের জোরের বড়াই কর? কি কাল্‌তো বুকের ছাতি ফোলাও? যে আসল পুরুষ বাচ্ছা, সে দাঁড়িয়ে লাঠি খায়, মাথা বাঁচাতে পালায়ও না, আর ভদ্রতা বজায় রাখ্‌তে ফিরিয়েও মারেনা।

ফুল। আর মাথাটি যে ফেটে যেত!

দর্প। গেলইবা; তোমারই মাথা যে'ত, আমি ত আর মা'র্‌তে গে প'ড়ে যেতেম না! তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর।

ফুল। (সহাস্যে) ঠিক ঠিক, আমার ভারি অন্যায় হ'য়েছে বটে!

(ভজনলালের প্রবেশ)

ভজ। হুজুর কি আমায় ডাক্‌ছিলেন?

দর্প। বাবুজীর কি এতক্ষণের পর খবর হ'ল?

ভজ। আজ্ঞা হুজুর, মেলায় লোকজনের আমদানি হ'চ্ছে, রাস্তায় ভারি গোল, তাই শুন্‌তে পাইনি।

দর্প। মেলা! কিসের মেলা?

ভজ। আপনার ঠাকুরবাড়ীর মাঠে বছর বছর যে চিড়িয়ার মেলা হয়; কা'ল পূর্ণিমা, কা'ল থেকে তা আরম্ভ। এবার মেলা খুব জ'মবে, পাহাড়ীরা সব হর-বেরকম পাখী বেচ্‌তে এনেছে, আরও অনেক রকম জিনিসের আমদানী হ'চ্ছে, নাচ গান তামাসাও খুব হবে, দিল্লীর বাইটাই বিস্তর—

দর্প। (মুখভঙ্গী করিয়া) ঈ-ঈ-ঈ-য়্যাঃ—ঈ-ঈ-ঈ-য়্যাঃ—একেবারে যে আমোদে আটখানা! মেলা দেখ্‌তে যাবে ঠিক ক'রে রেখেছ বুঝি?

ভজ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

দর্প। যাওনা দেখি, কি গেরো! কদিন দেখ্‌ছি আর আমাকে ঘুমুতে দেবেনা; তা বেশ আমার না ঘুম হ'লে তোমরাও কেমন ঘুমোও আমি দেখে নেব; তুলসী ব'সে ব'সে তুলসীদাস প'ড়্‌বে, আর ভজন তোমায় গল্প ব'ল্‌তে হবে, গান গাইতে হবে।

ফুল। আর আপনার পৌত্র সুকুমার?

দর্প। সুকুমার যে কবে কখন ঘুমোয়, তা'ত ব'ল্‌তে পারিনা, সেই শালী—আর সঙ্গে আর এক শালা জুড়িদারও তেমনি জুটেছে—

ফুল। রায় সাহেবের বরাত খুব জবর! খুঁজে খুঁজে লোকে একটা ভাল চাকর পায়না, আর আপনার বরাতে দেখুন কোত্থেকে এক দিব্যি মালী জুটলো! ছোক্‌রা দেখতে শুন্‌তেও যেমন, কথাবার্ত্তাও ঠিক ভদ্রলোকের ছেলের মতন; আর মাস্‌খানেকের মধ্যে আপনার বাগানের যেন একেবারে শ্রী ফিরিয়ে দেছে।

দর্প। কেমন কেমন? এখন আমার বুদ্ধির বাহাদুরী দাও! আর

ঐ বোকা মেয়ে তুলসীটা ওকে তাড়িয়ে দিতে বলে, এই আমি এক দাবড়ীতে তার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে ছোক্‌রাকে দারোগা বাহাল ক'র্‌লেম ; কেমন ভজনলাল, বলনা ফুলচাঁদ বাবুকে, তুলসীকে দাবড়ীটা কি রকম দেওয়া গেছ্‌লো !

ভজ। আজ্ঞে হুজুর, সে কি দাবড়ী ! সে একেবারে দাবড়ী যারে বলে,—দাবড়ী, দাবড়ীর মত দাবড়ী ! বেশী কি ব'ল্‌ব বাবুসাহেব, হুজুর দিদিঠাক্‌রুণকে দাবড়ী দেবার উদ্যোগ ক'রে যখন চোখ পাকাচ্ছিলেন, আর গলাটা শানিয়ে নিচ্ছিলেন, আর দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন, কি সটান শুয়ে প'ড়্‌বেন, তাই ভাব্‌ছিলেন, আমার তখনকার সেই মূর্ত্তি না দেখে—দেখে—(জনান্তিকে ফুলচাঁদের প্রতি) বাবুজী, যা হয় কিছু বলুন না, আমি যে আর বানাতে পারিনা ; (প্রকাশ্যে) মূর্ত্তি না দেখে—

ফুল। রায়সাহেব সেকালে শীকারে বড় বড় বাঘ মেরে, ফৌজের সামনে লড়াই ক'রে, আর আজও এত বড় তালুকটা শাসনে রেখে, শেষ আজ কি না একটি অবলা স্ত্রীলোককে দাবড়ী দিয়ে বড়াই ক'র্‌ছেন !

দর্প। অবলা ! কে বলে অবলা ? হ্যাঁ ভজনলাল, মেয়েমানুষ অবলা ?

ভজ। আজ্ঞে রাম কহো ! মেয়েমানুষ অবলা-ও নয়, অবোলা-ও নয়, বরং মেয়েমানুষকে একটা বোল্‌-বোলা ব'ল্‌লেও বলা যায়।

দর্প। দেখ ফুলচাঁদবাবু—চুপ ক'রে থাক, কখনও একটা বিয়ে ক'রে হাতের জলটা পর্য্যন্ত শুদ্ধ ক'রে নাওনি, তুমি স্ত্রীলোকের কি জান ? অবলা ! অসুর-নাশিনী অবলা ? মহিষ-মর্দ্দিনী—অবলা ? রাবণ-হনুমান-প্রসবিনী—অবলা ! বাপ্‌ ! কথায় বলে স্ত্রীলোক ! কই পুরুষকে কেউ পুরুষলোক বলে কি ? যেমন ভূলোক, গোলোক—গোলোক—ভূলোক, গোলোক—

ভজ। ঢোলোক—নোলোক।

দর্প। হ্যাঁ; তেমনি স্ত্রী-লোক, স্ত্রীলোক একটা লোক বিশেষ! একটা স্ত্রীলোক বত্রিশটা পুরুষের—একশোটা পুরুষের—

ভজ। পরলোক! আজ্ঞে।

ফুল। তবে আপনি স্ত্রীলোককে শাসন করেন কেমন ক'রে?

দর্প। আমি? আমার সঙ্গে কার তুলনা! আমি কি যে সে পুরুষ; আমি—আমি—

ভজ। কাপুরুষ।

দর্প। কি—কি—কি ব'ল্লি?

ভজ। আজ্ঞে ভালই ব'লেছি, আপনি কাপুরুষ।

দর্প। আমি কাপুরুষ? বল্ কাপুরুষ মানে কি বল্?

ভজ। হুজুর তা জানিনা।

দর্প। কাপুরুষ মানে জানিস্‌না, তবে ব'ল্লি কেন?

ভজ। সব ভাল ভাল লোকে বলে, তাই আমিও ব'লেছি।

দর্প। ভাল ভাল লোকে আমায় কাপুরুষ বলে? বল্ তুই কাপুরুষ মানে?—কি মানে মনে ক'রস্ বল্?

ভজ। আজ্ঞে আজ্ঞে—কাপুরুষ মানে—মানে—পরপুরুষ কি?

ফুল। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! বেশ বেশ, আর দেওয়ানজীকে কিছু ব'ল্‌বেন না রায় সাহেব; কাপুরুষের আচ্ছা মানে ক'রে দিয়েছে; সত্তরের কাছে এসে "পরপুরুষ" খেতাব পাওয়া অনেক রাজা-মহারাজাও একটা বড় রকম খোস্‌নাম ব'লে মনে করেন, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চহাস্য)

দর্প। (বিদ্রূপে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বড় ঠাট্টা হ'চ্ছে—না? কি ব'ল্‌ব দাগাবাজ খাঁর মতন একজন হকিম পাই ত তোমার তাখৎ আর

কালো চুলের গুমোর একদিনে ভেঙ্গে দিই। তার হাতের একটা পুরিয়া মুহিম-বরবাদি এখন পেলে আমি দশহাজার টাকা দিতে রাজি আছি।

ফুল। কেন তাতে কি হয়?

দর্প। মানুষের শরীরে ঘোড়ার মত শক্তি হয়, আশী বছর বয়সের পুরুষ একজোটা ঘোড়ার মত—

ফুল। বড় চমৎকার ওষুধ ত! মানুষ ঘোড়া হ'য়ে যায়! পথ্যটা কি—দানা ঘাস?

দর্প। ঠাট্টা হ'চ্ছে! আমার কথা বিশ্বাস হ'চ্ছে না? মির্জ্জা খট্‌মল্ উল্লার বয়স তখন নব্বই পার হ'য়েছে, অই হকিম দোস্ত দাগাবাজ খাকে দিয়ে প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ ক'রে দাওয়াই মুহিম-বরবাদি তৈয়ার করালেন, হকিম সাহেব একটি পুরিয়া এক কাঁচ্চা উটের দুধের সঙ্গে খেতে ব'লেছিলেন; বুড়ো আরো বেশী জোর হবে মনে ক'রে দুটো পুরিয়া খেয়ে ফেলেছিল, একেবারে গা-ফেটে রক্ত বেরুতে আরম্ভ হ'ল, হৌজে দই ঢেলে চুবিয়ে রাখ্‌লে, কিছুতেই কিছু হ'ল না, দুঘণ্টার মধ্যে—

ফুল। মরজা সাহেবের ঘোড়ালীলা সংবরণ হ'ল?

দর্প। ঠাট্টা কি! বাঁচলে দেখ্‌তে পেতে।

ফুল। একেবারে আস্তাবোল উজ্জ্বল ক'রেচি ঁ হিঁ হিঁ—চিঁ হিঁ হিঁ আওয়াজ ক'র্‌তেন।

ভজ। না বাবুজী, মুহিম-বরবাদি পাওয়া যায়, তবে এখনকার হকিমরা সব ভেজাল্ চালায়, তাই যে খায়, সে ঠিক ঘোড়ার মত না হ'ক—

ফুল। আধা-আধি—গাধার মত হয়? একথা আমি খুব বিশ্বাস করি। সে-যা-হ'ক রায় সাহেব, আপনাকে চিড়িয়ার মেলা দেখ্‌তে যেতেই হ'চ্ছে; দেখ্‌বেন একবার একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে গ্রাম্যলোকের

আমোদ আহ্লাদে যোগ দিয়ে এলে, আপনার ঘোড়াত্ব লাভ হ'ক না হ'ক, আপনি নতুন মানুষ হ'য়ে যাবেন; শরীর হাল্কা হবে, মনে স্ফূর্ত্তি আ'স্‌বে; আমিও যাব, তেমন ভাল কোন পাখী পাই, দু'একটা কেনা যাবে, আপনার নাৎনীকে দিলে সে খুব খুসী হবে, আর ঐ অলক ব'লে মেয়েটিকেও একটা দিলে হয়; আহা দিব্যি সুশ্রী মেয়েটি! তাই ব'ল্‌ছিলেম, খুব কপাল আপনার, সেধে এসে এমন পরিষ্কার পরিচারিকা জোটে ক'জনের ভাগ্যে?

ভজ। (স্বগত) হুঁ! হুঁ! এতকালের পর ফুলচাঁদ বাবুর ফুল ফোটে না কি? বরাৎ! বাবা গরিবের বরাৎ! একটা দাসী-ফাসি দেখে যেই ভজার পোড়া প্রাণে একটু পীরিতের বাচ্ছল্যভাব উঠ্‌ল, অমনি তা'তেও হানা! সেদিকে কর্ত্তার নজর, ফুলচাঁদ বাবুর নজর, ছোঁড়া মালী বেটারও বোধ হয় নজর! আরও কত ভূত প্রেতের যে নজর প'ড়েছে তার ঠিক কি! এ হ্যাংলার দেশে দাসী-বাঁদীটাও বড়মানুষের গরাস এড়ায় না বাবা!

ফুল। কি রায়সাহেব মেলায় ক'বে যাবেন বলুন? কথা ক'চ্ছেন না যে?

দর্প। এই ভজনা বেটা ঐ পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়্‌-বিড়্‌ ক'রে কি ব'ক্‌ছে তাই দেখ্‌ছি।

ভজ। আজ্ঞে হুজুর—আজ্ঞে—এই আপনি মেলায় গেলে আমাকে কি কি ওষুধ সঙ্গে নে যেতে হবে, তাই হিসেব ক'চ্ছিলেম।

দর্প। ভাল কথা মনে প'ড়েছে,—হ্যাঁ আমি মেলায় যাব, কিন্তু তোমার ঐ পাখীর কিচিরমিচির শুন্‌তেও না, আর ঐ যে গোলাম-কি গোলাম রেয়ৎ বেটা-বেটীরা বেয়াদবী ক'রে আমার সাম্‌নে ধেই-ধেই ক'রে নাচ্‌বে, তা দেখ্‌তেও না।

ভজ। আজ্ঞে হুজুর, সে সব কিছুই ক'র্‌তে হবে না ; ঠাকুরবাড়ীর চবুতরায় দিব্যি তাকিয়া-টাকিয়া দিয়ে বিছানা পেতে দেব, ফুর্সি থাক্‌বে, আর মাঝে মাঝে আমি ওষুধ লাগাব, থাওয়াব, নাস দেব, মালিস ক'র্‌ব—চমৎকার আরামে থা'ক্‌বেন।

দর্প। শুনিছি এই মেলাতে সময়ে সময়ে খুব ভাল লোক আসেন। সাধু-সন্ন্যাসী, হুমুরমন্দ্ তবিব হকিম ; তাঁরা এমন সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দাওয়াই জানেন যে, অন্ধের চক্ষু হয়, বোবা কথা কয়, বৃদ্ধের চির-যৌবন হয়। ফুলচাঁদবাবু, আমার বরাৎ ভাল ব'ল্‌ছিলে, যদি অদৃষ্টক্রমে একজন ঐ রকম লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাহ'লে একটা দওয়া-মুকোয়াউই নিয়ে আবার জোয়ানিটে ফিরিয়ে আনি ; তা' তার জন্যে যা লাগে।

ফুল। এক রাজত্ব অর্দ্ধেক রাজকন্যা পর্য্যন্ত ! কি বলেন ? আপনি দেখ্‌ছি যৌবনের জন্যে যত ব্যস্ত, পায়ের বাত আরামের জন্য তত নয়।

দর্প। আরে ভায়া, বাত-ই বল, বদ্‌হজম-ই বল ওরকম দুটো একটা অসুখ শরীরে থা'ক্‌বে-ই।

ভজ। আজ্ঞা তা'ত বটেই, চণ্ডীমণ্ডপ শাস্তোরেই ত লেখা আছে, "শরীরাং ব্যাধ্বাং মন্দুরাং।"

ফুল। দেওয়ানজীর দেখ্‌ছি শাস্ত্রজ্ঞান বেশ জবর !

ভজ। আজ্ঞে, "সৎসঙ্গে কাশীদাস।" ঐ হুজুরের কাছে থেকে যে পণ্ডিত হ'য়েছি, তার ওপর নাপিতের ছেলে ! জানেন ত সব কর্ম্মে বামুনের সঙ্গে সঙ্গে নাপিতটিও চাই ; বিয়েতে আগে নাপিত, তার পর গো-বেরাসভন্।

ফুল। ভাল কথা, সুকুমারের বিবাহের কিছু ঠিকঠাক ক'র্‌লেন রায় সাহেব ?

দর্প। আরে ওটা কাল্‌কের মেয়ে, এর মধ্যে বিয়ের তাড়াতাড়ি কেন?

ফুল। সে কি! আর ঘরে রাখা ভাল দেখায় না; ওর বিবাহটা দিয়ে ফেলুন।

দর্প। আসল কথাটা কি জান ভাই, ভগবান্ যাকে-যাকে দিয়েছিলেন, সবাইকে ক্রমে ক্রমে ফিরিয়ে নিয়ে এই বয়সে খেলা ক'র্‌বার জন্যে তিনি ঐ পুতুলটি মাত্র আমার কাছে রেখেছেন; ওটিকে পরের হাতে সঁপে বিদায় ক'রে দিতে হবে মনে হ'লে, আমার যেন সব ফুরিয়ে যাবে ব'লে বোধ হয়! আহা—পোষা পাখীটির মত আপনা-আপনি কত কথা কয়, কত মিষ্টি মিষ্টি গান গেয়ে এঘর ওঘর, এ গাছতলা ওগাছতলা ক'রে বেড়ায়! সুকুমার না জাগিয়ে রাখ্‌লে, রায়েদের এই প্রকাণ্ড অট্টালিকাটা কোন্ কালে ঘুমিয়ে প'ড়্‌ত! আমি আমার নিজের শরীর নিয়ে আর তালুকের নালীস মামলার তজ্‌বিজ তমিজ্ ফয়সালা নিয়েই ব্যস্ত থাকি; সুকুমারকে হামেসা কাছে আস্‌তে দিতে পারিনা; কিন্তু যদি এক-আধদিন একটু ফুরসৎ ক'রে ডাকি ত কত আহ্লাদ করে, আমায় গান শোনায়, বাংলা মুল্লুকের গল্প বলে, ছড়া ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ঘুম পাড়ায়; ফুলচাঁদবাবু আমি যৌবন লাভের ওষুধ খুঁজ্‌ছি, কিন্তু সুকু এমন ওষুধ জানে যে, কাছে ব'স্‌লে খানিকক্ষণের জন্যে আমায় একেবারে যেন খোকা ক'রে দেয়! বয়েস ভুলে ওর খেলার খেলুনি হ'য়ে যাই।

ফুল। রায় সাহেব, এমন স্নেহ-প্রবণ প্রাণ আপনার, আপনি কেন মিছি-মিছি একটা কর্কশ কর্তৃত্বের বিকৃত বিরক্তির মুখোস্ প'রে শরীর মনকে ব্যাধিগ্রস্ত করেন? আচ্ছা, আর এক কাজ করুন না কেন,— আপনার যথাসর্ব্বস্ব একদিন সুকুমারের-ই হবে, আর তার মা-র

দরুণও শুনিছি যা বিষয় আছে, তা নিতান্ত সামান্য নয়; একটি ভাল দেখে গৃহস্থের ছেলে এনে বিবাহ দিয়ে ঘরেই রাখুন না।

দর্প। রাম বল! ঘরজামাই-স্বামীকে কি স্ত্রী ভালবাস্‌তে পারে, না ভক্তি ক'র্‌তে পারে?

ফুল। কেন, বিস্তর বড়লোকের ঘরে জামাইরা চিরদিন জামাই-আদরে থাকে।

দর্প। হ্যাঁ জামাই-আদরে,—ভদ্রলোকের আদরে নয়।

ভজ। হুজুর ঠিক ব'লেছেন, আমার প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ী গে' আহারের লোভে একবার মাসকতক বাস ক'রেছিলেম; মনে ক'রলেম দিব্যি আছি, কিন্তু ভাইদ্বিতীয়ের দিনে আমার "তিনি" ভুলে আমার কপালেও একটা ফোঁটা দিয়ে ফেল্লেন, তাও হেসে উড়িয়ে দিলেম; তার পর এক-আধটা ফাই-ফরমাস্ সুরু হ'ল। শেষ যে দিন শাশুড়ীমশাই খানকতক কাঠ চেলা ক'রে দিতে ব'ল্‌লেন, সেই দিন বুঝলেম যে, শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী বটে, কিন্তু তেরাত্তির পুইয়েই যমুনা-স্নান ক'রে চ'লে আসা চাই, কাশীবাসটা পৈতৃক কুঁড়েতেই ভাল।

ফুল। শাশুড়ী-মশাই কি রকম দেওয়ানজী?

ভজ। আজ্ঞে, আমার শাশুড়ী মশাইমানুষ-ই ছিলেন! তিনি আমার অবলা শ্বশুর ঠাক্‌রুণকে বিয়ে ক'রে বেশ শাসনে রেখেছিলেন; শ্বশুরটি বিধবা হবার পর থেকে আর মা'রটায় না খেয়ে এখন একটু মোটাসোটা হ'য়েছেন।

দর্প। আমি মনে ক'রেছি একটা উচক্কা ছোক্‌রা-ফোক্‌রার হাতে না দিয়ে, একটি প্রবীণ গোছের মানুষের সঙ্গে সুকুর বিবাহ দেব।

ফুল। সে কি! অমন ফুলের পুতুল একটা বুড়োকে গছিয়ে দেবেন? জন্মের মত বালিকার—

দর্প। দেখ ফুলচাঁদ বাবু, তুমিও বুড়ো আমিও বুড়ো, বুড়োর নিন্দা ক'রোনা ব'ল্‌ছি। আমি সুকুকে যে আদরে রেখেছি, ওর যত আব্দার সহ্য করি, একটু পাকা বয়েসের জামাই না হ'লে কে ততটা ক'র্‌বে? ছোঁড়াগুলো কি স্ত্রীর যত্ন জানে? তারা আপনাদের সুখ নিয়েই ব্যস্ত, আপনাদের গুমরেই মত্ত; কাঁচা-বয়সে পুরুষমানুষ নিত্যি নতুন চায়, তা'ত আমি নিজেই বুঝি, আর একটু প্রবীণ-পুরুষ যুবতী ভার্য্যা পেলে তাকে মাথায় ক'রে রাখ্‌বে, তার কথায় উঠ্‌বে ব'স্‌বে।

ফুল। স্বামীর মাথায় চড়েই বা তাকে উঠ্‌-ব'স্‌ করিয়েই ত আর যুবতী স্ত্রীর নারী-জন্মের সাধ মেটেনা; আপনি নিজে পুনর্যৌবন লাভের ওষুধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর ঐ বালিকাকে একটা বৃষকাঠের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন সঙ্কল্প ক'রেছেন? আপনি বলেন কি!

দর্প। আমি যে ওষুধ খুঁজ্‌ছি, তার অন্য কারণ আছে; সুকুমারকে পরের ঘরে পাঠা'লে আমি একেবারে একলা হ'য়ে প'ড়্‌ব; তখন—তখন যা'ক্‌, সে কথা এখন থা'ক্‌; তা ছাড়া মনে ক'রেছি একটি গরীব স্বজাতির মেয়ের—থা'ক্‌ সে সব কথা পরে হবে। মোদ্দাৎ আমি অনেক ভেবে চিন্তে এই পাকা মৎলব ঠাউরেছি, স্বয়ং নারদমুনি এসে অনুরোধ ক'র্‌লেও আমার মত ফেরাতে পা'র্‌বেন না। কেন, গৌরী বুড়ো শিবকে কত আরাধনা ক'রে বিবাহ ক'রেছিলেন; আমিও হরপার্ব্বতী মিলন ক'রে দেব। সুকুমার যখন আমার এত ভালবাস্‌তে যত্ন ক'র্‌তে পারে তখন সে নিশ্চয়—

ফুল। ঠাকুরদার বয়সের স্বামী পেয়ে সুখী হবে! না, আপনার এ গোঁয়ারতুমিটা কিছু বাড়াবাড়ি হ'য়ে দাঁড়া'ল!

দর্প। কি, তুমি আমার সঙ্গে তর্ক কর? আমি তালুকদার হাকিম, আমাকে বুদ্ধি দিতে এস! কি ব'ল্‌ব তুমি! আজ যদি তুলসী হ'ত—

কুল। থাক্ থাক্ রাগ ক'র্‌বেন না, আমি বুঝেছি আপনি তামাসা ক'রে আমার মন বুঝ্‌ছেন; এখন আসি, মেলায় কবে যাবেন আমায় ব'লে পাঠাবেন।

[প্রস্থান।

দর্প। আমার নাৎনী কিসে সুখী হবে, তা আমি বুঝি না উনি বোঝেন! আচ্ছা ভজনলাল, বল দেখি আমি যা মৎলব ক'রেছি তা ভাল কি না?

ভজ। হুজুর, তার আর কথা আছে! পুরোণো চেলের ভাত যেমন হজম হয়, নতুন চেলের ভাত কি তেমন হয়? সেকেলে শালের দাম বেশী, না এখনকার শালের দাম বেশী? টাট্‌কা ঘি টাকায় চা'র সের মেলে, আর পুরোণো ঘি বত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ টাকা সেরে বিকোয়! জামাই-ও যত জেয়াদা বছরের পুরোণো পাওয়া যাবে, মেয়ের হাঁপানির পক্ষে তত উপকারে লাগ্‌বে।

দর্প। আর কে ব'ল্লে যে ছুঁড়ীরা বুড়োকে ঘৃণা করে? আচ্ছা সুকুমার যেন আমার পৌত্রী, তাই আমায় ভালবাসে; কিন্তু ওর সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে ঐ যে মেয়েটি এসেছে—ঐ অলক ব'লে মেয়েটি,—গরীব ব'লে যা'ই বল, কিন্তু বয়েসও খুব কাঁচা, আর দেখ্‌তে শুন্‌তেও বড়-মানুষের মেয়ের মত; তা উটিও ত দেখ্‌তে পাই বয়েস হ'য়েছে ব'লে আমায় তাচ্ছিল্য করেনা; আমি হাসি-ঠাট্টা ক'র্‌লে বেশ আমোদ ক'রে হেসে হেসে আমার সঙ্গে কথা কয়।

ভজ। (স্বগত) বরাৎ, বাবা, বরাৎ! আচ্ছা আমিও হাল ছেড়ে দিচ্ছিনা; ছুঁড়ী আমার দাড়ী দেখে অনেকটা ম'জেছে, তা আমি বুঝি।

দর্প। কই কিছু ব'ল্‌ছনা যে? আচ্ছা ভজনলাল মনে কর—একটা কথার কথা ধর—সত্যিই করি আর না করি—কথার কথা

ব'ল্‌ছি—মনে কর, সুকুকে পাত্রস্থ ক'র্‌লে আমার সংসার একেবারে ফাঁক হ'য়ে যাবে,—তুলসীর জ্বালায় সবাইকে অস্থির ক'রে তুলবে।—

ভজ। আজ্ঞে, তা নিশ্চয়।

দর্প। তখন যদি আমি অলককে তামাসা ক'র্‌তে ক'র্‌তে বলি—বলি—(নীরব)

ভজ। কি বলেন ?

দর্প। থা'ক, এখন ওকথা থা'ক।

ভজ। আজ্ঞা হাঁ, ওকথা থা'ক। (স্বগত) এর আগেই আমায় বাগিয়ে নিতে হবে, দোহাই মা কালী! বুড়োর বাতের ওপর পক্ষাঘাত ক'রে দা'ও, আমি তোমায় একটা আস্ত ছাগল দেব।

দর্প। আচ্ছা, তোমায় বলি-ই না কেন ; যদি ঐ মেয়েটিকে বলি যে, তুমি আমার শূন্যঘর আলো ক'র্‌বে কি ? এই এন দৌলত বাড়ী বাগান তালুক মুলুক—

ভজ। (স্বগত) আর এই বুড়ো উল্লুক—(প্রকাশ্যে) আর কিছু কি ব'ল্‌বেন ?

দর্প। অবশ্য সুকুমারকে কিছু একেবারে বঞ্চিত ক'র্‌ব না। তা ছাড়া যদি সব ওর নামে লেখাপড়া ক'রে দিই, আর ঐ মুহিম-বর্‌বাদী দাওয়াইটা যদি ভাগ্যক্রমে পাই, তা হ'লে—তা হ'লে—

ভজ। তা হ'লে, ও মেয়ে নিশ্চয়ই আপনাকে—

দর্প। বল কি! তোমার-ও তাই বিশ্বাস ?

ভজ। আজ্ঞে, তার আর সন্দেহ আছে, আমি নিশ্চয় ব'লছি—

দর্প। বাহবা ভজনলাল, বাহবা! তোমার বেশ বুদ্ধি আছে ; নিশ্চয় বোধ হয়—

ভজ। আমি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌তে পারি যে—

দর্প। (আহ্লাদে) যে ?

ভজ। ও আপনাকে বাপ ব'লে ডাক্‌তে রাজি হবে।

দর্প। (ক্রোধে) কি ! বাপ ব'ল্‌বে ? বাপ ব'ল্‌বে ? অলকা আমায় বাপ ব'ল্‌বে ?

ভজ। আপনি ত পুষ্যিপুত্তুর নেবার মতনই কথা ব'ল্‌ছিলেন ?

দর্প। কেন, আমি যদি ওকে বিয়ে করি ত কে কি বলে ?

ভজ। আজ্ঞে, ব'ল্‌বে আবার কি ? এই বয়সে আপনার অমন সুন্দরী যুবা পরিবার হ'লে, চাকর-বাকর পাড়া-পড়শী সবাই খুসী হবে, ব'ল্‌বে আবার কি ! তবে মেয়েমানুষটি একটু কড়া-কড়া।

দর্প। ভালই ত।

ভজ। আপনার দাঁতে ত আর তেমন জোর নেই।

দর্প। দাঁতের জোর ? বিয়ে ক'রে কি আমি পরিবার চিবু'ব নাকি ?

ভজ। আজ্ঞে—অরুচির মুখ, তাই ব'ল্‌ছিলুম। আর—

গীত।

মেয়েটি কিছু মন্দ মন্দ।
যেন ফুলের মধ্যে রাধাপদ্ম॥
রংটা কিছু চড়া চড়া, গন্ধ কিছু কড়া কড়া,
পাপ্‌ড়ী কিছু ছাড়া ছাড়া, যেন ফুটতে ফুটতে বন্ধ॥
বোঁটাতে সয়েনা সুতো, যেন কিছু শক্ত শুঁতো
মালাতে চলে না তোড়াতে খোলে না,
রাখ বুকে শুঁকে ছন্দ।
সে ফুল রাখ্‌লে ঘরে, একুল ওকুল আলো করে,
(আর) চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয় নিজের আত্মশ্রাদ্ধ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

(সুকুমার)

সুকু। ছি ছি কি পাগলামী ক'র্‌লেম! অলকার কথায় নেচে উঠ্‌লেম, তামাসা বুঝ্‌লেম না, সত্যি সত্যিই তাঁকে আ'স্‌তে চিঠি লিখে ব'স্‌লেম! তিনিই বা আমায় কি বেহায়া মনে ক'র্‌বেন! যদি এসে পড়েন, কি ব'ল্‌ব! দাদা ম'শায়ের যে বংশের অভিমান—তাতে এমন ক'রে কুলে কালী দিয়ে পালিয়ে গেলে, তিনি নিশ্চয় দমফেটে মারা যাবেন! হাঁক-ডাক যা-ই করুন, দাদাম'শায় আমায় ভালবাসেন; আমি যে-রকম গানটান গেয়ে গোলমাল ক'রে বেড়াই, আর কেউ তা ক'র্‌লে কি আর রক্ষা থা'ক্‌ত! এমন দাদাম'শায়কে কি আমি কষ্ট দিতে পারি! গিয়ে একটু কাছে ব'সে গল্পসল্প ক'র্‌লে যেন ব'র্তে যান্। যা হয় আমার কপালে হবে, দাদাম'শায়ের মনে দুঃখ কখনই দেবনা—কখনও না—কখনও না—কখনও না। এ হতভাগা ভজনলালকে কোন্ কালে ডেকে পাঠিয়েছি, গতর-খেগো ক'র্‌ছে কি? (ভজনলালের প্রবেশ) এই যে, আচ্ছা লোকত, একবার দেখা ক'রে একটা খবর দিতে নেই?

ভজ। (গূঢ় রহস্যের ভঙ্গিসহ) চুপ্ চুপ্ চুপ্—

সুকু। অমন ক'র্‌ছ কেন? কি হ'ল?

ভজ। (পূর্ব্বভাবে) হ'য়েছে।

সুকু। কি?

ভজ। পেয়েছি।

সুকু। কি পেয়েছ? অমন ক'র্‌ছ কেন? স্পষ্ট বলনা।

ভজ। চুপ্ চুপ্—কর্ত্তা এতক্ষণ আমায় আটকে রেখেছিলেন;—

সুকু। তার পর?

ভজ। আমি আপনার দিকে।

সুকু। (ব্যস্তভাবে) কি গেরো মা! আসল কথাটা কি বলনা? আমার চিঠির কোন উত্তর এসেছে?

ভজ। এই মজালে মজালে! কর্ত্তা, দিদিঠাকুরুণ সব ঐ—ঐখানে র'য়েছে, আর পাগ্‌লী মেয়েটা গোল করে!

সুকু। বাহবা, আমি গোল ক'র্‌ছি, না তুমি-ই চেঁচাচ্ছ?

ভজ। আপনি-ই যে ব্যস্ত হ'য়ে আমায় অসাবধান ক'রে দিলেন, তাইত' চেঁচিয়ে ফেলেছি, আর কথা কচ্ছিনা!

(মূকাভিনয়)

সুকু। আমার ঘা'ট্ হ'য়েছে বাপু, আর কিছু শুন্‌তে চাইনা, যাও তোমার অন্যকাজ থাকেত যাও। (স্বগত) লুকিয়ে কাজ করার এই শাস্তি!

ভজ। আপনি অমন ক'রে রেগে উঠ্‌লে আর আপনার কাজ আমি করি কেমন ক'রে বলুন! সুকু, মা—আপনাকে ব'ল্‌তে গেলে এক-রকম কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি, আপনি আমায় বিশ্বেস ক'রে অতবড়—

সুকু। রাগ করিনি ভজন, দেখ্‌তে পাচ্ছত আমার মন কি-রকম চঞ্চল হ'য়েছে, পত্রের উত্তরের জন্য আমার প্রাণ যে কি-রকম উচাটন—

ভজ। (সোৎসাহে) হ'য়েছে! হ'য়েছে! কি ব'ল্‌লেন মা-লক্ষ্মী? উচা—উচা—হেঁ হেঁ উচাটন, উচাটন! উচাটন! উচাটন!

সুকু। (বিস্ময়ে) ওকি! অমন ক'র্‌ছ কেন? তোমার আবার হ'ল কি?

ভজ। (দীর্ঘতর নিশ্বাস) আমার যে কি হ'য়েছে আপনাকে আর

কি ব'ল্‌ব! তুমি মেয়ের তত্ত্বুলি, তোমার সাম্‌নে আর এ বয়সে লজ্জার কথা ব'ল্‌ব কি, কিন্তু তোমার-ও যা, আমার-ও তা।

সুকু। (স্বগত) খুব অন্যায় ক'রেছি, চাকর-বাকরকে দিয়ে গোপন কাজ করাতে গেলেই মান খোয়াতে হয়, ইতর লোক একেবারে আস্পর্দ্ধা পেয়ে মাথায় চ'ড়ে বসে; মনে করে, মনিব আমার মুঠোর ভেতর।

ভজ। আজ তিন চার দিন ঐ কথাটার জন্য হাঁ'ত্‌ড়ে বেড়াচ্ছি। তা' উচারণ, উচোঙ্কা, উচ্ছন্ন, উচ্চিংড়ে সব মনে আস্‌ছে, পোড়া উচাটনটা আর কোন মতে যোগায় না যে তাকে শোনাই।

সুকু। আচ্ছা, এখন যাও, যখন তোমার মেজাজ্‌ ঠিক থা'ক্‌বে, তখন ডেকে পাঠা'লে এসো।

ভজ। তা যাচ্ছি; মোদ্দাঃ তোমায় একটি কথা ব'লে যাই, আপনিও যখন আমায় আপনার অমন লুকোনো কথা ব'লেছেন—

সুকু। যাঁর নামে পত্র লিখে আমি তোমার হাতে দিই, আমার মা তাঁকে চিন্‌তেন, আমার মা'র অনুমতিতে আমি তাঁর সঙ্গে প্র—প— পরিচয় রাখি; এর আর—

ভজ। কিছু না, কিছু না, সে আপনিও বুঝেন, আমিও বুঝি, যেতে-দিন—যেতে দিন—আমি ঠিক আছি—কিছু ভয় ক'র্‌বেন না।

সুকু। ভয় কিসের?

ভজ। না—কিছুনা; মোদ্দাঃ আপনার ঐ নতুন—নতুন—দাসীকে খুব—খুব সাবধানে রা'খ্‌বেন; নইলে কোন্‌ দিন কি—

সুকু। (রুক্ষস্বরে) তুমি জান কা'র কথা ব'ল্‌ছ! সে কে তা জান!

ভজ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) উ—উ—উ—উঃ! খুব জানি—খুব জানি! ছদ্মবেশে ছ'ল্‌তে এসেছে মা, ছদ্মবেশে ছ'ল্‌তে এসেছে!

সুকু। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! আর একটু হ'লেই ব'লে ফেলে ছিলেম ত! এ কি কিছু জান্‌তে পেরেছে নাকি? (প্রকাশ্যে) না, ব'ল্‌ছি ও দাসীটি বড় ভাল—বড় শান্ত!

ভজ। ও কি দাসী! তুমিও ছ'লছ মা, ও কি দাসী! একেবারে রূপে দিগ্বিজয় আলো ক'রে রেখেছে মা, যেন সাক্ষাৎ দধীচি, কি বররুচি! ও কি দাসী! বর্ত্তমান উর্ব্বশী কি হরিদাসী!

সুকু। দাসীই হোক, আর যা হোক ও ভদ্রলোকের মেয়ে, তা'ত শুনেছ?

ভজ। তাইত ব'ল্‌ছি খুব সাবধান! ওকে কোন মতে কোন পুরুষের সাম্‌নে বেরুতে দেবেন না; অবশ্যি আমার কথা আলাদা, কোন মতে আর কারুর সাম্‌নে না, বিশেষ ঐ মালী ছোঁড়াটার—

সুকু। আমি আর শুনতে চাইনা, তুমি যেতে পার।

ভজ। আর—আর—আর—

সুকু। আমার অন্য কাজ আছে।

ভজ। আপনার দুটি তিনটি চারটি পায়ে পড়ি, আর কারুকে আমি তত ভয় করিনা, গরিবের মুখ চেয়ে কোন রকমে কর্ত্তার নজরে প'ড়তে দেবেন না।

সুকু। তা'হলে আমাকেই দেখ্‌ছি চ'লে যেতে হচ্ছে।

(গমনোদ্যত)

ভজ। শুনুন, তামাসা নয়, রায় সাহেব একরকম আমার সঙ্গে পট্টা পট্টি ব'লেছেন। (সুকুমার নিষ্ক্রান্ত) চ'লে গেলেন? চিঠিখানা নিয়ে গেলেন না? সেখান্‌কার সেই চিঠি—

(সুকুমারের ত্রস্তভাবে পুনঃ প্রবেশ)

সুকু। (সাগ্রহে) কৈ কৈ কি চিঠি?—

ভজ। যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তার জবাব।

সুকু। এসেছে! তাই ত আমি সেই অবধি চাচ্ছিলেম, তা তুমি যত আগ্‌ড়োম্‌ বাগ্‌ড়োম্‌ কথা—

ভজ। কি ক'র্‌ব মা, ব'ল্‌লেম ত আমার মনটা একেবারে যে উচ্‌—উচ্‌-ছন্ন—দূর—উচ্চিংড়ে—আর তোর ভাল হোক—উচোটোন হ'য়ে র'য়েছে, সব ভুলে যাই—

সুকু। দাও—দাও—এখন শীগ্‌গীর দাও।

ভজ। এই যে দিচ্ছি। (গাত্রবস্ত্রাভ্যন্তরে অন্বেষণ) এই নাও মা, এই নাও—কি গেরো! কোথায় রাখ্‌লেম, এই এই এই যে এই—(কাগজপ্রদান)

সুকু। (সাগ্রহে গ্রহণ ও পাঠ) "আসামী বিটিয়া ধোবিন্‌ বাবদ খাজ্‌না মাহো শাওন—একি! (কাগজ নিক্ষেপ)

ভজ। (কুড়াইয়া লইয়া) এ হে হে হে, তাই ত! তাই ত! ওখানা ঐ বিটিয়া ধোপানীর খাজনার চিঠি; রসুন—রসুন—এই যে ছাই কোথায় রাখ্‌লেম; (পাগ্‌ড়ীর মধ্য হইতে কাগজ লইয়া) এই এই এইখানা-ই বটে।

সুকু। (উৎসুক ভাবে গ্রহণ ও একান্তে পাঠ) "তোমায় আমি বড্ড ভাল বাসি"—একি! এ কার হাতের হিজি বিজি! (পুনঃপাঠ)

"তোমায় আমি বড্ড ভালবাসি।
মেনেছি তোমার তরে আস্ত দুটো খাসি॥"

ছি ছি এ পরিহাস, না অপমান? এ পত্র কে আন্‌লে ভজনলাল? (পাঠ)

"তোরে ব'ল্‌ব কি অল্‌কি।
যেন লাগিয়ে দিলি ভেল্‌কি॥"

ভজ। (লজ্জিত ভাবে) সর্ব্বনাশ! দিন্‌ দিন্‌। (কাড়িয়া লইয়া)

ও কিছু না, কিছু না—একটা—একটা—একজনকে—কিছু না—মেলা-তলায় গান কুড়িয়ে পেয়েছিলেম; রসুন, রসুন—মনে প'ড়েছে, জুতোর ভেতর সে চিঠি লুকিয়ে রেখেছি। (ক্রমে ক্রমে দুই পদের জুতা উদ্‌ঘাটন ও পত্র বাহির করণ)

সুকু। ভজন, যে পত্র আমি প'ড়্‌বো, যার জন্ম আমি এত উচাটন, সেই পত্র তুমি তোমার পায়ের তলায় জুতোর ভেতর রাখ?

ভজ। (পত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে) সাবধানের বিনাশ নেই মা,—কি জানেন, আমি জমীদারের সেরেস্তায় কাজ করি,—রেয়তের কাছার ভেতর থেকে খাজনার পয়সা খুঁজে বা'র করি, রায়সাহেব কি দিদি-ঠাক্‌রুণ যদি সন্দ ক'রে আমায় সুরতহাল ক'র্‌তেন, তা'হ'লে পাগড়ী পা-জামা সব দেখতেন; কিন্তু আশীর্ব্বাদী ফুল আর ভালবাসার চিঠি ত আর কেউ পায়ের তলায় লুকোয় না; কাজেই আমার জুতো খুলে কখনই ঝাড়া দিতেন না।—এই নিন, বেশ প'স্কের ক'রে দিয়েছি। (পত্র প্রদান)

সুকু। (দেখিয়া স্বগত) এই-যে, এই-যে—আমারই নাম, সেই—সেই সুন্দর হাতের সুন্দর লেখা! (এক পাশে মুখ ফিরাইয়া পত্র চুম্বন করণ।)

ভজ। (দুষ্টুমি করিয়া) হেঁ, থুথু দিয়ে নাও মা, চিঠিখানায় একটু থুথু দিয়ে নাও।

সুকু। (অনুযোগ সহ) ভজন! (একান্তে পত্রপাঠ)

ভজ। পত্রখানা অনেক দূর থেকে এসেছে, পত্রে কে কোথায় কি নজর দিয়েছে, তার ঠিক কি! একটু থুথু দিয়ে নিলে ভাল ক'র্‌লে, সব দোষ কেটে গেল।

সুকু। (পত্রপাঠ) "আদরিণি!"—মরি কি মধুর! (পাঠ)—

ব্যস্ত—উদ্বিগ্ন—অমৃতময় লিপি—নতুন জীবনলাভ—মেলা দেখার ছলে—(সবিস্ময়ে) একি—সত্যি সত্যি আ'স্‌ছেন!—(পাঠ) তুমি প্রস্তুত থাকিবে—কিছু লইবার আবশ্যক—(অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত) তবে নিশ্চয় আমি তাঁর সঙ্গে গোপনে পালাব মনে ক'রে আ'স্‌ছেন! এখন আমি কি করি! কি করি! (অন্যমনস্কে প্রকাশ্যে) সর্ব্বনাশ!

ভজ। বক্‌সিস্‌!

সুকু। আমার ইচ্ছে ক'র্‌ছে জলে ঝাঁপ দিয়ে মরি।

ভজ। এক জোড়া ভাল শাল হুকুম হ'ক।

সুকু। এ লজ্জা আমি কোথায় রাখ্‌বো!

ভজ। বাক্‌সোটা খুলে, এই আজ্ঞা গোটা দু'চার পাঁচ মোহর ফেলে দিন।

সুকু। কোথায় দেখা ক'র্‌বো—দেখা হ'লে ব'ল্‌বো কি!—কি ব'লে বোঝাব!—কেমন ক'রে ক্ষমা চাহব!

ভজ। কিছু ব'ল্‌তে হবেনা, ভজন অল্পেই সন্তুষ্ট।

সুকু। আর ভাব্‌তে পারি না, যা হয় পরে হবে।

ভজ। আজ্ঞে, আর পরে কেন? এ সব কাজে নগদ বিদায়ই ভাল

সুকু। ভজন—

ভজ। আজ্ঞে বেশী কিছু ব'ল্‌বেন না, যা খুসী হয় দেবেন—

সুকু। তিনি যে এখানে আ'স্‌ছেন!

ভজ। আজ্ঞে তা জানি।

সুকু। বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে জলের মত ব'ল্‌লে ত—"জানি।"

ভজ। পাঁচজনের ভয়ে যে চেঁচাতে পা'র্‌ছি নে, নইলে এ খোস্-খবর ঢাক বাজিয়ে শোনাতেম। যে লোককে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেম, তাকে মুখেও ব'লে দেছেন যে, এই মেলা দেখার ছুতো ক'রে এসে, সে

গোলমালের সময়—আপনি যা ক'র্‌তে যা ব'লে পাঠিয়েছেন, তা'ই তা'ই ক'র্‌বেন।

সুকু। তারপর কি হবে?

ভজ। সে কথা আর আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন না; সব স'য়ে যাবে সব স'য়ে যাবে, গোয়ামীর ঘর ক'র্‌তেই ত মেয়ে-মানুষের জন্ম।

সুকু। অলক গেল কোথা? এখন করি কি?

ভজ। আমায় খুসী ক'রে পরামাণিক বিদায় দিয়ে,—কর্ত্তা অনেকক্ষণ থেকে কেন ডাকছেন, একবার শুনে আসুন।

সুকু। দাদাম'শায় আমায় ডেকেছেন?

ভজ। হুঁ অনেকক্ষণ; আমি পাঁচ কথায় ব'ল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম, শীগ্‌গীর যান্।

সুকু। তুমি এক কাজ কর—সেই লোককে এখনি পাঠিয়ে দাও,—না, সে গেলে হবে না—তুমি—তুমি নিজে যাও—

ভজ। আমার কি কোথাও যাবার যো আছে? রায় সাহেবকে ওষুধ খাওয়াবে কে?

সুকু। সে সব আমি ক'রব, তুমি যাও,—

ভজ। কর্ত্তা মেলা দেখ্‌তে যাবেন ব'লেছেন, আমি না থাক্‌লে কে সঙ্গে যাবে?

সুকু। তাইত! তবে—তবে—তা'কেই পাঠাও, এই টাকা নাও—ঘোড়া ভাড়া ক'রে দাও, সে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে তাঁকে আস্‌তে মানা ক'রে আসুক, বলুক—বলুক—আমার ব্যামো হ'য়েছে,—না, না তাহ'লে তিনি ছুটে আ'স্‌বেন, ব'ল্‌বে—ব'ল্‌বে—কি ব'ল্‌বে?

ভজ। কা'কে ব'ল্‌বে?

সুকু। ব'লে আসুক, আমি ম'য়েছি—একেবারে ম'য়েছি—না

হয়—না হয় বলুক্‌গে দাদাম'শায়—না, না বালাই! ব'লে আসুক পিসিমা ম'রেছেন।

ভজ। যা শত্রু পরে পরে, ভদ্রবরের বিধবা—কেউ কাঁদ্‌তেও নেই—ককাতেও নেই—কিন্তু ব'ল্‌বে কাকে? লোকটা ব'ল্লে তার হাতে চিঠি দিয়েই তিলকচাঁদ বাবু ঘোড়া তোয়ের ক'র্‌তে হুকুম দিলেন, কোন্ পথ দিয়ে আস্‌ছেন, তা' কে জানে? এসে প'ড়্‌লেন ব'লে।

সুকু। তবে?

ভজ। কর্ত্তা অনেকক্ষণ যে আপনাকে ডেকেছেন, চবুতরায় চৌকি প'ড়েছে; আপনার গিয়ে কাছে ব'স্‌বার এই সময়।

সুকু। এখন কি ক'রে যাই, একবার অলকের সঙ্গে—

ভজ। পিসিমার সঙ্গে খুব চ'ল্‌ছে দেখে এসেছি, আপনি না গেলে মাথা গরম হ'য়ে যাবে, সারারাত কর্ত্তার ঘুম হবেনা।

সুকু। তবে যাই, কি ক'র্‌বো আর! ভগবান্ যা করেন তাই হবে।

ভজ। বেশ ঠাউরেছেন।

সুকু। তা তুমি তবে এখন যাও।

ভজ। আজ্ঞে, শুধু মুখে?

সুকু। আমায় কি খুব খুসী দেখ্‌ছ!—

[প্রস্থান।

ভজ। কে কবে দেখেছে বাবা, যে আমি দেখ্‌ব! আজ্‌কাল্‌কার এই শরতের আকাশ আর যৌবনকালে মেয়েমানুষের মন—কখন্ মেঘ কখন্ রোদ্দুর, তা কে আঁচ ক'রে বুঝ্‌তে পারে!

গীত।

এই হাসি ঝরে অধরে, এই ধারা নয়নে
ধূলা-ধূসরিত চুল, চলে ফুল-চয়নে॥

এই রসভাব নৃত্যগীত রঙ্গ,
তখনি কে জানে কেন মনোভঙ্গ,
ক্ষুণ্ণ মনে ধনী যায় জাগিতে শূন্য শয়নে।
আশাপথ চেয়ে থাকে যার তরে,
আসামাত্র তা'রে ভাবে অনাদরে,
হৃদয়েতে চাহে বাহিরেতে দহে দাব-দহনে॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উচ্চ দালানের সংলগ্ন বিস্তৃত অলিন্দ।

(একখানি অনতিবিস্তৃত চৌকীর উপর লম্বা তাকিয়া ঠেস দিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া রায় দর্পনারায়ণ; পার্শ্বে চৌকিতে সুকুমার ও অন্য চৌকীতে জলের কুঁজো, হকিমি ও কবিরাজী ঔষধাদি ও অপর চৌকীতে পুষ্পসমেত ফুলদান।)

দর্প। বাঃ! বাঃ! আচ্ছা লিখে গেছে; হাঁ, ঐ একটা আমার মনের মত মানুষ ছিল বটে, তুলসীদাসের দোঁহাগুলো শুনলে মানুষটার যে কতক বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল তা—:বোঝা যায়; অবিশ্যি যে-সে তা বুঝতে পারে না,—তবে আমি পারি।

সুকু। আর প'ড়বো?

দর্প। এই ত সবে আরম্ভ ক'রলে, এর মধ্যে "আর প'ড়বো" কি? পড় পড়।

সুকু। (তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ)

"কাম কোটিচ্ছবি শ্যাম শরীরা।
নীল কজ্জল বারিদ—"

দর্প। আচ্ছা সুকু—যে তুলসীদাস এমন মিষ্টি মিষ্টি সব কথা লিখেছে, তার অমন মোলায়েম নামটি—কোন্ আক্কেলে তোমার পিতামহী তোমার পিসিমাকে দিয়েছিল?

সুকু। (ঈষৎহাস্যে) দাদাম'শায় পিসিমাকে দেখ্‌তে পারেন না?

দর্প। যাক্, ও জঞ্জালের কথা ছেড়ে দাও, আর একটু পড়। হ্যাঁ—আর দেখ্ সুকু, লোকজনের সাম্‌নে আপনি-মশাই যা হয় বলিস্—নইলে আমি হাল্‌কা হ'য়ে প'ড়্‌ব; কিন্তু যখন তো'তে আমাতে আলাদা থাক্‌ব, তখন ওসব ছেড়ে দিয়ে তুমি-টুমি বলিস্; আহা, তোর পিতামহী গিয়ে অবধি আমায় আর কেউ "তুমি" ব'লে মিষ্টি ক'রে ডাকেনা।

সুকু। কেন, পিসিমা ত—

দর্প। যাক্ যাক্, তুমি পড়।

সুকু। (পাঠ)

"কাম কোটিচ্ছবি শ্যাম শরীরা।
নীল কজ্জল বারিদ গম্ভীরা॥
অরুণ চরণ পঙ্কজ নখ জ্যোতি।
কমল দলন বৈঠে ভানুমোতি॥
রেখ কুলিশ ধ্বজ অঙ্কুশ সোহৈ।
নূপুরধ্বনি শুনি মুনিমন মোহৈ॥
কটি কিঙ্কিণি উদর ত্রয় রেখা।
নাভি গম্ভীর জানু যেহি দেখা॥"

আজ এই পর্য্যন্ত থাক্‌বে দাদাম'শায়?—ওমা দাদাম'শায়ের যে নাক

ডাক্‌ছে! তবে আস্তে আস্তে পালাই, অলকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একটা উপায় না ঠিক ক'র্‌লে আমি স্থির হ'তে পার্‌ছি না।

(সাবধানে পুস্তক রাখিয়া অতি ধীরভাবে কয়েকপদ গমন)

দর্প। (রুদ্ধপ্রায় নিঃশ্বাসত্যাগ বশতঃ ভয়ঙ্কর নাসা-ধ্বনি ও সহসা নিদ্রাভঙ্গে) হেঁ, হেঁ হেঁ, তার পর? চুপ্‌ ক'র্‌লে কেন? তার পর পড়; এ কি চ'লে যা'চ্ছ যে? আমায় ঘুম পাড়িয়ে তবে ছুটী পাবে।

সুকু। তুমি যে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলে, তাই আমি যাচ্ছিলেম।

দর্প। ঘুমুলেম কোথা! সূর্পণখার নাক কাণ কাটার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে চোখে জল এসেছিল, তাই একটু চক্ষু বুঁজে প'ড়েছিলেম।

সুকু। (সহাস্যে) সূর্পণখার নাক কাণ কাটার কথা কোথা দাদা ম'শায়? সবে ত ছ'মাসের শিশু রামচন্দ্রের রূপবর্ণনা পড়া হচ্ছিল?—

দর্প। বটে বটে; আমি অতটা গম্ করিনি; আর তোমার বাংলা মুল্লুকে থেকে যে পড়ার একটা দোষ জ'ন্মে গেছে, বেশ সুর ক'রে না প'ড়লে কি রামায়ণ বোঝা যায়? দেখি, কেতাবখানা আমার হাতে দাও। যেমন ক'রে দেখিয়ে দিই, তেম্‌নি ক'রে পড়।

(পুস্তক প্রদান ও বিপরীত সুর টানিয়া পাঠ)

"জঁহ বৈঠে মুনিগণ সহিত নিত শিব রাম সুজান।

শুনহি কথা ইতিহাস সব আগম নিগম পুরাণ।"

তার পর এটা—এ হরফ্‌টা কি যে প'ড়্‌তে পা'র্‌ছি না।

সুকু। আজ এখন যাব দাদাম'শায়?

দর্প। কেন, আজ এত তাড়া কেন? তা যাও; এখন জোয়ান হ'চ্ছ, বুড়োর কাছে ব'সে থাকা আর ভাল লাগ্‌বে কেন!

সুকু। না দাদাম'শায়, রাগ ক'র্‌বেন না, আজ এখনও—

দর্প। তা নয় তা নয়—বড় হ'য়েছ, এখনও বিয়ের সম্বন্ধ ক'র্‌ছি না, তাই বুড়োর উপর রাগ হ'য়েছে ; আমি কি আর বুঝ্‌তে পারিনা ?

সুকু। তার জন্যে নয় ; তুমি আপনা আপনি "বুড়ো হইছি, বুড়ো হইছি" বল কেন ? তাই তোমার ওপর আমার রাগ হয়। আমার আবার ক'বার বে হবে ? তোমার সঙ্গে ত সেই কত দিন আগে আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে।

দর্প। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)। তা জানি, আমার পাগ্‌লীর পাকা চুলে ঘৃণা নেই। খুঁজ্‌ছি খুঁজ্‌ছি, একটি গেরেস্তারি পাকামানুষের চেষ্টায় আছি, যে আমার ননীর পুতুলটির সকল আবদার সইবে, বিষয় আশয় দেখে শুনে বজায় রাখ্‌তে পার্‌বে। সবাই গেছে, আমিই বা আর কত দিন ?

সুকু। আবার ঐ সব কথা ? তা হ'লে আমি চ'লে যাই।

দর্প। শালীর খালি একটা ছুঁতো ক'রে পালাবার চেষ্টা !

সুকু। দাদাম'শায়, আপনার পরেই "টীলাকুঠী"র দাদা আমায় ভালবাসেন ; চিড়িয়ার মেলা থেকে আমার জন্যে খুব ভাল একটা পাখী কিনে দেব ব'লেছেন ;—উনি সবাইকেই ভালবাসেন, অলককেও—আমার—ঐ—ঐ—

দর্প। খেলুনি—

সুকু। তুমিই ওকে আমার খেলুনি বল, আর সবাই, দাদাম'শায়, ওকে দাসী বলে।

দর্প। বেশী তোমার পিসী আমার কথা না শুনলে রাগ চ'ড়ে যায়, তাই গালাগাল দিই, মার্‌তে যাই ; নইলে গরিবের মনে কষ্ট দিয়ে কি কথা কইতে আছে ? চাকর বাকরকে "বেহারা" "খান্‌সামা" "খিদ্‌-মৎগার" এ সব ব'লে ডাকা কি—

সুকু। আপনার দাদা—

দর্প। 'তোমার' বল্‌না।

সুকু। তোমার দাদাম'শায় ও গুণটি আছে। ভজনলালকে পর্য্যন্ত "দেওয়ানজী" ব'লে ডাক।

দর্প। গেরস্তর মেয়েরা দুঃখের দায়ে ভদ্রলোকের বাড়ী আশ্রয় নেয়; তাদের "দাসী" "বাঁদী" "দাই" বলা কি ভাল?

সুকু। আমার নানীহার,—বাংলা দেশে দাদা ওটি বেশ; সেখানে ভদ্রলোকের বাড়ী মেয়ে লোকজনকে সবাই "ঝি" ব'লে ডাকে, ঝি মানে মেয়ে।

দর্প। বটে বটে; তবে দেখ্‌ছি—বাংলা মুল্লুক একেবারে ম্লেচ্ছ চোয়াড়ের দেশ নয়।

সুকু। তুমি যে বাংলা দেশের ওপর চটা; নৈলে—

দর্প। বাঙালীরা যে বিল্লির জা'ত—তাই রাগ হয়; খালি মচ্ছি খাবে আর মিউ মিউ ক'র্‌বে; একটা কুর্ত্তা নেই।

সুকু। কুর্ত্তা কি?

দর্প। সেপাই—বাঙালীর ভেতর একটা সেপাই নেই; পশ্চিমে লোক-গুলো পর্য্যন্ত বাংলায় গেলে, তরওয়াল ফেলে হয় কলমবাজি করে, নয় কাপ্‌ড়া বেচে।

সুকু। পশ্চিমে ছাতি বাংলায় মাথি; এত গল্প ব'লেছি, মনে নেই দাদাম'শায়? রূপকথায় চা'র্‌টি ক'রে বন্ধু থাকে,—রাজপুত্তুর, মুন্ত্রীর পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর, আর কোটালের পুত্তুর; তা আমরা এদেশের লোক হচ্ছি সওদাগরের পুত্তুর আর কোটালের পুত্তুর; আর বাঙালীরা হ'চ্ছে মুন্ত্রীর পুত্তুর।

দর্প। আর তোমার রাজপুত্তুর কে?

সুকু। যে সোণার কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যার ঘুম ভাঙাবে, আর রাক্ষসদের মেরে ফেল্‌বে।

দর্প। বেশ, বেশ, এ বেশ রূপকথা! তার পর বল—রাজকন্যার দেখা কোথায় পাবে বল?

সুকু। তুমি যে সব ভুলে যাও! সেই যে সেই চা'র বন্ধুতে খুব ভাব, এ ওর্ জন্যে মরে, ও এর জন্যে মরে, রাজ্য-বাড়ী ঘর বাপ মা,—সব ছেড়ে দেশভ্রমণে বেরুল; একটা চাকর পর্য্যন্ত সঙ্গে নিলেনা, তার পর ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করে, তেষ্টায় কাতর হয়, গাছে চ'ড়ে রাত কাটায়, তিনজন শুলে, একজন জেগে পাহারা দেয়। এমনি কত কষ্ট ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে গিয়ে শেষ এক—তুমি হুঁ দিচ্ছনা দাদাম'শায়?

দর্প। দিচ্ছি বই কি।—এই যে হুঁ হুঁ হুঁ

সুকু। শেষ এক নিবিড় অরুণ্যে গিয়ে দেখে—এক প্রকাণ্ড সাতমহল বাড়ী; কোন মহলে সব খাবার দাবার, কোন মহলে কাঁড়ি কাঁড়ি সোণা-রূপো হীরে মতি, কোন খানে হর্ বেরকমের কাপড় চোপড় পোষাক, বাগানে সব যত দেশের ফুল ফল।

দর্প। হুঁ!— আর কত রাজপুত্তুর, পাত্রের পুত্তুর—সব পাথর হ'য়ে প'ড়ে আছে, নয় বাঁদর হ'য়ে শিকলি-বাঁধা আছে, না?

সুকু। হেঁ; কোন গল্পে বাঁদর, কোন গল্পে পাথর; তার পর একটা খুব—খুব—খুব ভাল ঘরে গিয়ে দেখে যে, এক অপরূপ সুন্দরী—এমন সুন্দর কেউ কখনো দেখেনি—

দর্প। তোমার চেয়েও?

সুকু। যাও,—আমি বুঝি সুন্দর! তুমি সুন্দর; তার পর শোননা, গল্পটা ব'লে আমি যাই,—দেখে, সেই সুন্দর রাজকন্যা অসাড়ে ঘুমুচ্ছে চুল একেবারে খাটের ওপর থেকে ঝুলে প'ড়ে ভুঁয়ে লোটাচ্ছে।

দর্প। আহাহা!

সুকু। তার পর যেই রাজপুত্তুর সোণার কাঠিটি ছোঁয়ালে, অমনি রাজকন্যা জেগে উঠ্‌লেন।

দর্প। কেন? সোণার কাঠিটা কি?

সুকু। কি জানি! হয়ত—হয়ত—বুঝি শক্তি!

দর্প। আর রূপোর কাঠি ছোঁয়ালেই আবার ঘুমিয়ে প'ড়্‌বে, না? আচ্ছা, রূপোর কাঠিটা কি বল্ দেখি?

সুকু। কেন ভয়, রাক্ষস আস্‌ছে—রাক্ষস আসছে—খেয়ে ফেল্‌বে মনে ক'রে ভয় হয়, আর অমনি রাজকন্যা অজ্ঞান হ'য়ে যায়।

দর্প। আর রাজপুত্তুর?

সুকু। পচা বিবিপত্তর-গাদার ভেতরে গে' লুকোয়।

দর্প। অমন সুন্দরী রাজকন্যার কি একটি নাম নেই?

সুকু। আছে বই কি,—শক্তিসুন্দরী! কেমন রূপকথা?

দর্প। বেশ, এইবার রাজকন্যার বিয়ে দিইয়ে দাও

সুকু। আগে শক্তিসুন্দরীর কাছে বুদ্ধি নিয়ে, রাজপুত্তুর অগাধ জলে ডুব দিয়ে, ভোম্‌রা-ভোমরী শুদ্ধ সোণার কৌটো তুলুক; সেই ভোম্‌রা-ভোম্‌রীর ভেতর—

দর্প। রাক্ষসদের প্রাণ আছে? অত বড় বড় রাক্ষসদের সব প্রাণ দুটো ভোম্‌রা-ভোম্‌রীর ভেতর?

সুকু। তা না? ঐ ভোম্‌রা-ভোম্‌রী দুটো রাজ্যের ফুলের মধু লুটে আনে, সেই মধুর জোরেই ত রাক্ষসদের তেজ!

দর্প। তার পর তালপত্রের খাঁড়া দিয়ে ভোম্‌রা-ভোম্‌রীদের কেটে ফেল্‌বে, ভুঁয়ে রক্ত প'ড়্‌বে না, কেমন? (সহাস্যে) সুকু—এ রাজপুত্তুর, দিদি—তোমার বাঙালী, নইলে তালপত্রের খাঁড়া অস্ত্র?

সুকু। তা হ'লেইবা বাঙালী, তালপত্র কি ছোট অস্ত্র? তালপত্রের খাঁড়া মা সরস্বতীর খাঁড়া! এইবার দাদাম'শায় গল্প ত শোন্‌লেম, এখন যেতে পারি?

দর্প। আজ এত তাড়াটা কি বল্‌ দেখি?

সুকু। এই ব'ল্‌ব ব'ল্‌ব? এই বড্ড খেলা ক'রতে ইচ্ছে ক'রছে; অলকের সঙ্গে গিয়ে একটা নতুন খেলা মনে ক'রে আছি, তাই খেল্‌ব।

দর্প। তা তাকেও এখানে ডাকানা, আমিও তোদের সঙ্গে খেলা ক'রব।

সুকু। (ক্রোড়াচ্ছলে) হেঁ এঁ-এঁ-এঁ! তা বই কি, আমাকে দিয়েই আমার সতীন ডাকাবে বই কি!

দর্প। তুই ভারি দুষ্টু হ'য়েছিস্; রোস্, একদিন তোকে খুব ঘা কতক মা'র দেব।

সুকু। হেঁ দাদা—দাদা—লক্ষ্মী দাদাম'শায় একদিন তোমার হাতের মা'র খেতে আমার বড় ইচ্ছে হয়, কত মিষ্টি সামগ্রী খেয়েছি, তোমার হাতের মা'র কখনও খাইনি;—মিশিরঠাকুরকে ডাকিয়ে একটা ভাল দিন দেখিয়ে—

দর্প। (অলসভাবে) রোস্ রোস্ দিদি! যেন একটু তন্দ্রার মতন আ'স্‌ছে।

সুকু। ঘুমুবে? তা এস—আমি তেমনি ক'রে ছড়া ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তোমায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাই; কেমন?

দর্প। (নিদ্রালুস্বরে) হুঁ তেম—নি—ক—

(নিদ্রারম্ভ)

সুকু। (ঘুম-পাড়ানো সুরে) আমার বর ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো—

দর্প। (ঈষৎ হাসিয়া) আঁ্যা! ঘুমুচ্ছিলেম কি?

সুকু। ঘুমোও না; রো'স, একটা খুব ভাল ছড়া ব'ল্‌ছি, বাঙ্‌লা নয়। (পূর্ব্ববৎ সুরে) চাঁদা মামু চাঁদা মামু হাঁসুয়া দেও।

কাহেলা?—খড়ই কাটাবেলা।

সে খড়ই কাহেলা? বাঙ্‌লা ছায়াবেলা।

সে বাঙ্‌লা কাহেলা?—গোরুয়া ঢুকাবেলা।

সে গোরুয়া কাহেলা?—লিদয়া লিদাবেলা।

সে লাদ কাহেলা?—আঙ্গনা লিপাবেলা।

দর্প। (নিদ্রাজড়িত স্বরে) মুহিম-বরবাদি—বুঝ্‌লি—ভজন?—

সুকু। আবার দুষ্টুমি করে! এই ছড়াটা শুনে ঘুমোও।

পূর্ব্ববৎ সুরে)

তাতি তাতি পুরিয়া,
ঘিমেচা ভরিয়া,
হাম খায় কি ভৌজি খায়,
ভৌজীপাত রঙ্গিয়া,
ধর কাণ মমরিয়া।

(দর্পনারায়ণের নাসাধ্বনি) বাবা! নাকের কি ডাক, একজনের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে, তার যদি এম্‌নি নাক ডাকে, তবে মোসলমানদের মত সত্যি সত্যি তাকে তাল্লাক দিয়ে ত্যাগ করা যায়।

[পা টিপিয়া টিপিয়া প্রস্থান।

(তুলসীর প্রবেশ)

তুল। ওমা! এই ক'াকে প'ড়েই নাক ডাকাচ্ছে! আবার বলেন—

আমার ঘুম হয়না! সমস্ত দিনটা যেখানে ব'স্‌বেন, সেইখানেই চোখ বুঁঝ্‌বেন; তা আর রেতে ঘুম হবে কোত্থেকে! (উচ্চৈঃস্বরে) বলি হ'চ্ছে কি? এই ঠাণ্ডায় প'ড়ে ঘুমো'ন হ'চ্ছে? এর পর যখন পায়ে কন্‌কনানি ধ'র্‌বে, তখন দেখ্‌বে কে? বলি শুন্‌ছো, বাবা—ও বাবা! বলি, ঘুমুলে কি কাণের মাথা খেতে হয়? বাবা—বাবা—

দর্প। (চমকিত হইয়া) য়্যাঁ-য়্যাঁ—না, এই যে হুঁ দিচ্ছি—হুঁ—হুঁ—খুকু!—

তুল। (ব্যঙ্গস্বরে) খুকু—খুকু আর তোমার খুকু নেই যে, কাছে ব'সে চৌকী দেবে—আর তুমি নিশ্চিন্দি হ'য়ে নাক ডাকাবে।

দর্প। নাক ডাক্‌ছিল? আমার কখন নাক ডাকে? সে তোমার! বাবা! তেতালার ঘরে নাকের আওয়াজ হ'তে থাকে, আর তার জ্বালায় দোতালায় আমি ঘুমুতে পাইনে।

তুল। কারুর সাধ্যি নেই যে, আমার ও কথাটি বলে।

দর্প। না, বাড়ী শুদ্ধ লোক জ্বালাতন!

তুল। বাড়ী শুদ্ধ লোক কাণের মাথা খেয়েছে ব'লে, আমি ত আর তা খাইনে, আমার নাক ডাক্‌লে আমি শুন্‌তে পেতেম না! এখন উঠে ঘরে যাবে, না এই হিমে প'ড়ে থেকে তার পর সারা রাত "তুলসীরে! মারে! পা গেল রে!" ক'র্‌বে?

দর্প। হিম! এই দুপুর বেলা হিম!

তুল। দুপুর বেলা! একবার আকাশ পানে চেয়ে দেখ দেখি সূর্য্যি যে কোন্‌কালে—

দর্প। ফের আমার কথার ওপর কথা! আমি যখন ব'ল্‌ছি—দুপুর বেলা।

তুল। আর আমি কি চোখের মাথা খেয়েছি? আমি ব'লছি—বেলা কোন্‌কালে চ'লে গেছে।

দর্প। (দৃঢ়ভাবে) তুলসী!

তুল। (ঐ ভাবে) বাবা!

দর্প। (দাঁড়াইয়া ঐ ভাবে) তুলসী ঈ—ঈ—ঈঃ।

তুল। (দুই কোমরে হাত দিয়া ঐ ভাবে) বাবা—আ-আ-আঃ!

দর্প। (একপদ বাড়াইয়া ঐ ভাবে) তু—উ—ল্‌সী—ঈ—ঈ!

তুল। (একপদ পশ্চাতে ঐ ভাবে) বা-আ-ব্‌-বা-আ-আঃ!

দর্প। দাঁড়া, দেখাচ্ছি। (যষ্টি উত্তোলন)

তুল। দেখাও তোমার ঐ ভক্ত নাকে।

[প্রস্থান।

(অপর দিক্‌ হইতে ভজনের প্রবেশ ও লাঠীর আঘাত হইতে মস্তক রক্ষাকরণার্থ লম্ফপ্রদানে দর্পনারায়ণের ক্রোড়ের নিকট বাপ বলিয়া চীৎকারপূর্ব্বক গমন ও দর্পনারায়ণের যষ্টিদ্বারা ভূমে আঘাত ও উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

(ফুলচাঁদ বাবু ও সুকুমার)

সুকু। এক অলক শুনেছে। আর তোমায় ব'ল্‌লেম।

ফুল। কোন ভাবনা নেই দিদি, কোন ভাবনা নেই; যা হয় একটা উপায় আমি ঠাওরাচ্ছি।

সুকু। (স্তম্ভিতভাবে) তুমি আমায় কি মনে ক'র্‌ছ?

ফুল। মনে ক'র্‌ছি—এ পৃথিবীতে কাকেও বিশ্বাস নেই, কারো সঙ্গে

ভাব ক'র্‌তে নেই, কাকেও ভালবাস্‌তে নেই! আমি তোর ছেলেবেলার খেলুনি, কত ঘোড়া হ'য়ে পিঠে চড়িয়েছি, কত বাঘ সেজে হালুম ক'রে লাফ মেরেছি, পাখী ধ'রে দিইছি, সাঁতার দিতে শিখিয়েছি, গুল্‌তি ছোঁড়াও শিখিয়েছি, আর আমারই কাছে কি না এত বড় ব্যাপারটা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলি?

সুকু। (ঈষৎহাস্যে) পাছে আমি আর একজনের গলায় মালা দিলে তোমার রিষ হয়, গায়ের জ্বালার চোটে আমার বরকে গুলি ক'রেই ব'স, তাই ভয়ে তোমার কাছে প্রকাশ করিনি।

ফুল। তা রিষ ত হ'চ্ছেই, গুলি ক'র্‌ব কি! জঙ্গল-ভরা বাঘ বরা থাক্‌তে, যে শালা আমার এতকালের পালা হরিণটিকে শীকার ক'রে নিয়ে যেতে চায়, সে শালাকে একবার পেলে—পেলে—উঃ এম্‌নি ক'সে কোলাকুলিটে করি—যে শালা এজন্মে আর অন্য শীকারের নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনবেনা;—পাখীটি পতঙ্গটির দিকে পর্য্যন্ত লক্ষ্য ক'র্‌বে না।

সুকু। (সোহাগের বিনয়সহ) কি হবে ফুলদা'?

ফুল। বিয়ে হবে, আর কি হবে!

সুকু। উঁউঁউঁ!

ফুল। রাতারাতি একটা অন্য পাত্র ঠিক ক'রে তোমায় সম্প্রদান ক'রে ফেলা যাক্; তা হ'লে আর সে মিন্‌সে এসে গোলমাল ক'র্‌তে পা'র্‌বে না; একবার ঢোল বাজিয়ে জমিতে বাঁশ গাড়ী ক'র্‌তে পার্‌লে, তাকে বেদখল করা বড় সহজ নয়; সরকার দখলদারের পক্ষ!

সুকু। হুঁ, তা বৈ কি!

ফুল। আর দেখ্‌ছি—তোমার দাদাম'শায়েরও নেহাৎ ইচ্ছে যে, একটি দিব্যি বুড়োহুড়ো গোছের পাত্র দেখে নাত্‌জামাই করেন। তা

দেখি, এই মেলায় যদি তেমন ভাঙড়-ভোলা গোছ কাকেও পাওয়া যায়, তা'হ'লে—

সুকু। কেন, আমি কি পাষাণের মেয়ে ?

ফুল। না, তুমি বরফের নাত্‌না।

সুকু। এই একটু আগে আমায় শুনিয়েও ঐ রকম কি একটা ব'ল্‌-ছিলেন বটে; তা থামোকা বুড়ো বরের ওপর ঝোঁক প'ড়্‌ল কেন ?

ফুল। বোধ হয় ব'য়ে যাবার বয়েসটা তা হ'লে কেটে যাবে,—তাই।

সুকু। (ঈষৎহাস্যে) আর সঙ্গে সঙ্গে শোধ্‌রাবার বয়েসটাও কেটে যাবে।

ফুল। হাঁ; ভববন্ধন পর্য্যন্ত কেটে যাবার সময় আসন্ন হ'য়ে প'ড়্‌বে। তা হ'লে তোমার আইবুড়ো নামটাও ঘ'ুচে যাবে, অথচ তোমার ঠাকুর-দাদার যেম্‌নি ঘর-জোড়া, তেম্‌নি ঘর-জোড়া থাকবে।

সুকু। (সহাস্যে) তবে বেশ ত, তুমিই আইবুড়ো বুড়ো হাতের কাছে মজুদ আছ, আর ক'নেও একেবারে অ[illegible] নয় [illegible]।

ফুল। হাঁ; শুনেছি বটে যে বানরটা আর ফুলশয্যাটা খুব মজার জিনিষ। ফুলশয্যার পর দিন যদি বনের বানরকে বনে ছেড়ে দাও, তাহ'লে তেরাত্রের জন্যে সোণার শিকল প'র্‌তে রাজি আছি; কিন্তু আমি রাজি থাকলে কি হবে? তোমার দাদাম'শায়ের ফরমাস—একেবারে নির্জ্জলা খাঁটী বুড়ো, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত, মুখের বচন থেকে মনের প্যাঁচ পর্য্যন্ত বুড়িয়ে না গেলে জামাই হাল্‌কা উচকা হ'য়ে প'ড়্‌বে; আমি কুড়ি গুণ্‌তিতে বুড়ো হ'লেও এদিকে যে পুরো কোয়া আছি, ধোপার পাটার একটা আছাড়ও খেতে হয়নি!

সুকু। তামাসা থাক্, এখন সত্যি সত্যি বল—কি উপায় ক'র্‌বে? না ভেবে চিন্তে চিঠি লিখে এক মুস্কিলে প'ড়েছি,—এসে প'ড়্‌লে কি

ব'লব! সে—তিনি কি মনে ক'র্‌বেন! বড় এক—কথায় মানুষ।

ফুল। বেশ ত, আমি তক্কে তক্কে রইলেম, ঐ মেলাতলায় পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই আমিও এক কথা ব'লে দেব যে, গেরস্তোর হাত জোড়া, অতিথ ফিরে দেখ।

সুকু। তা বুঝি আমি তাঁকে বিদেয় ক'রে দিতে তোমায় ব'ল্‌লেম ?

ফুল। এ ত মজা মন্দ নয়! সে আস্‌ছে—তাতেও ভয় আবার বিদেয় ক'রে দেওয়া— প্রাণে সহ্য হবেনা ? তবে ক'র্‌ব কি ? এই জন্তেই বিয়ে করিনি ; বাপ্‌! এই রকম সন্দিগমীর আব্‌দার ত ঘড়ী ঘড়ী সাম্‌লে মন যোগাতে হ'ত!

সুকু। নিরুপায় হ'য়েই তোমার আশ্রয় নিয়েছ ফুলদাদা।

ফুল। ওটা আমার কুষ্ঠীর ফল ; নেহাৎ নিরুপায় না হ'লে আর ফুলচাঁদের কাছে কেউ আসেনা।

সুকু। তুমি যে দীনের বন্ধু! উপায় থাকতে কি কেউ দীনবন্ধুর নাম নেয় ?

ফুল। তোর ইচ্ছাটা কি খুলে বল্‌ দেখি ? আসল মৎলবটা ত সেই তিলকচাঁদকে বিবাহ করা ?

সুকু। (সলজ্জভাবে) যাও!

ফুল। তবে তাই আমি তাকে ব'ল্‌ব যে, বিবির তোমায় বিয়ে ক'র্‌তে ইচ্ছা নেই।

সুকু। আমি তাই কি ব'ল্‌ছি ?

ফুল। তবে কি ? যাতে শুভ কার্য্যটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তার চেষ্টা দেখ্‌ব ?

সুকু। (সলজ্জভাবে) আমি জানিনা।

ফুল। আমায় স্পষ্ট না ব'ল্‌লে আমি কোন কাজে হাত দেব না; বিয়ে ক'র্‌বি কি না তা স্পষ্ট বল্।

সুকু। তা না ত আইবুড়ো থাক্‌ব কি?

ফুল। বলি, ঐটিকেই ত চাই? তিলকই ত মনের মত বর?

সুকু। (ক্রীড়াচ্ছলে) হাঁ, তোমার মনের মত। (গমনোদ্যতা)

ফুল। রোসো রোসো, আর আমার ঘটক-বিদায়?

সুকু। একটা—

ফুল। হামি—

সুকু। দূর! (সলজ্জভাবে দ্রুত পলায়ন)

ফুল। সেই ছেলেবেলার মতন লো শালী! (আত্মগত) তামাসা যাক্, একটা ঝাঁ ক'রে ত উপায় ঠিক ক'রে ফেল্‌তে হ'চ্ছে। মহামায়া! দেহ ধারণ ক'রে কা'র সাধ্য যে তোমার ইন্দ্রজাল এড়ায়! বন্ধনের ভয়ে বিবাহ পর্য্যন্ত ক'র্‌লেম না; তেমন আপনার লোকও কেউ কোথাও আছে কি না, খুঁজে দেখ্‌তে গেলে, বিস্তর ঘটকের কুলজী ঘাঁট্‌তে হয়। কিন্তু মহামায়ার মায়ার চাতুরীটি একবার দেখ; কোথাকার কে, তার ঠিক নেই, পাড়া-প'ড়্‌সীর মেয়ে বই নয়, তবু দাদা-দাদা ক'র্‌তে ক'র্‌তে এই সুকুমার শালী আমায় কি স্নেহের বাঁধনেই বেঁধেছে! বিয়ের সময় ক'নে বরকে সাতপাকে বেড়ে—দেখেই আঁতকে উঠ্‌তেম, আর এ বাৎসল্য-স্নেহে দেখ্‌ছি বত্রিশ পাকের বাঁধন! নিজের ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীর জন্যে লোকের প্রাণ কেমন হয় জানিনা, কিন্তু পরের মেয়ের মায়ায় আমার এই বুনো পোড়া প্রাণের আষ্টে পৃষ্ঠে যে বাঁধন প'ড়েছে, তাই যথেষ্ট! না, সংসারে এসে নির্ঝঞ্ঝাটে ফাঁকি দেবার যো কি?—নিদেন একটা বেরাল কি পাখী পুষে তার ভাবনা ভাবতে;

হবে। (নেপথ্যে বৃক্ষপত্র-ঘর্ষণ ও শুষ্কপত্রোপরি পদশব্দে চকিত হইয়া জেব্ হইতে পিস্তল বাহির করণ, ও একাগ্রে কর্ণপাত) না, জানোয়ার নয়—এ মানুষের পায়ের শব্দ, কিন্তু জানা-শুনো লোকের চলন নয়, থা'ম্‌ল বুঝি—না, যেন ফিরে যাচ্ছে—এ অচেনা পা—চুরি করা চা'ল ;—দেখ্‌তে হ'চ্ছে।

(নেপথ্যাভিমুখে গমন ও অপর দিকে তিলকচাঁদের প্রবেশ)

তিল। এদিক্‌টা কেবল জঙ্গল, মালীকালিগুলো পর্য্যন্ত বোধ হয় এ ধারটা মাড়ায় না, তা সে বেড়াতে আ'স্‌বে কি ? কিন্তু খোলা বাগানের দিকেও ত এগিয়ে যেতে সাহস হ'চ্ছেনা। আমি কারুর তোয়াক্কা রাখিনা, কিন্তু সুকুমারের জন্য ভয় হয় ; আমার চিঠি কি পায়নি ? সেই ভজনলালটাকেই হোক্, কি অন্য কোন চাকর দাসীকে কিছু দিয়ে হাত ক'রেই হোক্, আমার সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত ক'রে রাখলেই হ'তো।

(পূর্ব্বপথ দিয়া ফুলচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

ফুল। না, এমন কখনই হ'তে পারেনা ; ঠিক শুনেছি, দশ বৎসর বয়স থেকে বনে বনে শীকার ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর আমার কাণ আমায় ঠকাবে ! (তিলককে দেখিয়া) এই যে—এ কে ! তুমিই কি এতক্ষণ এই জঙ্গলগুলোর মাঝে লুকোচুরি খেলছিলে ? আর যদি আমি শিয়াল কি বরা মনে ক'রে ভুলে গুলি ক'র্‌তেম ?

তিল। তা হ'লে তুমি হয় আনাড়ি—নয় জেনে শুনে নরহত্যা ক'র্‌তে।

ফুল। কেন ?

তিল। যে প্রকৃত শীকারী, সে কোন্‌টা জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ, কোন্‌টা মানুষের পায়ের, তা ঠিক বুঝ্‌তে পারে।

ফুল। হাঁ; মানুষের পায়ের শব্দ হ'লে নিশ্চয় বোঝা যায় বৈকি, কিন্তু জানোয়ারের চলনে আর চোরের চলনে বেশী তফাৎ নেই।

তিল। (ক্রোধে) চোর!

ফুল। যে গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে গোপনে অন্ধকারে তাঁর বাটী প্রবেশ করে, তাকে তোমাদের দেশের ভাষায় কি বলে? তুমি কোথা থেকে আ'স্‌ছো?

তিল। যেখান থেকেই আসি, বিনা আহ্বানে আমি এখানে প্রবেশ করিনি।

ফুল। (স্বগত) হ'য়েছে, যাকে খুঁজ্‌ছি, সেই! (প্রকাশ্যে) তা হ'লে বোধ হয় তোমার নিমন্ত্রণপত্রখানি সদর দেউড়ী পার হ'য়ে যায়নি, খিড়কি দিয়ে গিয়েছিল; নইলে বড় কুটুম্ব মহাশয় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে নিমন্ত্রণ রা'খ্‌তে আগমন ক'র্‌বেন কেন?

তিল। তোমার কাছে এত কৈফিয়ৎ দেব কেন? তুমি এ বাড়ীর কে?

ফুল। তুমি কি বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতেও জান না? এখনকার ছোকরাদের কাছে কি পাকাচুলের সম্মানটা পর্য্যন্ত নেই?

তিল। যদি কেউ নিজে তার পাকা চুল লোকালয়ে দেখাতে লজ্জা করে, তবে অপরে সে পাকা চুলকে কি ক'রে সম্মান দেবে?

ফুল। তার পর?

তিল। যদি বয়সের অভিমান আপনার থাকে, তবে বার্দ্ধক্যের শুভ্র জয়-পতাকায় কাপট্যের কালী মাখিয়েছেন কেন? বিধাতার হস্তাক্ষর জাল ক'রে বদ্‌লাবার লালসা কেন? (স্বগত) সুকুমারের পিতামহ শুনিছি, অতি বৃদ্ধ—প্রায় অশক্ত।

ফুল। (সহাস্যে) ওঃ বুঝেছি ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! এ কলপ দেওয়া চুল নয় হে—"চোর—চট্-পট্—বোল সিং বাহাদুর" কলপ দেওয়া চুল নয়, বুঝ্‌লে ? যৌবনটা একেবারে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে কাটাইনি, তাই বিধাতা আমার বাইশ বছর বয়সের সময় শরীরের যেখানে যা হরফ ঢেলেছিলেন, অনেকটা তাই বজায় আছে ; সর্ব্বদা সজাগ থাকি ব'লে তিনি আর নিজের হাতের লেখার ওপর হিজি-বিজি-কাট্‌বার কি চুণ ছড়াবার অবকাশ পান্‌নি ; বয়েসটা তিন কুড়ি সাতের পাশাপাশি ঘেঁষে ঘুর্‌ছে, সে খবর রাখ ?

তিল। তা হ'লে আশ্চর্য্য বটে ! আপনার দেহই আপনার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র—অক্লান্ত মনের পরিচয় দিচ্ছে ! আমি ধৃষ্টতা ক'রেছি, মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

ফুল। আমি বুনো লোক ; আমার কাছে আর অত সভ্যতা ক'র্ত্তে হবেনা ; এখন এখানে কি মনে ক'রে আসা হ'য়েছে ? শুন্‌তে পাই কি ?

তিল। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আপনি এ বাড়ীর কে, আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি কি ?

ফুল। অনায়াসে—একশবার ! অতি উচ্চ পরিচয়, জোর-জবর-দস্তির সম্বন্ধ, লোককে জানাবার জন্ত আমি সদাই ব্যতিব্যস্ত ; কেউ পরিচয় জিজ্ঞেস ক'র্‌তে ভুলে গেলে, মনে মনে তাকে শালা বোলে গা'ল দিই।

তিল। পরিচয়টা—

ফুল। পরিচয়টা, আমি এ বাড়ীর জামাই।

তিল। (সবিস্ময়ে) জামাই !

ফুল। এই নাৎজামাই ; তাহ'লেই হ'লো।

তিল। (অধিকতর বিস্ময়ে) নাৎজামাই! নাৎজামাই!—সে কেমন ক'রে হ'বে!

ফুল। কেন, এতে ম'শায়ের বিশেষ আপত্তি কি?

তিল। তবে কোন দূর সম্পর্কে?

ফুল। না, অতি নিকট সম্পর্কে।

তিল। শোনা গেছে যে, রায়সাহেবের কেবল একমাত্র কুমারী পৌত্রী আছেন।

ফুল। ঠিকই শুনেছেন; সেই একমাত্র পৌত্রী আমার একমাত্র শাসনকর্ত্রী।

তিল। আপনি পরিহাস ক'র্‌ছেন।

ফুল। কিসে! স্ত্রী যে স্বামীর শাসনকর্ত্রী, এটা কি জানা নেই? এখনো আপনি উমেদার আছেন বোধ হয়, দাম্পত্য-দপ্তরে চাক্‌রীতে বাহাল হন্‌নি?

তিল। আমি ত জানি—হিন্দু-স্ত্রী আপনাকে স্বামীর দাসী মনে করে।

ফুল। মনে করেনা, মুখে বলে; ঐটুকুই কারিকুরি। যদি প্রকাশ্যে শাসনকর্ত্রী হ'য়ে আ'স্‌তেন, তা হ'লে অবলা স্বামী বেচারীরা একটু সাবধান হ'লেও হ'তে পা'র্‌ত; কিন্তু দাসী সেজে এসে এমনি গলায় ফাঁসি দেন যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্না মহিষের মত স্বামীগুলোকে পর্য্যন্ত একটি ছোট্ট টুক্‌টুকে ক'ড়ে আঙুল হেলিয়ে ডাইনে বাঁয়ে ফিরান।

তিল। ও কথা যাক্; আপনি যথার্থ ব'ল্‌ছেন,—সুকু—রায়-সাহেবের পৌত্রীর সঙ্গে আপনার বিবাহ হ'য়েছে?

ফুল। নিজের মৃত্যু-সংবাদ কি কেউ মিথ্যা ক'রে রটায়?

তিল। (স্বগত) আর আমাকে প্রবঞ্চনা ক'রে আ'স্‌তে পত্র লেখা!

ফুল। পরশু এসে পৌঁছলেও দু'একখানা বাসি লুচি পেলেও পেতে পার্‌তেন, কিন্তু এখন ভাঁড়ার খালি!

তিল। আমাকে বিদ্রূপ ক'র্‌বার আপনার বিলক্ষণ অধিকার আছে।

ফুল। শুনে আপ্যায়িত হ'লেম যে, আপনি আমার পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা পরিবার মহাশয়ার ভাই, শ্যালক-কুলতিলক!

তিল। মুখ সাম্‌লে কথা কবেন!

ফুল। আপনার ভগ্নীর শাসন সহ্য ক'র্‌ব, এটা দাসখতে লিখে দিইছি বটে, কিন্তু শালার ধম্‌কানি শুন্‌ব কেন? আমি ত আর ঘর-জামাই নই?

তিল। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কেমন ক'রে সে এ বিবাহ ক'র্‌লে!

ফুল। স্বয়ম্বর ক'রে। আমাদের বহুকালের প্রণয়, আশ্চর্য্য যে, আপনি ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব হ'য়েও এটা জান্‌তেন না!

তিল। বস্ বস্—আর শুন্‌তে চাইনি; আমি এখনি চ'লে যাচ্ছি; কিন্তু দেখুন আপনার—আপনার স্ত্রীকে,—সেই অতি সরলা—অতি অবলা—সেই সত্যের প্রতিমা—বিশ্বাসের প্রতিমা—প্রণয়ের প্রতিমা—পবিত্র—পবিত্র—

ফুল। প্রতিমা!

তিল। ব'ল্‌বেন—তা'কে ব'ল্‌বেন—

ফুল। আমার পরিবারকে যদি আপনার কোন গোপনীয় সংবাদ পাঠাবার আবশ্যক থাকে, তাহ'লে এ গ্রামের গোয়ালিনীর বাড়ীর ট্রিকেনাটা ম'শায়কে ব'লে দিতে পারি। দূতী-সংবাদের বরাতটা পর্য্যন্ত আর স্বামীর স্কন্ধে নাই চাপালেন!

তিল। না, আপনিই ব'ল্‌বেন, আমার নাম ক'রে ব'ল্‌বেন—

ফুল। আপনার নামটা কি ?

তিল। তা আপনার জান্‌বার আবশ্যক নেই, কিন্তু—

ফুল। বাঃ বাঃ! আপনার নাম জান্‌বার আমার আবশ্যক নেই, অথচ আপনার নাম ক'রে ব'ল্‌ব! কি ব'ল্‌ব ?

তিল। ব'ল্‌বেন—না, কিছু ব'ল্‌তে হবেনা; আপনি তাকে কোন কথা বল্‌বার কে! সুকুমারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি ?

ফুল। যৎসামান্য! আমি তাঁর দিনের সরকার, রেতের খানসামা।

তিল। সরকার! সুকুমারের! সেই অলোকসামান্যা লাবণ্যময়ী ললনার খানসামা হ'বার অধিকারও আপনার নেই।

ফুল। না, এতক্ষণ ঠাণ্ডা হ'য়ে সব শুনছিলেম, কিন্তু এইবার আমার একটু একটু রাগ হ'চ্ছে,—একদা এককালে স্বামী স্ত্রীর গুরুলোক ছিলেন, তারপর গ্রহে 'পুরুষ প্রাণসখার' কোটরে নেমেছিলেন, অবশেষে এখন খানসামাত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাচ্ছে, এতেও যদি আপনারা পাঁচজন আপত্তি করেন,—তাহ'লে পতিবংশকে ত নির্ব্বংশ হ'তে হয়।

তিল। (উত্তেজিত ভাবে) পতি! কিসের পতি! কে পতি! সুকুমার আমার! আমার! আমার সুকু—

ফুল। চুপ্‌ চুপ্‌, আস্তে; এখনি লোকজন জ'মে যাবে। একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে, ব্যাপারটা কি, আমায় খুলে বলুন দেখি; আমি ত এতক্ষণ আপনাকে সুকুমারের কোনরকম দূর সম্পর্কের ভাই ঠাওরাচ্ছিলেম, তা সওয়ায় কি তার ওপর আপনার অন্য কোনরকম দাবি দাওয়া আছে ?

তিল। নেই! প্রথমে ত তার মা'র অনুমতি, আবার সে নিজে আমার প্রাণ সমর্পণ ক'রেছে।

ফুল। কি সমর্পণ ক'রেছে?

তিল। (গদগদভাবে) প্রাণ মন জীবন যৌবন—

ফুল। কে, সুকুমার?

তিল। নয় ত আবার কে?

ফুল। বেশ সুস্থশরীরে?—খোস কওলায়?

তিল। তামাসা রাখুন।

ফুল। একে কায়েমি বিষয় সম্পত্তি, তা'তে "প্রাণ মন জীবন যৌবন!" এ সব হ'ল সম্পূর্ণ স্ত্রীধন—এ সব হস্তান্তরিত করা হ'চ্ছে আইন-কানুনের ব্যাপার; এ নিয়ে কি তামাসা ক'রতে পারি? তা বেশ! অস্থাবর সম্পত্তি, দেখ্ ছি, সবই আপনাকে সমর্পণ ক'রেছেন, আপনিও তা সন্তুষ্ট হ'য়ে গ্রহণ ক'রেছেন?

তিল। চন্দ্র সূর্য্য যমুনা সাক্ষী ক'রে।

ফুল। উত্তম! চন্দ্র ঐ আদালতে উপস্থিতই আছেন, সূর্য্যিঠাকুরও কাকের মুখে খবর পেলেই এসে হাজির হবেন, আর আমি ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস ক'র্‌ছিনা; নইলে যমুনাসুন্দরীর নামে সফিনা বা'র ক'র্‌তেম। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী শুনে মাঠের মাঝখানে রূপের তরঙ্গ তুলে নাচ্ তে যার লজ্জা হয়নি, বেণীমাধবের প্রেমে উন্মাদিনী হ'য়ে যে যমুনা বিস্তান খুলে নায়ককে কালো কেশের লহর লীলা দেখিয়েছেন, হিন্দু বৌদ্ধ পাঠান মোগল ক্রমে ক্রমে সকলেই যে যমের সহোদরার অন্ধকার অন্দরমহলে স্থান পেয়েছে, তাঁকে ত আর কোন আইনেই পর্দ্দা-নসিন্ বলা যায়না!—

তিল। কি সব ব'কৃছেন!

ফুল। এই যে ব'ল্ ছি, আপনাকে যা যা সমর্পণ ক'রেছেন—আপনি ত সব বুঝে পেয়েছেন? এ অধীনকে কিছু সমর্পণ করেননি, তবে

অনেকগুলি ভারার্পণ ক'রেছেন; যথা,—ভরণ-পোষণ, সেবাকরণ, শোভাসম্পাদন, ও সেই প্রয়োজনে মোটবহন, দাস্য বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন, ঋণ-গ্রহণ, শ্রীঘর-গমন, তর্জ্জন-গর্জ্জন-সহন এবং নয়নজলে অবগাহন; ভালই হ'য়েছে,—ভাগাভাগি হ'য়ে গেছে! আপনি বাড়ী ব'সে নিজে বা মোক্তারনামা দ্বারা প্রাণ মন জীবন যৌবন খোস-মেজাজে বাহাল-তবিয়দে ভোগ-দখল করিতে রহুন; এদিকে আমি দানা ঘাস যোগাই, ডলাই মলাই করি! এ বর, ক'নেসুন্দরীর সহিস্ মাত্র, যতক্ষণ আস্তাবলে থাকেন, ততক্ষণ সেবার অধিকারী।

তিল　যান্ যান্—এখন ঠাট্টা ভাল লাগেনা।

ফুল। ভায়া! বালিকা-কলিকার প্রাণ মন জীবন যৌবন দখল ক'র্তে এলে কত কাণমলা খেতে হয়, আর তুমি ছুটো' কথার ঠাট্টা সইতে পার না! রসিকতার পাঠশালে প্রবেশ পর্য্যন্ত হয়নি বুঝি? কোন ধর্ম্মের গোঁড়ামি ফোঁড়ামি আছে নাকি?

তিল। আপনি পাড়াগেঁয়ে ভূত!

ফুল। আর আপনি সভ্য অসভ্য! আমার সুকু এমন রসিকা—

তিল। "আমার সুকু"! আপনি যে একশোবার তার নাম ধ'রে কথা ক'চ্ছেন?

ফুল। বাহবা! স্বামী স্ত্রীর নাম ধ'র্বে না? তোমাদের ছোক্‌রা শাস্ত্রের মতে আমি কি সুকুমারকে "ওগো হেঁগো" ক'র্ব, আর সে আমাকে "ফুল—ফুল—ফুলো—ফুলচাঁদ" ব'লে ডাক্‌বে?

তিল। (সবিস্ময়ে) ফুলচাঁদ! আপনার নাম ফুলচাঁদ?

ফুল। কি ক'র্ব! কট্‌কে ক্যাসাতে ককোড় ক্যালারাম প্রভৃতি "ক"এর কোটায় অনেক মানানসই নাম থাক্‌তেও অন্ধ বাপ মা এই মূর্ত্তি সাম্‌নে সত্বেও, বেছে বেছে নাম রাখ্‌লেন, ফুল, ফুলচাঁদ; চেহারায়

ত ফুলও নেই, চাঁদও নেই ; তবে ভেতরে চাঁদ আছে কি না, জানিনা ; কিন্তু কলঙ্কটুকুও নেই, একথা জোর গলায় ব'ল্‌তে পারি।

তিল। কোন্ ফুলচাঁদ ? আপনি কি ফুলদাদা ?

ফুল। মুখের সাম্‌নে 'ভাই', কিন্তু আড়ালে বোধ হয় অনেকেরই ফুল-'শালা' !

তিল। অ্যাঁ ! করিছি কি ? আমায় মাপ করুন, আমি আপনার পায়ে ধ'র্‌ছি—(পা ধরিতে উদ্যত)

ফুল। আরে আরে পাগল নাকি ! এ লাল-বাঁধানো পা—ধ'র্‌তে হয় পাঁইজর-পরা পায়ে ধ'রো। (আলিঙ্গনপূর্ব্বক পা ধরিতে নিবারণ)

তিল। ছি ছি, কি লজ্জা ! আমার মত মূর্খ দুটি নেই ! আগেই বোঝা উচিত ছিল,—সুকুমারের কাছে তা'র মা'র কাছে আমি আপনার কথা কত শুনিছি ! সুকুর নিজের ঠাকুরদাদার চেয়েও—আপনি তাকে বেশী ভালবাসেন। হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! (হাস্য) তা সত্যি—আপনিই ত সুকুর বর, সে আমায় সব ব'লেছে; বিয়ে এখনও হয়নি, আমি দাঁড়িয়ে দেবে ; আমিও খুব শীকার ভালবাসি ; আগে দুজনে এক সঙ্গে শীকার ক'রে বরের গুণ-পরীক্ষাটা হ'ক্।

ফুল। শীকারের পালা তোমার ফুরু'ল দাদা। যে জীব পোষে তাকে ভালবাস্‌তে শেখে, সে আর জীবহত্যা ক'র্‌তে পারেনা ; হরিণের চোখ্ দেখে সুকুর চোখ্ দুটি মনে প'ড়্‌লে কি আর তোমার হাতের বন্দুক উঠ্‌বে ?

তিল। আপনিও ত সুকুমারকে ভালবাসেন ?

ফুল। আপনার সর্ব্বস্ব মনে ক'রে। পৃথিবীতে ভালবাস্‌বার আর আমার কেউ নেই ; আমি তার আদর—তার আব্‌দার ভালবাসি, চপল-চাঞ্চল্য ভালবাসি, সুকুমারের মধুমাখা 'ফুলদাদা'-বুলি এ মরু মনকে

আর্দ্র ক'রে রেখেছে। বালিকার দুষ্টু চাউনি আমার বড় মিষ্টি লাগে, কিন্তু কিশোরীর ছায়া-পিপাসা কটাক্ষের ব্যাখ্যা এ বুড়োর বুনো অভিধানে নেই।

তিল। আপনাতে আমাতে ভাব হ'ল। এখন থেকে জন্মের মত খুব—খুব ভাব হ'ল। আমি কে, বুঝেছেন ত? আমি তিলক।

ফুল। বুঝেছি; রায় ভূপাল বর্ম্মার বংশের তিলক, আর ঈশ্বর করেন ত আমাদের সুকুমারের ললাটের তিলক।

তিল। তার পায়ের আল্‌তা হ'তেও নারাজ নই।

ফুল। হুঁ; কতকগুলি সাঙন রোগ আগে পায়েই ধরে।

তিল। সুকুমার বোধ হয় আপনাকে সব ব'লেছে?

ফুল। কেন, শুনেছ বুঝি—মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকেনা? সে পরের কথা, বিশেষ প্রকাশ করতে বারণ ক'রে দিলে; ওঁদের নিজের মনের কথা কার সাধ্য যে ভুলিয়ে ভালিয়ে বা জোর ক'রে টেনে বা'র করে! এমন অবলা সরলা জা'ত জগতের সৃষ্টিতে আর নেই! তোমায় আসতে পত্র লিখে, এক নেহাৎ মুস্কিলে প'ড়ে তবে এই খানিক আগে আমায় কতক কথা খুলে ব'লেছে। এখন এস, আমার সঙ্গে টিলা-কুটীতে চল, সেইখানে সব কথা হবে।

তিল। আমি একবার দেখা ক'রে যাব।

ফুল। কার সঙ্গে?

তিল। বাঃ!

ফুল। না না এখন নয়, সুকুও তা চায়না—

তিল। বাঃ!

ফুল। শোননা বলি, রায়সাহেবের মনটা মন্দ নয়; তবে—সেখানে ঢোক্‌বার দরজায় বড় বড় ফনীমনসার কাঁটা-বেড়া; দুজনে একটা পাকা

মৎলব ঠাউরে, কাজ হাঁসিল ক'র্‌তে হবে। চল—আমার ওখানে কেউ নেই, নির্জ্জনে ব'সে পরামর্শ আঁটিগে।

তিল। বাঃ! এ ত বড় মজা! সুধা-সাগরের কূলে এসে পিপাসা নিয়ে ফিরে যাব!

ফুল। জল দেখ্‌লে তেষ্টা আরও বাড়ে; শেষ কি জ্বালার চোটে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অতল জলে হাবুডুবু খাবে! এসো, দুটো একটা সাঁতার শেখার মন্ত্র ব'লে দিইগে; ডুব্‌তে নেই ভায়া, ডুব্‌তে নেই; ভাস্‌তে শিখ্‌লে পিপাসাও মেটে, প্রাণও শীতল হয়; যে পুরুষ ইচ্ছা ক'র্‌লেই ভারী, ইচ্ছা ক'র্‌লেই হাল্‌কা হ'তে পারে, তার পক্ষেই রমণী সুধা-সাগর; তা না হ'লে—

তিল। তা না হ'লে?

ফুল। নুনে' বিষ, হাঙ্গর কুমীরেরও ভয় আছে। এখন এসো, তোমার সঙ্গে বকাবকি ক'রেই আমার জঠর জ্ব'লে উঠেছে। আর তুমি ত একটা পপ ঘোড়ায় এসেছ, আবার তার ওপর প্রেমের চাবুক কাছে ছিল্ক!

তিল। আচ্ছা, চলুন। দেখি, আমায় কতক্ষণ আট্‌কে রাখেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পশ্চাদ্দ্বার-প'রে দৃশ্যমান নিকুঞ্জ-সংলগ্ন সুসজ্জিত আরাম-গৃহ।

(সুকুমার ও অলকা শিথিলভাবে উপাবিষ্ট।)

অল। আর কতক্ষণ এখানে ব'সে থাকবে? একে ত শরতের হিম।

সুকু। হিম! কই, আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পা'র্‌ছিনা।

অল। তা কেমন ক'রে বুঝ্‌বে! তোমার যে এখন—

(কীর্ত্তন সুরে)—"অগুরু চন্দন যদি মাখি গায়।
কৃষ্ণ-বিরহে সখি সে চন্দন শুখায়ে যায়॥"

সুকু। চুপ ক'র্‌লে কেন, গাও না!

অল। আর জানিনা, মনে নেই।

সুকু। তবে আর কোন গান গাও; এমন ফুল-ফুটন্ত জ্যোৎস্নারাত্রে কি ঘরে গিয়ে চোখ বুঁজে শোয়া যায়?

অল। তুমি যেখানে যাবে, সেইখানেই চন্দ্রোদয় হবে।

"ইয়ং সুনয়না দাসীকৃত-তামরসশ্রিয়া।
আননেনাকলঙ্কেন জয়তীন্দুং কলঙ্কিনম॥"

সুকু। (বিষাদিত হাস্যে) চাঁদ যে পোড়া মাটী; তার কি নিজের কিরণ আছে না! রবির কিরণ ধার ক'রে তবে ত চাঁদের রূপের জারি।

অল। মহাজন ত নারাজ নয়! ধার চাইলেই পাও; মাঝখানে বাধা কে?

সুকু। পৃথিবী—সংসার—নিয়ম।

অল। অয়ি নিয়মাধীনে! সংসারের আর একটা নিয়ম—নিশা-সমাগমে সুষুপ্তির অঙ্কে বিশ্রাম, তা—

(দূরে বংশীধ্বনি)

সুকু। আহা! চুপ কর চুপ কর; আহাহা! কি মিষ্টি! কে বাঁশী বাজাচ্ছে?

অল। কোন চাষী লোক হবে, নিস্তব্ধ রাত্রে দূরে বাঁশী বাজ্‌লে বড় মিষ্টি লাগে।

সুকু। কি বাজাচ্ছে? গান্‌টা যেন জানা জানা, কোথায় কবে শুনিছি, আহা! যেন কাণে করুণা ঢেলে দিচ্ছে!

অল। (সুরে) অদূরে বাঁশরীরব, ক্রমে কাণে অনুভব,
মুরলী বিজন বনে বাজে করুণায়।
বীণায় বিনিয়ে ছাঁদে, বাঁশী বুক-ভেঙে কাঁদে,
"আয় রাধে আয় রাধে" সুরে ফুকরায়॥

সুকু। চুপ্ কর্‌না।

অল। (স্বগত) চুপ ক'র্‌তে ত চাচ্ছি, আমার নিজের বিরহ-ই সাম্‌লাতে পা'র্‌ছি না, আবার ব'সে ব'সে পরের জালায় প্রলেপ দিই কতক্ষণ! একবার একলা হ'তে পা'র্‌লে, নিদেন খানিকক্ষণ বাগানটায় ঘুরে ফিরে মন খুলে ভেবে আসি।

সুকু। চুপ ক'রে আছ যে?

অল। তুমি যে ব'ল্‌লে, তাই চুপ্ ক'রে তোমার চুপ্ ক'রে থাকা দেখ্‌ছি।

সুকু। একটা কিছু কথা পেড়ে খানিকটে রাত কাটিয়ে দে না; আমি খড়ী-খড়ী নতুন নতুন আব্‌দার করি, রাগ করিস্ না ত ভাই? কি যেন হ'য়ে গেছি!

গীত।

ঘুমাতে লো মন নাহি চায়।
কথায় কথায় যদি যামিনী পোহায়॥
নভ অতি নিরমল, তারাদল ঝলমল,
বড় ভাল বাসি শশী শারদ নিশায়॥
শেফালি ফুলের বাসে, অনিল-হিল্লোল ভাসে,
দূরে কে বিয়োগী সুরে বাঁশরী বাজায়॥
(পরিচিত গীত যেন চেনা চেনা যায়)
এমনি যামিনী মধু, কটাক্ষ নিকটে বঁধু,
বসিয়া বিশ্রাম-ঘাটে মধু মথুরায়;—
দেখেছি আরতি করা কালো যমুনায়॥

আহা! জন্ম-জন্মান্তরের বিনিময়ে কি সেই সুখ-সন্ধ্যা আর ফিরে পাব!

অল। ছি ভাই সুকুমার, তুমি অমন উদাস মনে থাক্‌লে, আমিও যেন কেমন কেমন হ'য়ে যাই, একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে আপনার ভাবনা ভা'ব্‌তে পারিনা।

সুকু। তোমার কি ভাবনা ভাই?

অল। তা ঠিক নেই, যখন একলা থাকি, তখন মনে মনে কোন বেলা বা একটা সুখ, কোন বেলা বা একটা দুঃখ গ'ড়ে নিয়ে ভাব্‌তে থাকি, আর ক্রমে তা থেকে কত রঙ্‌বেরঙের ডাল-পালা বেরুতে থাকে, কখনো অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্‌ করে, আবার কখনো বা জোচ্ছনায় ফটিক ফোটে।

সুকু। যেমন আজকার এই রাতটি।

অল। কি তোমার হাসিমুখখানি।

সুকু। আমার হা'স্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে—কিন্তু পা'র্‌ছি না ; তুই একটু হাসানা ভাই !

অল। কেমন ক'রে হাসাব ? তোমার মন-বীণার তারগুলি এখন বিয়োগী সুরে বাঁধা ; আমি কৌতুক-কলার আলাপ ক'র্‌লে আলাপিনী ত সমস্বরে ঝঙ্কার ক'র্‌বেনা ; বরং ভয়—তার বা কেটে যায় !

সুকু। যে ভাবনাটা এখন তোমার মনের সব ওপর থাকে আছে, সেইটেকে বা'র ক'রে নিয়ে, আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে ভা'ব্‌তে থাক।

অল। এমন কি ভাবনা এখন তৈরি আছে ? কৈ, হা'ত্‌ড়ে ত পাচ্ছি না !

সুকু। মনের পানে চোখ্ চেয়ে দেখ্‌লেই পাবে, একটা সুখের ভাবনা ভাব। এই মনে কর্‌না, যেন তুমি একজনকে বড্ড ভালবাস, কিন্তু সে বেচারি বড় গরিব, অবিশ্যি গরিব হওয়া একটা গুরুতর অপরাধ ; সে জেতে বড় হ'লেও তবু ছোট লোক,—তার স্বভাব চরিত্র নিখুঁৎ হ'লেও সে ছোট লোক ;—তার বিদ্যা বুদ্ধি শিষ্টতা সভ্যতা থাকলেও সে ছোট লোক।

অল। আর ধন থা'ক্‌লেই কি বড় লোক ?

সুকু। হাঁ ; ধন থাক্‌লে হাড়ি মুচিও বড় লোক ; মূর্খ, মাতাল, লম্পট, গোঁয়ার হ'লেও সে বড় লোক ; ধর্ম্মকর্ম্মহীন, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, অর্থ-পিশাচ, কৃপণ, চোর, জোচ্চোর, অসভ্য, অহঙ্কেরে—যাই হোক্ না কেন—

অল। তা এ ত তোমার বক্তৃতা আরম্ভ হ'ল ; যে কথা গোড়ায় ধ'রেছিলে, তা কোথায় গেল ?

সুকু। হ্যাঁ হ্যাঁ,—তাইত,—কি—কি কথা ব'ল্‌ছিলেম ভাই ?

অল। সে তুমিই জান।

সুকু। এই যে মনে আ'স্‌ছে-আ'স্‌ছে আ'স্‌ছে না; তোর পায়ে পড়ি, মনে ক'রে দেনা ভাই!

অল। না, এইবার বুঝেছি—সত্যি তোমার দশম দশা! প্রেমের বিকার পেকে না উঠ্‌লে, আর লোকে কথা কইতে কইতে খেই হারায় না!

সুকু। নে, ন্যা'কৃরা রাখ, বল্‌না—কি ব'ল্‌ছিলেম?

অল। আমায় কি একটা সুখের ভাবনা হেঁকে ডেকে ভাব্‌তে ব'ল্‌ছিলে না? কি যেন একজন বড় গরিব কে,—হ্যাঁ—কে যেন—

সুকু। বড্ড ভালবাসে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে প'ড়েছে—সেই "কে" যেন তুমি নিজেই;—এইবার ভাই তুই বানিয়ে বানিয়ে ভাব্‌তে থাক্; আমি শুন্‌তে চাইলেম, সব যদি ব'লে দেব, তবে আর কি হ'ল!

অল। চলুক না, গৌরচন্দ্রিকাটা তুমিই শেষ কর না!

সুকু। আচ্ছা, আর একটু ধরিয়ে দিই; তা তোমার সেই ভালবাসার জিনিস—

অল। পদার্থ ব'ল্‌লেও ব'ল্‌তে পার।

সুকু। থাম্—ব'ল্‌ছি; অমন ক'র্‌লে আমি আবার ভুলে যাব। সেই তিনি—

অল। "তিনি"? গরিব মানুষকে "তিনি"!

সুকু। কেন, ব্যাকরণ-দোষ হয় না কি?

অল। ব্যাকরণ ত কাণে, কেমন বিশ্রী লাগে না?

সুকু। তুমি কাণের মাথা খাও!

অল। সাধ্যাতীত! আমি গজবর-গামিনী, গজেন্দ্র-বদনী ত নই, যে, শুঁড় দিয়ে কাণটা উপ্‌ড়ে এনে গালে পুরে দেব! তিনি-তিনি ছেড়ে দে—দিয়ে বল্।

সুকু। আচ্ছা সে—সে লোকটা— সে ছোঁড়া—

অল। না সে মিন্সে।

সুকু। আচ্ছা মিন্সে-ই সই ; তা মিন্‌সে যদি গরিব হ'য়েই দোষী হ'য়ে থাকে, তবে সে দোষ ত মনে ক'র্‌লেই শুধ্‌রে নেওয়া যেতে পারে।

অল। কেমন ক'রে?

সুকু। আশ্চর্য্য-প্রদীপ ঘ'ষে!

অল। আমি ত আর আলাদিন নই?

সুকু। সবাই আলাদিন, সবার কাছেই "প্রদীপ" আছে ; কেবল গুরুমন্ত্রের অভাবে লোকে দেখ্‌তে পায়না।

অল। তুমিই না হয় গুরু হ'য়ে প্রদীপটা আমায় দেখিয়ে দাও!

সুকু। দিতে পারি ; প্রদীপ—তোমার ইচ্ছা!

অল। তবেই তোমার বিদ্যা বুঝেছি! ইচ্ছে ক'র্‌লেই যদি মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ত, তাহ'লে আর ভাব্‌না থা'কৃত না ; কে না বড় হ'তে ইচ্ছা করে? আমিই ত রোজ রোজ কত কি ইচ্ছে করি!

সুকু। একটাও না ; সেগুলো ইচ্ছে নয়,—খেয়াল, বাসনা, কামনা, লিপ্সা, লোভ,—ইচ্ছের মায়া-মূর্ত্তি—প্রেতচ্ছায়া ; ইচ্ছে এক তার "কত কি" নেই। আশ্চর্য্য প্রদীপ কি দু'শো-পাঁচশো ছিল, না একটি? মনের পাতালের ভেতর এক কোণে সেটি জ্ব'ল্‌ছে, সেইখান থেকে সেটিকে খুঁজে আ'ন্‌তে হবে।

অল। ঘ'ষব কোথায়?

সুকু। মনের দেওয়ালে।

অল। ও বাবা! তাহ'লেই দৈত্য এসে দেখা দেবে!

সুকু। হ্যাঁ, অমানুষিক শক্তি!

অল। যাই হ'ক্, আমি ত দেখ্‌লেই মূর্চ্ছা যাব!

সুকু। হাতে আংটী থাক্‌লে, যাবেনা।

অল। কি আংটী?

সুকু। গুরুবল।

অল। তা আপাততঃ আমার গুরুগিরি না ক'রে প্রদীপটা নিয়ে এসে আপনিই ঘষনা, তাহ'লে তিলক-বিহীন যামিনী-যাপনের জন্যে আর আমায় জাগিয়ে, বাজে বকুনি ব'ক্‌তে হবেনা!

সুকু। তা' যদি হ'তে পা'র্‌ত, তবে সেই চীনে' যাদুকর নিজে সব সন্ধান জেনেও, খুঁজে খুঁজে আলাদিনকে এসে ধ'র্‌ত না।

অল। বুঝ্‌তে পা'র্‌লেম না।

সুকু। সেই চীনে'টার মন নিজের স্বার্থে, ভোগের কামনায় ভরা ছিল; হিংসা, বিদ্বেষ, পরের মন্দ ক'র্‌বার প্রবৃত্তি সে দূর ক'র্‌তে পারেনি; তাই সে প্রদীপ আ'ন্‌বার ইচ্ছাকে আয়ত্ত ক'রবার শক্তি হারিয়েছিল; তার পর খুঁজে খুঁজে আলাদিনকে পেলে; রূপবান্, বুদ্ধিমান্, ভয় নেই, ভাবনা নেই, ঘরে অন্ন নেই,—বালক—নারায়ণ কিন্তু পথে স্ফূর্তিতে খেলা ক'র্‌ছে; তার মা আছে, সে নিশ্চিন্ত; দৈত্য দেখেও ভয় পায়নি, আবশ্যক মত শক্তিকে হুকুমে খাটিয়েছে।

অল। হাঁ, পোলাও আন, কালিয়া আন, হীরে আন, মাণিক আন, রাতারাতি অট্টালিকা খাড়া ক'রে দাও।

সুকু। তার মা যখন বড় কষ্টে প'ড়ে অভাব জানিয়েছে, তখন সে খাবার আনিয়েছে; ধন-দৌলৎ জহরৎ বাড়ী—সব চেয়েছে পরের জন্য,—রাজকন্যার সুখের জন্য—প্রেমের জন্য; নইলে সে প্রদীপের গুণ যখনই জা'ন্‌তে পেরেছিল, তখনই ত একেবারে বড়মানুষ হ'য়ে ব'সে রাজকন্যাকে বিবাহ ক'র্‌তে চাইতে পা'র্‌ত? সে নিজে গরিব একদিনও

তোলেনি, তা না হ'লে কি অত জহরৎ-সাজান থালার সঙ্গে আপনার বাকে রাজ-দরবারে পাঠায়? মনে ক'র্‌লে ত রাজাকে মেরে রাজ্য রাজকন্যা—দুই-ই নিতে পা'র্‌ত; তা করেনি, দীন প্রজার মত নজর দিয়ে প্রেম-প্রসাদ ভিক্ষা চেয়েছিল।

অল। ভারী শক্তি ত! একেবারে শক্তির জোরে ভিক্ষা!

সুকু। ধন ঐশ্বর্য্য নয়, পদগৌরব মান মর্য্যাদা নয়, অন্যকে পায়ের তলায় ফেলে বড় হবার ক্ষমতা নয়,—প্রেম-ভিক্ষা,—জগতে শ্রেষ্ঠ সার ভিক্ষা, যে ভিক্ষার আশায় দেবতারও দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবার সাধ হয়! প্রেমের ভিক্ষায় "দাও" মানে "নাও"; এ ভিখারী যা চায়, তার অর্থ দয়া-কর, কৃপা কর, করুণা-নয়নে চেয়ে আমার সর্ব্বস্ব নাও, আমায় নাও, আমার "আমিকে" নাও!

অল। বেশ, এখন ত তুমি তিলক-প্রেমে পাগলিনী; প্রদীপটা ঘ'ষে তাঁর প্রেম-ভিক্ষা কর।

সুকু। সে ভিক্ষা ত আমি অনেক দিন পেয়েছি, তিনি ত আমার প্রাণমন।

অল। জীবন যৌবন, স্ত্রীধন, স্থাবর অস্থাবর।

সুকু। যাঃ—সর্ব্বস্ব আমি তাঁকে দিয়েছি, কিন্তু তাতেও ত তৃপ্তি হয়নি! আমি যে, দিয়ে পেতে চাই, শুধু ভালবেসে সুখী নই! ভাল বা'স্‌ব—ভালবা'স্‌বে, এই যে আমার কামনা! ভালবাসার ভোগলালসা যে আমায় আমি-ময় ক'রে রেখেছে! আমি সে-ময় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি-ময়! বোধ হয়, আলাদিনেরও শেষে কখন কখন ভোগেচ্ছা. স্বার্থ চিন্তা আ'স্‌ত, আর অমনি তখনি-তখনি প্রদীপটা চুরি যেত; তবে শুকবলের আংটীটা আঙুলে থাকাতে, আবার সে অমূল্য সামগ্রী ফিরে পেত।

অল। ঘা'ট হ'য়েছে সুকুমার! তুমিই সার্থক লেখাপড়া শিখেছিলে, আমরা খালি মশা-তাড়াতে জগতে এসেছিলেম।

সুকু। লেখাপড়া তোমার চেয়ে কিছু বেশী শিখিনি অলক! তবে তুমি যেমন ব'ল্লে—এক একটা বিষয় মনে ক'রে ভাব্তে ভাব্তে তার ডাল-পালা বা'র কর, আমিও তেমনি ভাবি; তবে কেবল ডালপালায় সন্তুষ্ট না হ'য়ে মাঝে মাঝে শেকড় পানেও তাকাই; ভাবনাটাকে খালি পান্সী চড়িয়ে ঢেউ লাগিয়ে হাওয়া না খাইয়ে, এক একবার অগাধ জলে ডুবিয়ে দিই—

অল। আর নাকানি-চোবানি খাওয়াও।

সুকু। প্রায়ই; তবে কদিচ, কখনও এক আধটা উজ্জ্বল মুক্তা, কি অমূল্য রত্ন এনে দেয়।

অল। ধন্যি মেয়ে যা হ'ক্! পুরুষরা বলে মিথ্যা নয় যে, "মেয়ে জ্যাঠা বড় বালাই!"

সুকু। ভাল কথা কইলে বুঝি জ্যাঠামি হয়? তোর বিয়ে হ'লে তবে স্বামীর সঙ্গে সারা রা'ত্ কি কথা ক'বি?

অল। আমার দায়টা প'ড়েছে! তখন আমার নাক কথা কবে।

সুকু। সে ত রসনায় হরিনাম এলে! তার আগে মেয়ে মানুষের জিভ্ ত আর কু'ড়ের মত চুপ্ ক'রে ব'সে থা'ক্তে পা'র্বে না! কেবল "ভালবাস ত? ভালবাস ত?" ব'লে খেঁচ্কালেও পুরুষের কাণ জুড়ুবে না, আর "বেগুন পুড়িয়েছি, বড়ি ভেজেছি" ছড়া নিত্যি আওড়ালেও তার পেট ভ'র্বে না!

অল। তবে ঝগড়া ক'র্ব!

সুকু। রা'ত্ কাটাবার একটা সুন্দর উপায় বটে; কিন্তু মাঝে-মাঝে মুখ-বদ্লান ত চাই!

অল। তবে—তবে—হ্যাঁ, আর কারুর কথা পেড়ে তার নিন্দে ক'র্‌ব।

সুকু। সে কি ভাল?

অল। চমৎকার! চমৎকার! হালুয়া,—একেবারে কাবুলী হালুয়া,—খেতে খেতে পোষ্টাই! পরনিন্দা করা আর নিজের প্রশংসা শোনা—এর মত সদ্য-ফলপ্রদ পোষ্টাই, ইউনানা—মিশরানি—বিলিতি—কোন চিকিৎসা শাস্ত্রেই নেই! জিভে ঠেকাতে না ঠেকাতেই গায়ে রক্ত হ'তে থাকে,—মন জোলাপ নিয়ে পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে! এই তুই খানিকক্ষণের জন্যে পুরুষ হ' না, আর আমি স্ত্রী হ'য়ে তোকে একটু মহলা দিয়ে শোনাই।

সুকু। নে—থাম্; এখন আমার কিছু ভাল লাগেনা।

অল। হাসাতে ব'ল্‌ছিলি যে, আয়না—চেষ্টা দেখি। নে—শোন্; (অভিমানের ভঙ্গিতে) তুমি বড় নিষ্ঠুর! রোজ রোজ এত রাত ক'রে বাড়ী এস!—নে—উত্তর দে।

সুকু। কি উত্তর দেব?

অল। যা হয় একটা বল্‌না; বল্‌ যে, আমি ত বাড়ী থেকে বা'র-ই হই না!

সুকু। (সহাস্যে) আচ্ছা তাই তাই;—আমি ত বাড়ীর ভেতরই ব'সে থাকি!

অল। (পূর্ব্বভাবে) ও মিছে ব'সে থাকা, তোমার মন ত বেড়াতে যায়! তোমার শরীর নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব?

সুকু। পুড়িয়ে খেলেও খেতে পায়!

অল। দূর! ওটা যে মনে মনে ব'ল্‌বি। শোন্, এইবার ভাল ক'রে উত্তর দিস্।—তুমি আমায় একটুও ভালবাস না!

সুকু। সত্যি ভালবাসি, বড্ড ভালবাসি, একদণ্ড না দেখ্‌লে থা'ক্‌তে পারি না।

অল। তাহ'লে গহনায় আমার গা ভরিয়ে দিতে,—হুঁ—উ—উ।

সুকু। ছি! শরতের চাঁদ কি আবার সোণায় মুড়্‌তে পারি? প্রফুল্ল কমল জরির থলির মধ্যে বন্ধ ক'র্‌তে আছে?

অল। তাই বুঝি একছড়া গলার হারও দাওনা?

সুকু। প্রিয়ে! হারের ব্যবধানও যে আমার সহ্য হয়না! সেই যে,—

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিচ্ছেদভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥

অল। থাম থাম, আর আমার শ্রাদ্ধের মন্ত্র প'ড়্‌তে হবে না; একছড়া সুবিহারের জন্যে আজ দু'বচ্ছর খোসামোদ ক'র্‌ছি!

সুকু। সুবিহার যে এখন বাজারে আসেনি! এই কলাই-শুঁটিটে ফুরিয়ে গেলে, তার পর দু' ছড়া এক ছড়া ক'রে দেখা দেবে।

অল। ঠাট্টা হ'চ্ছে! ঠাকুরঝি চাইলে, কোন্ কালে দিতে!

সুকু। কি?

অল। ঠাকুরঝিকে তুমি আমার চেয়ে ভালবাস।

সুকু। তা, বলত না হয় তোমায়ও কাল থেকে তোমার ঠাকুরঝির মত ভালবাস্‌ব।

অল। তা বৈ কি! তোমার বোন্‌টি এক ধনি! আমায় উঠ্‌তে ব'স্‌তে জ্বালান্!

সুকু। সে কি?

অল। আজ দুকুর বেলা আমায় খেতে ডা'ক্‌লে, তা ভাই, আমি তখন তোমায় একখানা চিঠি লিখছিলেম—

সুকু। কেন, আমি কোন্ চুলোয় গিয়েছিলেম?

অল। ঘরে থা'ক্‌লে কি আর চিঠি লিখ্‌তে নেই? মুখোমুখী কি আর প্রেমের ব্যাখ্যা বেশী ক'রে করা যায়? তা, ব'ল্‌লেম একটু দেরি ক'রে যাচ্ছি,—ওমা! এই আর মেয়ে কোথায় আছে! একেবারে রণবাইচণ্ডী হ'য়ে আমায় যা মুখে এল, দশ কথা শুনিয়ে দিলে!

সুকু। কি রকম?

অল। সে আর লজ্জায় তোমাকে কত ব'ল্‌ব? যা মুখে এলো গালাগা'ল,—এই "রোজ রোজ বেলা ক'রে খেলে পিত্তি প'ড়্‌বে, অসুখ হবে, মাথা ধ'র্‌বে, একে ত কাহিল মানুষ",—হ্যাঁ গা, আমি কাহিল মানুষ?

সুকু। বালাই!

অল। তার পর আমায় আগা-পাছতলা ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিলে!

সুকু। বল কি!

অল। আর ব'ল্‌ব কি! ক'টা পান সেজেছিলেম, তা, শিষগুলো আর সুপুরির কুঁচো-মুচো সব অমনি ঘরের মেজের ছড়াছড়ি হ'য়ে ছিল; আমি ভাই সরল মানুষ, অত ঘর পরের-ঝক্কের করা আমার এসে না; ওমা! ঠাকুরঝি ক'র্‌লে কিনা, কোমরে না কাপড়খানা জড়িয়ে, বারাণ্ডা থেকে ঝাঁটাগাছটা এনে ঝপাঝপ্ ক'রে ঘর ঝাঁট্ দিতে সুরু ক'রে দিলে;—কই, তুমি যে রাগ ক'চ্ছ না?

সুকু। কেন,—কিসের জন্যে?

অল। হুঁ—হুঁ; এতে আর পরের মেয়ে পরিবার নয়? আপনার বোনের দোষ দেখ্‌তে পাবে কেন? ও ঝাঁটা কি ঘরের মেজের প'ড়্‌ল, না আমার পিঠে প'ড়্‌লো?

সুকু। সে তুমি নিজগুণে যা মনে ক'রে নাও।

অল। এখন কি ক'র্‌বে বল? বোন্‌কে নিয়ে সুখে ঘর করনা, আমায় বিদেয় ক'রে দাও!

সুকু। তোমায় বিদেয় ক'র্‌লে এমন ক'রে আমার চোখ ফুটিয়ে দেবে কে? বুকের পাঁজ্‌রা আমার! চৌদ্দপুরুষ আমার! শয্যার সরস্বতী আমার! ঘর ঝাড়ু দেবার অমন নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি না বুঝিয়ে দিলে, আমি ত বোকা মানুষ, সোজাসুজি তোমার উপকারই ক'রেছে মনে ক'র্‌তেম!

অল। ইতি প্রথম রাত্তিরের পালা; "বনিতা-বিনোদ"—"বহিনি বিদায়।" এইবার চল প্রাণনাথ, আমি স্বপ্ন-সুখ-সম্ভোগের জন্য একান্ত অধৈর্য্য হ'য়েছি।

সুকু। তুমি শোওগে না।

অল। জান যে, তা পার্‌ব না।

সুকু। তবে ব'সনা একটু, আর একটা কিছু কথা পাড়।

অল। আর কি কথা? কিছুই ত মনে আস্‌ছে না। শোন বলি, যখন তোমায় ফুলদাদা আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি একটা উপায় ক'র্‌বেন, তখন নিশ্চিন্ত থাক।

সুকু। ভাব্‌ছি—যদি এসে পড়েন!

অল। কে? তিলক ত? ভয় নেই—ভয় নেই, সে কখন-ও আ'স্‌বেনা।

সুকু। (সোদ্বেগে) কেন ভাই! কেন ভাই তুমি অমন কথা ব'ল্‌লে? তবে কি তিনি আমায় ভুলে গেছেন? আমার পত্র পেয়েও আ'স্‌বেন না!

অল। আস্‌লেও ভয়, না আ'স্‌লেও প্রাণ যায়! বিরহ, বলিহারি তোরে! মিলন হ'ল ত ফুরিয়ে গেল! তখন দু'-দণ্ডও চোখের

আড়ও হয়, মনের আড়ও সয়; বিরহে কিন্তু এক তিল মন থেকে তফাৎ নেই, খেতে শুতে ব'স্তে গল্প ক'র্‌তে সে বুকটি জুড়ে ব'সে আছে! আমি তাই বিরহের চোখের জল বড় ভালবাসি।

বাহিরে বিরহ, হৃদে অহরহ, কাঁদিয়ে মধুর সুখ।
চোখেতে চাতকী, চিতে চকা-চকি, উড়ে গে' জুড়েছে বুক॥
বুকে ক'রে তারে, ফিরি দ্বারে দ্বারে, যেখানে বসাই বসে।
সখীগণ সনে, থাকি আলাপনে, তা'র কথা কাণে পশে॥
মুদিয়া নয়ন, করি গো শয়ন, ভাবিতে ভাবনা ভরে।
ঘুমাতে যতন, দেখিতে স্বপন, সে শোবে গলাটি ধ'রে॥
পলে-পলে নব, মজা অনুভব, এ মজা বুঝাব কা'য়।
"হারাই হারাই," মন-মাঝে নাই, নাহি অবসাদ দায়॥
রহরে বিরহ, আমরণ রহ, আমারে সে-ময় ক'রে।
চোখো-চোখি হ'তে, এ হারাণো পথে, অভাবে স্ব-ভাব ধ'রে—
থাকি গো নেশার ভরে॥

(পশ্চাতে নিকুঞ্জমধ্যে বৃক্ষপত্র ঘর্ষণ ও পদশব্দ)

সুকু। ও কি!

অল। কি হ'ল?

সুকু। ঐ পিছনে—শুন্‌তে পাস্‌নি? বাগানে কিসের যেন পায়ের শব্দ হ'ল?

অল। রাত্তিরে অমন কত জানোয়ার-কানোয়ার বেড়াচ্ছে, দরজাটা বন্ধ ক'রে দিই।

সুকু। না না—এ দরজা নয়, এ দরজা নয়; বরং ওদিক্‌কার কপাটটা দিয়ে আয়, কেউ না হঠাৎ এসে পড়ে।

অল। কেন?

সুকু। বুঝি বা—বুঝি বা—অলক! প্রাণের সখী আমার!—ঐ—আবার পায়ের শব্দ! ক্রমে কাছে আ'স্‌ছে,—কি হবে ভাই?

অল। চোরের ভয় ক'র্‌ছ? ধনুকটা পেড়ে গুল্‌তি নিয়ে দাঁড়াব নাকি? অলক সে মেয়ে নয়!

সুকু। সখি, তিনি; আমায় মনে প'ড়েছে,—সে বাঁশী তিনিই বাজাচ্ছিলেন।

অল। (সহাস্যে) বুঝিছি—বুঝিছি; শিকারী হরিণের সন্ধান পাবার আগেই হরিণ শিকারীর গন্ধ পায়!

সুকু। হা'স্‌ছিস্ কি!

অল। এমন মজা—হাস্‌ব না?

(সুরে) "নিকটে শ্যামের ঘ্রাণ, বিভোর ক'রেছে প্রাণ,
বঁধু-গন্ধে অন্ধ রাধা দৃষ্টি নাহি চলে।
তিলেক অলস ছাড়ি, এস সখা আগুবাড়ি,
চলিবে সে কেলিকুঞ্জে বাহু বেড়ি গলে॥
কলঙ্কের অলঙ্কার, ক'রেছি কেশের হার,
লাজ ভয় জাতিকুল গিয়েছে রাধার॥"

(শেষ চরণ গাহিবার সময় নিকুঞ্জ-দ্বার দিয়া তিলকের প্রবেশ
ও সুকুমারের শঙ্কায় লজ্জায় অবগুণ্ঠনে বদনাচ্ছাদন
ও অলকার হঠাৎ গীত বন্ধ করিয়া সচকিতে
"ও মা!" বলিয়া পলায়নোদ্যম)

সুকু। তোমার পায়ে পড়ি, যেওনা সখি! তোমার পায়ে পড়ি, যেওনা।

তিল। আপনার গীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের আশ্বাস পেয়েই আমি এখানে প্রবেশ ক'র্‌তে সাহস পেয়েছি; আপনি চ'লে যাচ্ছিলেন কেন?

অল। (কৃত্রিম অপ্রতিভ ভাবে) আজ্ঞে, আমি অবলা।

তিল। তাই ধনুর্ব্বাণ ধ'রে চোর তাড়াতে চাচ্ছিলেন? কই, চোর ত উপস্থিত, একটা গুল্‌তি ছাড়ুন!

অল। যাঁর অস্ত্রের মধ্যে ফুলবাণ, লক্ষ্যের মধ্যে রমণী-হৃদয়, তাঁর দুর্ব্বল দেহে আমার গুল্‌তি নষ্ট করিনা।

তিল। ফুলবাণ কি আপনার পক্ষে এতই হীনাস্ত্র?

অল। আমায় "আপনি" ব'ল্‌বেন না, আমি পরিচারিকা—দাসী।

তিল। অসম্ভব! কিন্তু তাহ'লেও যে এ দাসীর দাস হবে, সে অতি ভাগ্যবান্ পুরুষ!

অল। মিষ্ট কথায় আমার মনোরঞ্জন ক'র্‌তেই কি আপনার এখানে আসা হ'য়েছে?

তিল। নিমন্ত্রণ ক'রে এনে কেউ যদি অতিথির আদর না করে, তা হ'লে—

অল। চাকর-বাকরদের ঘর থেকে তামাক-টামাক খেয়েই কেউ'য়ের' বাড়ী পরিত্যাগ করা বই অতিথির আর গতি কি?

সুকু। তুমি—তুমি—হঠাৎ—

তিল। হঠাৎ?

সুকু। এখানে—

তিল। এখানে?

সুকু। অ অলক!

অল। আবার অলক কেন? কথা-কথা ক'রে আমায় পাগল ক'রে তুলেছিলে, এখন ত কথা কইবার লোক এসেছে; কত কথা কইবে, কওনা।

সুকু। অলক, কথা কওনা ভাই!

অল। আমার কথা কইতে হবে? আচ্ছা; আপনার পথে আস্‌তে কোন কষ্ট হয়নি?

তিল। উড়ে আস্‌তে পারিনি, এই যা কষ্ট।

অল। অভ্যাস না রাখায়, আগেকার মত এখন লম্ফ দিতেও পারেন না বোধ হয়?

সুকু। ঠাট্টা রেখে, কাজের কথা কও না।

অল। ঠিক ঠিক। (দ্রুত কথন) আপনাদের ওখানে আজকাল গম টাকায় ক'সের? প্রজারা দস্তুরমত লাঠি জুতো আহার ক'র্‌ছে ত? সেই অরদা গাইটে কত ক'রে দুধ দিচ্ছে? এবার আপনাদের গ্রামে ভূমিকম্পের দিন-স্থির হ'য়েছে কবে? মাঝে-মাঝে একটু ক'রে আলুই খাবেন, তাহ'লে আর দাঁত ওঠবার সময় তড়কা হবেনা; এখন আপনাকে কাজল পরিয়ে দেয় কে? আপনার সেজো স্ত্রীর সাধের সময় বৃষ-উচ্ছুগ্‌গু হবে ত? আমরা নেমন্তন্ন—

সুকু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রঙ্গ হ'চ্ছে! আর ওদিক্‌কার কপাটটা যে—

অল। হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধ ক'রে দিই গে; আমার মুখে আগুন্! প্রেমের পাঠশালে কখন কি প'ড়েছি, যে, এ সময় স'রে যেতে হয় তা জান্‌ব! (অপসরণ)

সুকু। যাস্‌নে যাস্‌নে—

অল। অর্থাৎ শীগ্‌গির আসিস্‌নে আসিস্‌নে। [প্রস্থান।

তিল। সু!

সুকু। তুমি কেন এলে?

তিল। তোমার পত্র পেয়ে।

সুকু। সে পত্র আমি ভুলে—সে আমি একটা পাগ্‌লামী ক'রেছিলেম।

তিল। আমিও পাগল, পাগল পরিহাসকেও সত্য মনে করে। বিশেষ তোমার ঐ সখীর মত তোমার কথার সুন্দর টীকা ক'র্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার 'আবাহন' মানে যে 'বিসর্জ্জন' তা আমি—

সুকু। বিসর্জ্জন? তোমার বিসর্জ্জন!

তিল। তাইত দে'খ্‌ছি!

সুকু। তিরস্কার কর! আমি অপরাধী, আমায় তিরস্কার কর!

তিল। আমি এত নিষ্ঠুর কিসে অনুমান ক'র্‌লে?

সুকু। আমায় ক্ষমা কর, তোমায় অনর্থক কষ্ট দিয়েছি।

তিল। ভিখারীর আশার শেষ নাই, কিন্তু একটু পথ-পর্য্যটনের বিনিময়ে পলমাত্র বৈজয়ন্ত-বাসও কি যথেষ্টাধিক পুরস্কার নয়? সুকুমার! এই বিজন জীবন আমি আর কত দিন যাপন ক'র্‌ব? সংশয়ের উৎপীড়ন আর কত কাল সহ্য ক'র্‌ব; অনুমতি দাও, তোমার পিতামহ মহাশয়ের কাছে আমি প্রকাশ্যে প্রস্তাব করি।

সুকু। তিনি কি প্রকৃতির লোক, তা ত সব শুনেছ?

তিল। তোমার ফুলদাদার কাছে আরও বিশেষ ক'রে এখন শুন্‌লেম; তিনি—

সুকু। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে? আঃ বাঁচলেম্! তিনি যা বলেন, তাই কর; তোমায় মিনতি করি, ফুলদাদা যা বলেন, তাই কর।

তিল। তাঁর সঙ্গে এখন-ও আমার বেশী কথাবার্ত্তা হয়নি; তোমায় একবার দেখ্‌বার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে আমি লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।

সুকু। তবে সেখানে যাও, আমায় বাঁচাও! আমি যে কি উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌ছি, তা ব'লে আর তোমায় অসুখী ক'র্‌ব না; (মধুর মিনতি) যাও!

তিল। এত দিনের পর—সুকুমার, এত দিনের পর দেখা—আর তুমি আমায় একটি শুষ্ক "যাও" ব'লে বিদায় দিচ্ছ!

সুকু। (কাতর্য্য-কম্পিত করুণস্বরে) আমি যে "থাক" ব'লবার দিন পাচ্ছিনা; (রুদ্ধকণ্ঠে) আজ যদি মা থা'ক্তেন—

তিল। কেঁদনা সুকু! (নিকটে গিয়া হস্ত ধারণ) তুমি কাঁদলে আমি—

সুকু। (হাত ছাড়াইয়া) আস্‌ছি। [প্রস্থান।

তিল। অশ্রু! তুমি নারীর নয়নে দ্রবময়ী করুণা! তুমি তরল মুক্তাফল! তুমি স্বর্গচ্যুত নীহার-কণা! তোমায় দেখলে প্রাণ পাগল হয়, অথচ বুক ফেটে যায়! চ'লে গেল কেন? হাত ধ'রেছিলেম, তারই কি মিষ্ট ভর্ৎসনা! তাই;—এই যে, এবার সখী-সঙ্গে। (অলকার সঙ্গে সুকুমারের পুনঃ প্রবেশ) আমি কিছু অপরাধ ক'রেছিলেম?

সুকু। (সলজ্জ হাস্যে) না!

অল। গুরুতর অপরাধ ক'রেছেন।

তিল। কিসে?

অল। অপরাধের ওপর অপরাধ না ক'রে! লজ্জা-শীলার লজ্জা ভাঙ্‌তে বারবার অপরাধ ক'র্‌তে হয়।

তিল। আপনি কি ক'রে জা'ন্‌লেন?

সুকু। নিজের মন দিয়ে।

অল। তাই ত, আমার যদি কখন-ও প্রণয় হয়—

সুকু। যেন হয়নি!

অল। তোমার জয়-জয় হ'ক! আমার মধু-সখা বারবার এত অপরাধ ক'রবে যে, যেন আমি তাকে যাবজ্জীবনের জন্ত কারাদণ্ড দিতে পারি।

তিল। আমিও পাগল, পাগল পরিহাসকেও সত্য মনে করে। বিশেষ তোমার ঐ সখীর মত তোমার কথার সুন্দর টীকা ক'র্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার 'আবাহন' মানে যে 'বিসর্জ্জন' তা আমি—

সুকু। বিসর্জ্জন? তোমায় বিসর্জ্জন!

তিল। তাইত দে'খ্‌ছি!

সুকু। তিরস্কার কর! আমি অপরাধী, আমায় তিরস্কার কর!

তিল। আমি এত নিষ্ঠুর কিসে অনুমান ক'র্‌লে?

সুকু। আমায় ক্ষমা কর, তোমায় অনর্থক কষ্ট দিয়েছি।

তিল। ভিখারীর আশার শেষ নাই, কিন্তু একটু পথ-পর্য্যটনের বিনিময়ে পলমাত্র বৈজয়ন্ত-বাসও কি যথেষ্টাধিক পুরস্কার নয়? সুকুমার! এই নিৰ্জ্জন জীবন আমি আর কত দিন যাপন ক'র্‌ব? সংশয়ের উৎপীড়ন আর কত কাল সহ্য ক'র্‌ব; অনুমতি দাও, তোমার পিতামহ মহাশয়ের কাছে আমি প্রকাশ্যে প্রস্তাব করি।

সুকু। তিনি কি প্রকৃতির লোক, তা ত সব শুনেছ?

তিল। তোমার ফুলদাদার কাছে আরও বিশেষ ক'রে এখন শুন্‌লেম; তিনি—

সুকু। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে? আঃ বাঁচলেম্! তিনি যা বলেন, তাই কর; তোমায় মিনতি করি, ফুলদাদা যা বলেন, তাই কর।

তিল। তাঁর সঙ্গে এখন-ও আমার বেশী কথাবার্ত্তা হয়নি; তোমায় একবার দেখ্‌বার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে আমি লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।

সুকু। তবে সেখানে যাও, আমায় বাঁচাও! আমি যে কি উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌ছি, তা ব'লে আর তোমায় অসুখী ক'র্‌বনা; (মধুর মিনতি) যাও!

তিল। এত দিনের পর—সুকুমার, এত দিনের পর দেখা—আর তুমি আমায় একটি শুষ্ক "যাও" ব'লে বিদায় দিচ্ছ!

সুকু। (কাতর্য্য-কম্পিত করুণস্বরে) আমি যে "থাক" ব'ল্‌বার দিন পাচ্ছিনা; (রুদ্ধকণ্ঠে) আজ যদি মা থা'ক্‌তেন—

তিল। কেঁদনা সুকু! (নিকটে গিয়া হস্ত ধারণ) তুমি কাঁদলে আমি—

সুকু। (হাত ছাড়াইয়া) আস্‌ছি। [প্রস্থান।

তিল। অশ্রু! তুমি নারীর নয়নে দ্রবময়ী করুণা! তুমি তরল মুক্তাফল! তুমি স্বর্গচ্যুত নীহার-কণা! তোমায় দেখলে প্রাণ পাপশূন্য হয়, অথচ বুক ফেটে যায়! চ'লে গেল কেন? হাত ধ'রেছিলেম, তারই কি মিষ্ট ভৎর্সনা! তাই;—এই যে, এবার সখী-সঙ্গে। (অলকার সঙ্গে সুকুমারের পুনঃ প্রবেশ) আমি কিছু অপরাধ ক'রেছিলেম?

সুকু। (সলজ্জ হাস্যে) না!

অল। গুরুতর অপরাধ ক'রেছেন।

তিল। কিসে?

অল। অপরাধের ওপর অপরাধ না ক'রে! লজ্জা-শীলার লজ্জা ভাঙতে বারবার অপরাধ ক'রতে হয়।

তিল। আপনি কি ক'রে জা'নলেন?

সুকু। নিজের মন দিয়ে।

অল। তাই ত, আমার যদি কখন-ও প্রণয় হয়—

সুকু। যেন হয়নি!

অল। তোমার জন্ম-জন্ম হ'ক! আমার মধু-সখা বারবার এত অপরাধ ক'রবে যে, যেন আমি তাকে যাবজ্জীবনের জন্য কারাদণ্ড দিতে পারি।

তিল। তাহ'লে কোন্ অপরাধে এ অপরাধী কারাবাসের মর্য্যাদায় বঞ্চিত ?

অল। ছিঁচ্‌কে চোরকে দু'এক ঘা বেত দিয়েই ছেড়ে দিতে হয়।

সুকু। ফুলদাদা বোধ হয় তোমায় না দে'খ্‌তে পেয়ে ভাব্‌ছেন।

তিল। বুঝেছি, এখানে আমার আর অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়।

সুকু। ও অলক! বল্‌না ;—আমি কি ইচ্ছা ক'রে যেতে ব'ল্‌ছি!

অল। কিগো ম'শাই, শুন্‌তে পেয়েছেন, না, আমায় আবার প্রকাশ ক'রে ব'ল্‌তে হবে ?

তিল। তবে সুকুমার, বিদায় হই, তুমি সুখে থাক। আমি এখান হ'তে আজই যাব।

সুকু। (অলককে গাঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া করুণাগ্রহে) না না, যাবে কেন ? আমি তা বলিনি, এখান থেকে এখন,—কিন্তু এখান থেকে নয়,—যেওনা, না না!

অল। ওলো ছাড়্ ছাড়্—"আমি!" চেপে মেরে ফেল্‌বি নাকি! ওলো আমি লো আমি—একটা মাগী! "অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ"—

তিল। (মাধুর্য্য-দর্শন-মোহিত-কণ্ঠে) "অহো সমানবয়োরূপরমণীয়ং সৌহার্দ্দমত্রভবতীনাম্"!

অল। (পরিহাস-হাস্যে) কি ? কোন্‌টিকে চাই, ঠিক ক'র্‌তে পা'চ্ছেন না ? না, মনে মনে আপ্‌শোষ হ'চ্ছে ? ভাব্‌ছেন ?—

কেননা হইনু আমি প্রেয়সীর সখী রে।
বিনা প্রেম-নিমন্ত্রণ, করিত সে আলিঙ্গন,—

তা, কি জানেন, আমার প্রতি এ অনুরাগ-প্রকাশটা মোক্তারনামার ঢেরা-সই বই আর কিছুই নয় ; বু'ঝ্‌তেই তো পা'র্‌ছেন ?

"বিনয়-বারিত-বৃত্তিরতস্তয়া
ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ।"

সুকু। যাও—ছিঃ! অমন ক'র্‌লে আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

তিল। না না, তুমি থাক; আমিই যাচ্ছি। (গমনোদ্যত)

সুকু। তা—কি? আমি কি যেতে ব'ল্‌ছি?

তিল। থা'ক্‌তেও ত ব'ল্‌ছো না?

সুকু। ব'ল্‌তে কি আছে! হাঁ। অলক?

অল। অলকের ত আর হামেসা নায়কের সঙ্গে গোপন-আলাপ করা অভ্যাস নেই, যে এসব ব্যবস্থা দেবে।

সুকু। এখন অনুযোগ হ'চ্ছে, আর পত্র লিখ্‌তে তুমিই ত পরামর্শ দিয়েছিলে!

অল। সুভদ্রা-হরণের পরামর্শও :দিয়েছিলেম, কিন্তু তখন ত জা'ন্‌তেম না যে, বিরাট-রাজ্যে যাবার আগেই অর্জ্জুন বৃহন্নলা হ'য়েছিলেন, আর সুভদ্রা এমন অভদ্র।

সুকু। (সবিস্ময়ে) কিসে?

অল। ভদ্রলোককে একবার ব'স্‌তেও বল্‌লে না!

সুকু। (ঈষৎহাস্যে) যাকে দেখেই হৃদয় অবশ হ'য়েছে, তাকে বসাই কোথা!

অল। শুন্‌ছেন?

তিল। আপনাদের বিরাট বিদ্যা দেখে, অর্জ্জুন সত্যই বৃহন্নলা হ'য়ে গেছেন; তা, শুন্‌বই বা কি, আর বুঝ্‌বই বা কি!

অল। স্ত্রীলোক একটু-আধটু প'ড়েছি ব'লে, বিদ্রূপ ক'র্‌ছেন?

তিল। বিদ্রূপ করিনি, অবাক্‌ হ'য়েছি! এত বিদ্যার সঙ্গে এত মাধুর্য্য—এত কোমলতা—এত রমণীয় রমণীয়তা থা'ক্‌তে পারে!

অল। কেন, বিদ্যা শিখ্‌লে স্ত্রীলোক কি কঠিনা হয়?

তিল। অন্ততঃ আমি মনে ক'র্‌তেম—অধিক বিদ্যা শিখ্‌লে স্ত্রীলোক পুরুষভাব পায়।

অল। সে বিদ্যা শিখ্‌লে নয়, বাক্য শিখ্‌লে। স্নেহ-তরল জলে কল্পনা-শতদল-দলে ব'সে যিনি জ্যোৎস্নাজাল-বিকাশিনী বীণার মধুর আলাপে ত্রিভুবন বিমোহন করেন, সেই সরস্বতীর চরণছায়া কি ললনাকে কঠিনা ক'র্‌তে পারে?

সুকু। (আনন্দ-গর্ব্বে) অলক আমার স্নেহের কোমল প্রতিমা!

তিল। অমূল্য রত্ন! রাজ-রাজেশ্বরের চিরবাঞ্ছিত এ পদ্মকান্তমণি তুমি কোথায় পেলে সুকুমার? যে ভাগ্যবানের গৃহ ইনি আলো ক'র্‌বেন, তিনি সত্য সত্যই "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" পাবেন!

অল। আর সুকুমার?

তিল। ওঁকেত পূর্ব্বেই জেনেছি; "বক্ত্রাম্ভোজং সরস্বত্যধিবসতি সদা"!

অল। মুখে সরস্বতী, কিন্তু অন্তরে কমলা—

তিল। (ঈষৎহাস্যে) চঞ্চলা।

অল। যৎকিঞ্চিৎ; কিন্তু নারায়ণের চরণ-সেবা-পিপাসিনী।

তিল। তা যত, তা নারায়ণই জানেন।

অল। ধৈর্য্য ধরুন, পরিশ্রম করুন; সমুদ্র-মন্থন না ক'র্‌লে কি লক্ষ্মী লাভ হয়? অতুল ঐশ্বর্য্য কি ছুটো-একটা নিঃশ্বাস ফেলে আর বাঁশী বাজিয়ে পাওয়া যায়?

সুকু। (ঈষৎহাস্যে) আমরা তোমার বাঁশী শুন্‌তে পেয়েছিলেম, আমি [illegible]ও পেয়েছিলেম।

অল। বাকি কেবল অভিসার।

সুকু। তোর কেবল ঐ সব! এখানে রঙ্গ ক'চ্ছিস্, ওদিকে পিসীমা হয় ত—

অল। যাব ওদিকে ?

সুকু। না, না, তুমি যেওনা ; কিন্তু—

তিল। আমিই যাচ্ছি ; কেবল ব'লে দাও সুকুমার, মনে কি সান্ত্বনা নিয়ে যাব ?

সুকু। দাদাম'শায় আজকাল যেন আমায় আরও ভালবাসেন।

তিল। তাই তোমার জন্যে একটি বেশ সেকেলে বর খুঁজ্ছেন! আর তোমার যে রকম পুরাণে ভক্তি, অমন এক—

সুকু। (অভিমানে ও রোষে) আমি দাদাম'শায়ের মনে কখনও কষ্ট দিতে পা'র্ব না।

তিল। (অভিমানে) তাতে আর একজন মরে মরুক,কি উচ্ছন্নই যা'ক্ !

সুকু। ছি! তুমি বড় কঠিন!

তিল। (উত্তেজিত অভিমানে) নিশ্চয়! নইলে—"দলতি• হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং'—এ হৃদয় এত দলিত হ'য়েও চূর্ণ বিচূর্ণ হ'চ্ছেনা কেন? অন্তর্দাহে দিবানিশি দগ্ধ হ'য়েও ভস্মীভূত হ'চ্ছে না কেন! তোমার—না বিধাতার মর্ম্মচ্ছেদী প্রহারে অনবরত জর্জ্জরিত হ'য়েও এ পাপ প্রাণ এখন-ও বিনষ্ট হ'চ্ছেনা কেন!

সুকু। (সজল-নয়নে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে অলকের কণ্ঠাবলম্বন করিয়া) অলক, আমি কি ক'র্লেম ? কেন এমন কথা ব'ল্লেন! (তিলকের প্রতি) তুমি অমন ক'র না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় মাপ কর ; অমন কাতর চোখে আমার পানে চেয়োনা! আমায় বিশ্বাস কর, আমি সুখে নেই!

তিল। তুমি সুখে নেই? সুন্দর সান্ত্বনা ত!

সুকু। তবে কি ব'ল্‌ব! ও অলক, কি ব'ল্‌ব?

অল। বল—যারে অন্তরের অন্তরে ভালবাসি, সে আমার বিরহে যন্ত্রণা পায়, নারী-জীবনে এটি বড় সুখের বেদনা! বড় মধুর মোহ! এটি নারীর পরম সৌভাগ্য, দুর্লভ দুঃখ। পুরুষের কি, তা জানি না; তবে প্রাণেশ্বর-ম'শায়দের এইটুকু ব'ল্‌তে পারি যে, তুমি যতদূর মুখ ফুটে ব'লেছ স্ত্রীলোক তার চেয়ে আর বেশী কিছু পারেনা;—"এতদেব কামফলং যত্নফলমস্তৎ।"

তিল। আর কি যত্ন ক'র্‌ব? রায়সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে বল, ক'র্‌তে পারি।

সুকু। সর্ব্বনাশ! না না—

তিল। (ঔদাস্যের হাস্য) একেই বলে স্ত্রী-চরিত্র! পিতামহের অনুমতি চাই, কিন্তু অনুমতি-প্রার্থনায় নিষেধ!

অল। অমন সুন্দরী যুবতী নাৎনী, অম্‌নি দাও ব'লে গিয়ে দাঁড়ালেই কি বুড়ো ছেড়ে দেবে? বুড়ো আর ছেলে দুই সমান; একটা খেল্‌না হাতে দিয়ে তবে আর একটা ভুলিয়ে নিতে হয়।

সুকু। হ্যাঁ, এই অলকের মত একটি রাঙা ঝুম্‌-ঝুমি পেলে।

অল। আ পোড়া! আমার কড়াই কোথা হারিয়ে গেছে! এখন অলক ফাঁকা, আর ঝুম-ঝুম-ক'রে বাজেনা!

সুকু। (তিলকের প্রতি) ফুল-দাদার ওপর সব নির্ভর কর, তিনি বড় বুদ্ধিমান্‌, তিনি মনে ক'ল্লে অলকের কড়াই-কুড়োন চোরকেও ধ'রে দিতে পা'র্‌বেন; আর—আর—

অল। আর দাদার আঁধার-ঘরের মাণিক-চুরির কৌশলও শিখিয়ে দিতে পা'র্‌বেন।

তিল। বাস্তবিক অনেক বিলম্ব করিছি, ফুলচাঁদবাবু কি মনে ক'চ্ছেন। তবে আমি যাই—

সুকু। আসি ব'ল্‌তে হয়; এস—

তিল। দেখ, তোমায় আমি বড় ভালবাসি, তুমিও আমায় একটু—একটুখানি বে'সো।

সুকু। দেখ্‌না অলক!

তিল। (অলকের প্রতি) আসি সুন্দরি!

অল। মনে ক'রেছেন বুঝি, আমিও আপনাকে সুন্দর ব'ল্‌ব?

তিল। (সহাস্যে) কেন, আমি কি সুন্দর নই?

অল। না, পরপুরুষগুলো বড় কুৎসিত!

[তিলকের প্রস্থান।

সুকু। (অভিভূতপ্রায়) এ কি হ'ল! অলক! অলক! কৈ তুমি?

অল। (নিকটে গিয়া) এই যে ভাই!

সুকু। চোখে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনা কেন?

অল। চাঁদ যে আজকের মত ডুবে গেল!

সুকু। সে কি? এরই মধ্যে আজ জ্যোৎস্না গেল?

অল। না, জ্যোৎস্না বেশ ফুট্‌-ফুট্‌ ক'চ্ছে! কিন্তু চাঁদ চ'লে গেছে! আয়, আমার কাছে আয় দিদি!—লক্ষ্মীটি আমার! (বাহু-পাশে গ্রহণ)

গীত।

দেখিতে দেখিতে শশী কোথা গেল মসী ঢেলে।
কুমুদী মুদিত-মুখী, মৃণাল পড়িল হেলে॥
ও নহে নীহার-হার, বিরহের অশ্রুধার,
অনিলে দোলেনা দল, হতাশের শ্বাস ফেলে॥

সুমুখে সবিতা-বঁধু, অলিরে পিয়ায় মধু,
তবু সে নলিনী সনে সারাদিন হাসে খেলে॥
কিন্তু যে ঘোম্‌টা খুলে, ভ্রমরে হেরে না ভুলে,
সুখে ভাসে প্রতি মাসে একরাতি পতি পেলে;—
সে সতীরে দেখা দিতে বিধু শুধু এলে গেলে॥

(গায়িকাগণের প্রবেশ ও গীত)

সখি চিরদিন সমান না যায়।
দ্বিতীয়ার উদয় আজি, হবে পূর্ণিমা ত পুনরায়॥
প্রেমে একটু বিচ্ছেদ ভালো, নিশার শেষে উষার আলো,
কালোর কোলে লালের জলুস্ বাহবা কি মানায়॥
উপবাসের মুখে আহার, চমৎকার কি স্বতার তার,
আর খাটার পরে ছুটির মজা কুড়ের বোঝা দায়;—
লোকের চোখের জলের পাছু-পাছু হাসির লহর ধায়॥



তৃতীয় অঙ্ক।

—:•:—

প্রথম দৃশ্য।

অর্দ্ধচন্দ্রাকারে মন্দিরশ্রেণীমধ্যে নবরত্ন দেবালয়, পশ্চাতে গ্রামবিশিষ্ট প্রান্তর, তৎপরে দূরে বনাবৃত গিরিমালার দৃশ্য, সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে মেলাস্থল;—কৃষি এবং গ্রাম্য ভদ্র সৌখীন শিল্প-জাত দ্রব্যাদির বিপণিসারি; বিবিধ প্রিয়-পোষা পক্ষী বহুল পরিমাণে প্রদর্শিত; গ্রাম্য, পাহাড়ী, ভদ্র নরনারী ও সন্ন্যাসী ফকিরের জনতা।

—:•:—

(পাখী ও পাখীর পালক বিক্রেতা পাহাড়ীগণের গীত)

উড়্ চলে চিড়িয়া বড়ি বড়িয়া বোলে মিঠি মিঠি।
দোঠো বৈঠে কোঠে পর লাগায় খিটি মিটি॥
লাল ফুল বেল্ পর্ ঝমকে,
দোলে বুল্ বুল্ পালক চমকে,
(শীষ) সি-সি-সি-সি-সি-লাগাওয়ে সিটি॥

এসা মুনিয়া নেহি দেখা কভি,
ছোটি ছোটি পর্‌ বুটিদার ছবি,
বোলে মিঠি টিট্‌ টিট্‌ টিট্‌ টিটি টিট্‌ টিটি টিট্‌ টিটি॥

(পেয়াদা বরকন্দাজাদি সঙ্গে রায় দর্পনারায়ণ ও ফুলচাঁদ বাবু এবং ভজনলালের প্রবেশ)

বরকন্দাজ। হট্‌ যাও হট্‌ যাও, হুজুর আতা, রায় সাহেব মালিক জমীদার হাকিম বাহাদুর তস্‌রিপ লেনে আতা, হটো সব বেকুব, গাঁওয়ার। (হুঙ্কার প্রদান করিতে করিতে লোকজনকে ধাক্কা দেওন)

ফুল। আরে কি করহে ভজনরাম? আমোদ ক'র্‌তে এসে লোকজনকে মা'র্‌-ধো'র্‌ কেন?

ভজ। আজ্ঞে, জমীদার হাকিম আস্‌ছেন, দু এক ঘা না দিলে লোকে ভয় পাবে কেন?

ফুল। কেন, জমীদার ত আর বাঘ নয়, আর হাকিম হ'লেই ত খ্যাপা কুকুর হয়না, যে, লোকজন ভয়ে না পালালে উপস্থিতি মঞ্জুর নয়!

ভজ। আজ্ঞে, আপনি বুঝ্‌তে পা'র্‌ছেন না; এটা হ'চ্ছে রাজার মর্য্যাদা। লোকের ওপর একটু তম্বি তম্বা না ক'র্‌লে কি রাজা-রাজ্‌ড়ার ইজ্জৎ বজায় থাকে?

ফুল। (উচ্চহাস্যে) হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ! না আঁচড়ালে কাম্‌ড়ালে সাদা সিধে ভদ্রলোকে আর তালুকদারে জমীদারে কি তফাৎ, তা লোকে বুঝ্‌বে কেমন ক'রে!

দর্প। তুমি অত হাস কেন? হ্যাঁ ফুলচাঁদ বাবু, তুমি অত হোঃ হোঃ ক'রে চেঁচিয়ে হাস কেন? তাই তুমি বিষয় সম্পত্তি বাড়াতে পার্‌লে না! অত যে হাসে, সে কি টাকা ক'র্‌তে পারে?

ফুল। বটে! টাকার অনেক ক্ষমতা জানা ছিল, কিন্তু ধন যে

লোকের হাসি কেড়ে নিয়ে মুখ পুড়িয়ে দিতে পারে, তা জা'নৃতেম না! এখন আসুন, সব কত কি জিনিস পত্র এনেছে দেখা যাক্। আমি ত সুকুমারের জন্ত দু'একটা ভাল পাখী কিনে নিতে ব'লে দিয়েছি; আপনি কিছু নেবেন না?

দর্প। ও সব বাজে জিনিস না কিনে, সে পয়সা ভিখারী কাঙালকে দেওয়া ভাল।

ফুল। তাদের ত দেবেনই; কিন্তু এই সব সৌখীন শিল্পীদের ব্যবসা মাটি ক'রে, ভিখারী কাঙালের দল বাড়িয়ে, কি এমন সৎকাজ হবে!

ভজ। হুজুর! শুন্লেম, কে একজন বড়লোক নাকি মেলা দেখ্তে এসেছেন; অনেক দুঃসাধ্যি রোগের দাওয়াই খয়রাৎ ক'চ্ছেন।

দর্প। (সৌৎসুক্যে) কে? কে? কোন সন্ন্যাসী?

ভজ। আজ্ঞে না হুজুর! শুনছি,—ইনি একজন বড়লোক, বেশ দৌলৎমন্দ মালদার আদ্‌মী, কোন সাধুর কাছ থেকে নাকি অনেক আজব এলেম শিখেছেন, ভারি হুনর।

দর্প। তবে আমার এখানে আন্‌লে কেন? চল চল—তার সঙ্গে দেখা করিগে, ধ'রে রা'খ্‌তে হবে, যেন না পালায়।

ভজ। ব্যস্ত হবেন না, দারোগাকেও ব'লে দিইছি, চৌধুরীকেও ব'লে দিইছি, ঠিকঠাক সব সন্ধান এনে দেবে।

ফুল। দেখুন দেখি রায়সাহেব! মেলায় আস্‌তে চান্‌নি, আর এখন ভগবান্ বুঝি এই খানেই আপনার আশা পূর্ণ করেন। তাহ'লে গরিব-দের একটু আনন্দ করিয়ে দিন্, জিনিষপত্র কিনুন—গানটান শুনুন।

দর্প। তা—তা—দেওয়ানজী, সবারই কাছে কিছু কিছু সওদা নাও,—আর গান কি জান?—ওটা থাক্, এখনি কতকগুলো ভিড় জ'মে যাবে।

ভজ। যো কি! চৌধুরীর চাকরীর ভয় নেই? হুজুর আ'সবেন শুনেই, সে আজ ঐ মাঠের ধার থেকেই লোকজন আসা আটকেছে। দেখছেন না, মেলাতলায় তেমন ভিড় নেই? অন্যদিন এমন সময় লোকের গাঁদি লেগে যায়।

ফুল। কাজটা ভাল হয়নি দেওয়ানজী, লোকের ভিড়েই মেলার আমোদ! নইলে এ শ্মশান দেখে সুখ কি? চৌধুরীকে বল, লোক ছা'ড়তে।

দর্প। না না ফুলচাঁদ বাবু, আমি ত বেশীক্ষণ থা'কব না, তার পর যত লোক খুসী, আসে আ'সবে।

ফুল। তবে তাই হ'ক্। (জনৈক কৃষক-বধূকে লক্ষ্য করিয়া) বলি, ও সুন্দরী—

দর্প। হ্যাঁ, ওকে আবার সুন্দরী! হাল্‌কা হও কেন?

ফুল। সুন্দরী নয়! দেখুন দেখি? "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি." জানেন ত? বলি, হ্যাঁগা লক্ষ্মী, তুমি কি এনেছ? পাখী নাকি?—কি পাখী?

কৃ-ব। (বিহসিত ব্রীড়া-সহকারে) পাপিয়া আছে বাবু সাহেব, বড় মিষ্টি আওয়াজ! বলে "চোখ গেল" "চোখ গেল" "চোখ গেল"। লেও বাবু, হামার পাপিয়া, দোগণ্ডা ঢেপুয়া দে দেও।

ফুল। আচ্ছা তা হবে; আগে তোমার পাখীর একটু বয়ান শোনাও।

কৃ-ব। (কটাক্ষযুক্ত স্মিতমুখে সৌষ্ঠবান্বিত ভঙ্গিতে) হামি কি গান গাইতে জানে বাবুজী!

দর্প। (জনান্তিকে) হুঁ! হুঁ! এ যে দেখছি আমীরের ঘর থেকে পাড়াগেঁয়ে চাষার ঘর সব সমান; ছুঁড়ীদের চংটুকু সব জায়গায়ই আছে দেখ্‌তে পাই।

ফুল। না না, ওরা বড় সরলা, মনে কোন পাপ নেই।

দর্প। তা বুঝেছি; বিষ নেই, কিন্তু চক্রটুকু তুল্‌তেই হবে। পাওনা ঠাক্‌রুণ, একটা শোনা যাক্।

কৃ-ব। গীত।

কা'র মুখ দেখে চোখ জ্ব'লে তোর গিয়েছিল প্রাণ।
তাই "চোখ গেল" "চোখ গেল" শিখ্‌লি লো এই জ্বালার গান॥
নিশীথে ঘুমায় সবে সুখে, তুই একলা ব্যথা নিয়ে বুকে,
জেগে থাকিস্ ফুক্‌রে কাঁদিস্ প্রাণ ক'রে শ্মশান॥
গা' লা গা' "পরের ভাল হোক্," তোর ঘুচ্‌বে সকল শোক,
শীতল হবে চোখ লোকে ক'র্‌বে গানে সুধাপান;—
শেখ্ পরের সুখে হাসিমুখে হিংসে দিতে বলিদান॥

ফুল। বেশ, বেশ; আচ্ছা, তোমার পাপিয়া আমি নিলেম।

দর্প। না না, ওটা আমার দরকার আছে; একজনকে দিতে হবে।

ভজ। (স্বগত) বুঝিছি; আমার মাথা খেতে! তা হোক্, অলকিশালী যেমন রূপের আগুন দিয়ে আমার চোখ জ্বালাচ্ছে, তেম্‌নি "চোখ গেল" পাখী নিয়ে জ্ব'লেপুড়ে ঝালাপালা হোক্! আহা! পীরিতে এমনি দরদ্ বেড়েছে যে, পিওসী না জ্ব'ল্‌লে পুড়্‌লে আর রসময়ের সাধ মিট্‌ছে না।

ফুল। কি, সব চুপ ক'রে রইলে যে? কই গো, ওসব পায়রা কার? তোমাদের কি কিছু পাবার ইচ্ছে নেই?

কৃষক-বধূগণ। (ব্যগ্রভাবে) বক্‌সিস্ নেবে বৈ কি, হুজুর! ভালো ভালো কবুতর, লক্কা লোটন গেরোবাজ—

গীত।

পায়রা পুষেছি হামি রকব রকম।
পায়ে নুপুর ঘুঙুর বাজে চোলে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥
গোলা গেরোবাজ সিরাজু পর-পোন্,
কুলে লাল কড়িয়াল লুট্‌ছে লোটন্;
সবার টেক্কা হামার লোকা খুলে ধ'র্‌লে পেথম ॥
দুঃখী নয় মুখ্যি আমার রাজার নাতি,
কোস্‌তে কোস্‌তে চোলে ফুলিয়ে ছাতি,
বেড়ায় জোড়ে জোড়ে আহা সাম্‌নে ওড়ে ;—
আবার খোপে বোসে ক'সে ক'সে—
বোলে বক্ বক্ বক্ বকম্ বকম্ ॥

দর্প। বাঃ! উত্তম হ'য়েছে! চৌধুরীকে ব'লে দিও দেওয়ানজী, জোড়াকতক ভাল পায়রা বেছে বেছে কুঠিতে পাঠিয়ে দেয়; সুকুমার খেলা ক'র্‌বে।

ভজ। লক্কাও দুএক জোড়া রাখ্‌বেন কি?—যদি কাকেও দেন? কবুতরের সেরা হ'চ্ছে হুজুর, লক্কা; রঙ্ অম্‌নি ধব্‌ধব্ ক'চ্ছে। তার ওপর যেমন ওল্‌টান ছাতি, তেম্‌নি চ্যাটালো প্যাখম্।

দর্প। যা ভাল বোঝ, নিও। এখন এস ফুলচাঁদ বাবু, তাঁর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করা যাক্।

ফুল। কার সঙ্গে?

দর্প। ঐ যে কে সব দাওয়াই দিচ্ছে।

(জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। আহা! বেঁচে থাকুক, লক্ষ্মী পুষ্যি হ'য়ে জন্মজন্ম বেঁচে থাকুক, বারো বচ্ছর পেরমাই হ'ক্!

ভজ। কেরে বুড়ী, এখানে, বক্ বক্ ক'র্‌তে এলি? দেখ্‌তে পাস্‌না—সাম্‌নে কে দাঁড়িয়ে?

বৃদ্ধা। কেন দেখ্‌তে পাবনা? তুই তোর ভালবাসার চোখের মাথা খা,—

ভজ। তবে রে বুড়ী, তোর—(ধাক্কা দিতে উদ্যত)

ফুল। ছি ছি! কি কর দেওয়ানজী! যাও বাছা যাও, ঐ ডা'ন দিক্ ঘেঁসে যাও।

বৃদ্ধা। সব দেখ্‌তে পাচ্ছি বাবা, পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্ছি;—বাবা, এই বারো বচ্ছর পির্‌থিমী কেমন তা দেখিনি, চন্দর স্থর্য্যির মুখ দেখিনি; কিন্তু বাবা, কি ওষুধই দিলে! দু'দিন না দিতে দিতে আমি একেবারে পদ্মলোচন হ'য়ে গেলেম!

দর্প। কে কে—কে এমন ওষুধ দিলে?

বৃদ্ধা। লোকে কি একটা তার নাম রটাচ্ছে—কি গুল্‌জার বাহাদুর না চুলোর ছার বাহাদুর, তা বাবা, ওলোক কি মানুষ? উনি দেবতা; কত কাণার চোখ হ'ল, কত ঘাটের মড়াকে জোয়ান ক'রে খাড়া ক'রে দিচ্ছে গো, ও দেবতা!

দর্প। সেই লোক! চল ফুলচাঁদ বাবু, আর দেরি নয়, এমন লোক হাতছাড়া হ'লে আর পাওয়া যাবেনা।

ফুল। না ম'শায় ওরকম জোচ্চোর বিস্তর দেখা গেছে; ওদের সঙ্গে সাজানো কাণা খোঁড়া থাকে। (বৃদ্ধার প্রতি) পয়সা কড়ি খুব পাচ্ছে ত?

বৃদ্ধা। আ আমার পোড়া কপাল! হাঁগা, দেবতা কি কারুর পয়সা নেয়? উনিই কত দান খয়রাৎ ক'র্‌ছেন, যে এসে হাত পাত্‌ছে, সেই কিছু পেয়ে যাচ্ছে। দেবতা গো দেবতা!

দর্প। শুনলে? আর অবিশ্বাস ক'র্‌বে?

ভজ। হেঁরে বুড়ী, মেয়েমানুষ বশ ক'র্‌বার—দূর্ ছাই, পাখীকে পোষ মানাবার শেকড় মাকড় কিছু দিতে পারে?

বৃদ্ধা। সব জানে গো সব জানে! তাঁবাকে সোণা ক'রে দিতে পারে! তোমার মতন বারোটা মানুষকে ভেড়া ক'রে দিতে পারে!

দর্প। তোমার বয়স কত হ'য়েছে বাছা?

বৃদ্ধা। আমার পোড়া বয়েসের কি গাছ পাথর আছে বাবা? আমাতে আর সুখিয়াদের কালো ষাঁড়টা এই ক'দিনের ছোট বড় ছিনু; সে ষাঁড় ম'রে আজ কদ্দিন ভূত হ'য়ে আছে।

দর্প। তবু তোমার বয়েসটা কত আন্দাজ?

বৃদ্ধা। আন্দাজ বারো বচ্ছর পার হ'য়ে গেছে। চনু বাবা! একবার নাতীটের মুখখানা চোখ্ চেয়ে দেখিগে। [প্রস্থান।

দর্প। আর দেরি নয় ফুলচাঁদ বাবু, এস এস। [গমনোদ্যত।

৩য় কু-ব। (ঈষৎহাস্তে) গরিবটিকে পায়ে ঠেল্‌ছেন কেন রাজা বাবু?

দর্প। সর সর এখন, তোমার আবার কি ক'র্‌তে হবে?

৩য় কু-ব। আমার এই খাঁচাটিতে একটি পাখী আছে।

ফুল। কি পাখী?

৩য় কু-ব। "বৌ কথা ক"।

দর্প। কি?

৩য় কু-ব। "বৌ কথা ক"—পাখী আর কিছুনা, কেবল বলে—"বৌ কথা ক" "বৌ কথা ক"।

ফুল। তা, তুমি ত নিজে মন্দ বৌটি নও, একটু কথা কওনা।

দর্প। না না, আর ওসব থাক্, এর পর দেখা পাওয়া যাবেনা।

ফুল। শুভকার্য্যে যাচ্ছেন, কারুর মনে ব্যথা দিয়ে যাবেন না। কও বৌ কথা কও, আমরা শুন্‌ছি।

৩য় কৃষক-বধূর   গীত।

বুঝি বৌ কয়নি কথা অভিমানে।
তাই জ্বালা জুড়িয়েছিল জীবন দানে॥
ম'রেছিল সাধ রেখে বাকি, এসে জন্ম নিয়ে হ'য়ে পাখী,
বলে "বৌ কথা ক" "বৌ কথা ক" চেয়ে করুণ চোখে শূন্যপানে॥
যদি কেউ মান ক'রে থাক, পতির সাথে হেসে কথা ক',
নইলে "বৌ কথা ক" "বৌ কথা ক" শুন্‌তে হবে তোমার কাণে;—
যখন বুক ফেটে তার প্রাণ বেরুবে, প্রাণের কথা থাকতে প্রাণে॥

ফুল। আহা অতি মিষ্ট! দেখ সুন্দরী, তোমায় টাকা দিচ্ছি, নাও;—(মুদ্রা প্রদান) কিন্তু পাখীটি আমার হ'য়ে তুমিই ঘরে রেখে যত্ন ক'রো। যখন তুমি কারুর ওপর মান ক'র্‌বে, তখন ঐ পাখী তোমায় কথা কওয়াবে।

৩য় কৃ-ব। আমরা চাষীর মেয়ে চাষীর বৌ, আমাদের আবার মান করা কি বাবু!

ফুল। আরে বাপ্‌রে! তোমাদের চাষার ঘরেই ত মানের জোর; সেই কবে কোন্ কালে একটি গয়লার বৌ মান ক'রেছিলেন, তাই থেকে নারীর মান জগৎময় ছড়িয়ে প'ড়ছে! সরল প্রাণে ভালবাসাও যত, অভিমানও তত।

দর্প। নাও, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুকুড়ি কর, ওদিকে সে মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হোন্।

ফুল। এই যে, চলুন না। (জনৈক বরকন্দাজের প্রবেশ)

বর। হুজুর! চৌধুরীজী খবর দিতে ব'ল্লেন যে গুল্জার বাহাদুর আজ দাওয়াই খয়রাৎ বন্ধ ক'রে মেলাতলা থেকে চ'লে গেলেন।

দর্প। সর্ব্বনাশ হ'ল! নাও, গান শোন, আরও দু'চারটে ছুঁড়ীকে ডাক!

বর। বাহাদুর এখনও তিন চা'র দিন থাকবেন, ধরমশালায় ডেরা নিয়েছেন।

দর্প। আছেন? আছেন? চল চল। দেখ ফুলচাঁদ বাবু! অতবড় লোকের কি ধরমশালায় থাকা ভাল দেখায়? সেখানে কষ্ট হ'চ্ছে! এস, চেষ্টা দেখিগে, যদি অনুগ্রহ ক'রে কুঠিতে নিয়ে গে রাখতে পারি।

ফুল। বেগানা লোক,—যদি চোর ফোর—

দর্প। তোমার বড় অবিশ্বাসী মন, ছিঃ! এইলোককে খুসী ক'র্ত্তে পারলেই মুহিম্ বর্বাদি পাব, এস এস।

[দর্পনারায়ণ, ফুলচাঁদ, ভজন ও রক্ষিগণের প্রস্থান।

মেলায় সমাগত কৃষিশিল্পজীবী নরনারীগণের

গীত।

আমাদের এ মেলা খালি ছেলে-খেলা নয়।
জাল ফেলে মন ভুলিয়ে চোখের সুখোদয়॥
কার কেমন ফসল ফলে আপন আপন ক্ষেতে,
যার যা আছে কারিকুরি নিজের নিজের জেতে,
দেখিয়ে তাই বিকুই কেথা কত নূতন দেখা-শেখা হয়॥
গাঁয়ের মেয়ে গা ঢুলিয়ে কাটায় না ত বেলা,
ছুঁচসূতো ফেলা পাতা চর্কা নে' তার খেলা,
ছোট কৌটো ঝাঁপি কৌটো ন'ড়ে চ'ড়ে গ'ড়ে দেখায় হাতের পয়।

পাহাড়ীরা পাহাড় থেকে পাখীর পালক কুড়িয়ে,
নাচতে গাইতে মজা ক'রে আসে ধ্বজা উড়িয়ে,
আর কড়ি ছড়ায় রাজা-রাজড়া, পালক পাগড়ীর ওপর রয়;—
ঘোরে ফেরে আলো ক'রে কত টুক্‌টুকে মুখ মেলাময়॥

[সকলের গাইতে গাইতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যানের প্রান্তসীমা।

বসন্তকুমারের প্রবেশ।

বস। পিতার কথা অবহেলার, মা'র মনে ব্যথা দেওয়া'র ফল বুঝি হাতে হাতে ফলে! বাবার বন্ধু যে, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সে ত নিশ্চয়ই; আর তাঁর মত লোকের কন্যার রূপ-গুণ থাকার বিলক্ষণই সম্ভাবনা; আমার এক আপত্তি—আমি পাত্রীকে কখনও দেখিনি, সেও আমায় দেখেনি, পরস্পরের মধ্যে প্রণয় জন্মায়নি—এই! নাও, এইবার কে সাম্‌লাবে, সাম্‌লাও! নিজে দেখা শোনাও হ'য়েছে, প্রণয়ও পর্ব্বতপ্রমাণ প্রায় দাঁড়িয়েছে! জা'তে ক্ষত্রী বটে, কিন্তু একেবারে মহাকুলীন—উচ্চ পরিচয়! একজন অজ্ পাড়াগেঁয়ে জমীদারের বাড়ীর দাসী! শিক্ষা সংস্কারও যথেষ্ট মার্জ্জিত;—বাবুয়ানীর বেণী-রচনা, তাঁর অলঙ্কারাদি পরিষ্কার করা, তিনি গান গাইলে সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরা, আর নয় দিদিবাবুর একটু জোরে নিঃশ্বাস প'ড়লে আহা বলা! বস্—রাজবধূ হওয়ার সকল গুণই আমার প্রাণের গুণবতীর আছে! বাড়ী ফিরে গে' একটু ক্ষমা চাইলেই

সব গোল মিটে যায়; আর বাবার পায়ে ধ'র্‌ব তা'তে লজ্জাই বা কি! কিন্তু কি যে দৌর্ব্বল্য—যাই যাই মনে করি, যেতে পারিনা—আশ্চর্য্য! এই একটু আগে আমার সামনে প'ড়্‌ল, তা, আমার কথার উত্তরে একটা "ভাল আছি" বলা দূরে থাক্, ছুঁড়ী মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে চ'লে গেল! এত তেজ! আর সেই তেজে এত সৌন্দর্য্য! দাসীর স্পর্দ্ধায় এমন মর্ম্মঘাতী মাধুরী! কি ব'ল্‌ব, ভাল—হ্যাঁ, ভাল বেসেছি, নইলে—নইলে—নইলে—তাই ত নইলে কি ক'র্‌তেম বল দেখি মন? কিন্তু ইনি ভেতরে ভেতরে আমায় ভালবাসেন, তা কি আর আমি বুঝ্‌তে পারি না? মুখে না ফুটুন, উনি আমার কাছে চোখের কথা চেপে রাখ্‌বেন! চোখ ত চোখ! পেছোন ফিরে যখন যায়, তখন অলকের বেণী দুল্‌তে দুল্‌তে কি বলে, তা আমি বুঝ্‌তে পারি! আহা! যদি একবার নিশ্চিত বুঝ্‌তে পারি যে, আমার জন্যে ওর প্রাণ পুড়্‌ছে, তাহ'লে না জানি কি সুখীই হই! মরি মরি! যার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, তার প্রাণ আমার জন্যে পুড়্‌ছে, জান্‌লে আনন্দ! প্রণয়ের যা কিছু সুখ বুঝি পুড়্‌তে আর পোড়াতে! বাহবা মদন! নিজে পুড়ে দেখ্‌ছি, পোড়ার মজাটাই জগতে জাগিয়ে রেখেছ! একবার ওর প্রাণের কথা মুখ দিয়ে বের ক'র্‌তে পা'র্‌লে, তখন আমি যে কে, তা প্রকাশ ক'রে বলি, বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলি—তোমায় আমায় মিল হ'তে পারেনা, কিছু দুঃখ ক'রনা, তার পর—তার পর—তার পর কি, তা ত খুঁজে পাই না। (পরিক্রমণ)

(ভজনলালের প্রবেশ)

ভজ। না, সব মাটি হ'ল! মনে মনে সব ঠিক ক'র্‌লেম, এত কালের পর এ ’র মনের মত মানুষ পেয়ে মজায় দিন কাটাব ভাব্‌লেম, রতিয়ার সঙ্গে সাগাইয়ের কথা স্থিরই হ'য়ে গেছ্‌ল, সে বেটীকেও

চটিয়ে দিলেম, এখন একেবারে তাঁতিকুলও গেছে, বৈষ্ণবকুলও যায়। বেরালের আহার বাঘের পেটে গেল! আশ্চয্যি বরাত বাবা! দাসীটা বাঁদীটাও ভোগে আস্‌বার আশা নেই! রায় সাহেবের বুড়ো বয়েসে এ কি ভীমরতি! আর তাই যদি এত সখ্, বিয়ে করনা, দুটো—দশটা—একশোটা—যত ইচ্ছে, ট্যাকার ত আর অভাব নেই, কড়ি ছড়ালেই কুঁড়ি কুঁড়ি সব ছুঁড়ী মিল্‌বে, গরিবের নীলমণির ওপর নজর কেন! আচ্ছা বাবা, পাপিয়াই কিনে দাও, আর কুকিলই কিনে দাও, আমিও আশা ছা'ড়্‌ছিনে! আমি পায়ে প'ড়্‌ব, অল্‌কির দোরে হত্যে দেব, তার সামনে গো-হত্যে হব! ব'ল্‌ব—আর জন্মে তোমার আমি ভিক্ষেপুত্র ছিলেম, আমার স্বপ্ন হ'য়েছে;—আর তাকে বোঝাব যে—(বসন্তকুমারকে দেখিয়া) আরে এ কে! সর্দ্দার যে! তুমি এখানে?

বস। (ঈষৎ হাস্যে) মুদখ্‌লৎ-বেজা হ'য়েছে নাকি? মালী বাগানে থাক্‌বে না?

ভজ। এ ধারটা পস্কের ক'রে নতুন গাছ-টাছ বসাবে বুঝি?

বস। যা হ'ক্ ঐ রকম একটা কিছু ঠাওরাচ্ছিলেম। তুমি এদিকে কি মনে ক'রে?

ভজ। ছট্-ফটানির চোটে দাদা, ছট্-ফটানির চোটে! তুমি ছেলে মানুষ, তোমায় আর কি ব'ল্‌ব?

বস। কেন, বিছে টিছে কামড়েছে নাকি?

ভজ। বিছে নয় ভায়া, একেবারে খা'ল! আদত নাগিনী! এ বাড়ীতে একটি নাগিনী আছে, জান ত?

বস। সে কি!

ভজ। বাস্তুটি নয়,—সেটি বাড়ীর লোককে স্পর্শ করেনা। এ গরিবকে যিনি ছুব্‌লেছেন, তিনি বন থেকে এসে ভিটেয় ঢুকেছেন! দিব্যি

দেখ্‌তে নাউডগাটি, কিন্তু বেৎআছড়ার জ্বালা—বাপ্‌! এ নাগিনীর বিষ মুখে থাকেনা, চোখে! অতবড় যে পুরোণো ছাল-পুরু জাঁদ্রেল্‌ আমাদের রায়সাহেব, তার হাড়ের ভেতরও বিষ ঢেলেছে!

বস। (সহাস্তে) ওঃ! দেওয়ান্‌জীর হেঁয়ালি হ'চ্ছে!

ভজ। হ্যাঁ, আমার এই পাকা হাড়ে হেঁয়ালি অবধি বেরুচ্ছে! তোমাদের মত কচি তেউড় হ'লে, এতক্ষণ আবোল তাবোল ব'কৃত; মোদ্দাৎ একটু হুঁসিয়ার থে'ক; নাগিনীরা হাতীর শুঁড়ে জড়িয়েই বাঁধন ক'স্‌তে থাকেন বটে, কিন্তু ফড়িংটে আস্‌টার ওপর নজর দিতেও কসুর করেন না; তোমার কাঁচা বয়েস, তাই একটু হুঁসিয়ার ক'রে দিলেম।

বস। খুলে না ব'ল্‌লে, আমি বুঝব কেমন ক'রে?

ভজ। এঃ! তুমি নেহাৎ নাবালক! ঐ যে সখের চাক্‌রাণীটি এসে জুটেছেন, ওঁর কাছ থেকে দু'শ হাত তফাৎ থে'ক, নইলে গরিবের ছেলে পেটের দায়ে গতর খাটাতে এসেছ, একদম ঠায় মারা যাবে!

বস। আমি দুঃখী মুটে মজুর মানুষ, আমার ওপর দৃষ্টি দিয়ে তার লাভ?

ভজ। খেলা! সখ্‌ মেটান! ছেলেগুলো ব্যাং মারে কেন? বড় মানুষেরা ছিপ্‌ ফেলে মাছ গেঁথে, ঘণ্টাখানেক খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুলে আবার জলের মাছ জলে ছেড়ে দেয় কেন?

বস। কেন?

ভজ। ঐ ছট্‌ফটানি দেখার, টানা-পোড়েন করা'নর একটু আমোদ; বাবুরা যখন ব'ল্‌ছেন মাছ—কেমন খেলাচ্ছে, মাছ বেচারার প্রাণটুকু তখন তুলোরাম খেলারাম ক'র্‌ছে! শেষ জলের মাছ জলে কোল পায় বটে, কিন্তু বঁড়্‌শির ঘা জন্মের মত থেকে যায়! এ দুনিয়া বড় রগড়ের হে ভায়া, ভারি রগড়ের! একজন ধনুষ্টঙ্কারে বেঁক্‌ছে, আর এক-

জন ব'ল্‌ছে—কি মজার বাজী দেখাচ্ছে! সেই রকম ডব্‌কা ছুঁড়ীগুলোও পুরুষকে খেলিয়ে একটু সখ্‌ মেটান্‌; যাচ্ছেন যাচ্ছেন, খামোকা একটু নজরা মেরে গেলেন,—তা রাজাই বা কি? আর রাখালই বা কি? এখন মর্‌ বেটা মর্‌, কত ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে পারিস্‌ কর্‌!

বস। ভয় নেই—ভয় নেই, আমার মত চুনোপুঁটীর কেউ কিছু ক'র্‌বে না।

ভজ। ঐ ব'ললেম না—ঠাক্‌রুণদের চারে এলে বেঙাচিটেও পায় 'পায়না! তা চুনোপুটী ত চুনোপুঁটি! বিশেষ, রুইকাৎলা ত অগাধ জলেই থাই দেয়! চুনোপুঁটী একেবারে পৈঠের কাছে এসে ফর্‌ ফরায়।

বস। (ঈষৎহাস্যে) রুইকাৎলাও বুঝ্‌লেম, চুনোপুঁটীও বুঝলেম। তুমি নিজে কি, দেওয়ান্‌জী?

ভজ। আমি কি, জান সর্দ্দার? আমি হ'লেম—মাগুর; ঠাক্‌রুণরা এ রকম মাগুরটা আস্‌টা ধ'রে জিইয়ে রাখেন; রুইকাৎলা কুপথ্যি বাড়ালে, মাগুর পেট ঠাণ্ডা করে। মোদ্দাৎ তোমায় যা ব'ল্‌লেম, একটু হুঁসিয়ার থে'ক; তুমি যতটা ভিৎভিতে দেখাও, ততটা যে নও, তা আমি বুঝি; এর মধ্যে একদিন ঐ ছুট্‌কী দাইটা তোমার সঙ্গে এঁকে বেঁকে হেঁসে হেঁসে কথা কচ্ছিল না?

বস। হবে; তাতে কি?

ভজ। তাতে ততটা কিছু না, তবে সেই সময় পর্‌দার ফাঁক দিয়ে আমার ঠাক্‌রুণ্‌টি—

বস। তোমার ঠাক্‌রুণ!

ভজ। ঈস্‌—বুকে বাজে না কি! মনেই করনা না হে আমার ঠাক্‌রুণ; ঐ অলক ঠাক্‌রুণটি পর্‌দার ফাঁক দিয়ে দেখ্‌ছিলেন;

আর চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছিল—যেন ছুট্‌কি ছুঁড়ীকে সে সময় কাছে পেলে, কচ্‌মচিয়ে তার মাথাটা চিবিয়ে খেতে পারেন!

বস। (স্বগতঃ) ঈর্ষা! তবে কি আমাকে এতটা ভালবাস্‌তে শিখেছে! তাহ'লে ত বড় গুরুতর ব্যাপার! আমায় পালাতেই হ'চ্ছে; না হ'লে দুঃখিনীর সর্ব্বনাশ হবে।

ভজ। কি? একেবারে বাক্যি হ'রে গেল যে?

বস। ভাব্‌ছি, দেওয়ানজী, তোমার চোখে এত সব পড়ে কোত্থেকে?

ভজ। তা জাননা, পীরিতের ঘা খেয়ে ইন্দিরের সহচ্ছোর-লোচন হ'য়েছিল; আমি কি আছি? আমার চোখ কাণ আছে ঐ সব দেখে শুনে জ্ব'ল্‌তে, বুক আছে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'র্‌তে, পেট আছে ফুল্‌তে, আর শরীর আছেন পুড়্‌তে।

বস। তাই ত দেওয়ানজী, তুমি অত বড় গেরেস্তারি লোক হ'য়ে কোথাকার একটা তুচ্ছ দাসীর জন্যে—

ভজ। তা দাসীটাসী না হ'লে, কোন্ বাদ্‌সার মেয়ে গোলেবেশনুয়ার আমায় স্বপ্নে দেখে রাতারাতি খেপে উঠ্‌বেন? বাবা! যে দুর্ভিক্ষের বাজার দাঁড়িয়েছে, এই আঁবের কসিই প'ড়্‌তে পায়না, তা পেশোয়ারি চা'ল!—আর দাদা, তুমিও ত দাসীটিকে নেহাত অতুচ্ছ করনা! ভাল ভাল ফুলগুলি আগে তুলে ত ঠাক্‌রুণটিকে দাও! হাঁ৷ হাঁ৷, বুঝ্‌লে দাদা! ভজন দেওয়ান সব খবর রাখে।

বস। সে—সে—সে ফুল কি আমি তাকে দিই? বাবুয়ানীর জন্যে তার হাতে দিয়ে পাঠাই।

ভজ। বুঝেছি গো বুঝেছি! সবাই কি আর পির্‌তিমে আন্‌তে পারে? অবস্থা বুঝে অনেকে ঘট পেতেই উদ্দেশে পুজো সারে! মোদ্দাৎ দাদা! এ ঘটটি আমার বাস্তুপুজোর, ওতে আর ফুল কে'লনা। ভাল

কথা, সর্দ্দার ! এখানকার আগে তুমি কোথায় ছিলে বল দেখি ?

বস । কে—কে—কেন ?

ভজ । বলি, কোথাও কিছু গোল-টোল ক'রে আসনি ত ?

বস । দেখ, ওসব তামাসা ভাল লাগেনা ।

ভজ । রাগ কর, চুপ ক'রে থাক্‌ছি ; তবে পরশু দিন ধর্ম্মশালার চৌকীদার ব'ল্‌ছিল যে, কে একজন কোথাকার রাজার লোক নাকি তলে তলে তোমার সব সন্ধান নিচ্ছিল ।

বস । (সচকিতে) সে কি ? কে সে ? আমার খোঁজ ! আমাকে এখানে চেনে কে ?

ভজ । রাধাবল্লভজীর মন্দিরে ফুলের ডালা নিয়ে গেছ্‌লে ? লোকটা নাকি তোমায় দেখে চিন্‌তে পেরেছিল, তাই কোথায় আছ, কি বিত্তান্ত—

বস । না না—সে সে—তার ভুল, আর কাকে মনে ক'রে আমায়—

ভজ । বলি, পুরোণো মনিব-বাড়ী এম্‌নি লক্‌লকে দাসীটে আস্‌টা ছিল নাকি ? আমাদের অলক ঠাকুরুণের মত ? আর এই বয়সেই আমিই হাবুডুবু খাচ্ছি ! তা তুমি ত কাঁচা ছোক্‌রা, তোমারই বা দোষ দেব কি ! আহা !—একবার রঙ্গিণীর অঙ্গভঙ্গির ঢংটা দেখেছ ? আমরি ! একেবারে খুনখারাপি ! যৌবন যেন উছলে' উঠ্‌ছে !

গীত ।

যৌবন-জোয়ার-জলে তুমুল তুফান ।
যেন ভাদ্রমাসের ভরা গাঙে সাঁড়া সাঁড়ির বাণ ॥
জোর বাতাসে দুলে দুলে, ঢেউ তুলে জল উঠ্‌ছে ফুলে,
রূপের লহর কূলে কূলে ছাপিয়ে ছোটে কাণে কাণ ॥
পশ্চিমে কি ঘন ঘটা, উপকূলে চুলের ছটা,

(চোখের) চাহনিতে চিকুর হানে গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ করে প্রাণ ;—
এ পাথার সাঁতারে পার হ'তে পারে কোন্ জোয়ান ॥

বস। ছিঃ! একজন পরস্ত্রীর কথা নিয়ে এরকম রঙ্গ ক'র্‌তে আছে?

ভজ। পরস্ত্রী! কার স্ত্রী? বাবুজী কি এর মধ্যে মনে মনে লঙ্কা-ভাগ ক'রে রেখেছেন বুঝি?

বস। তা নয়; কিন্তু সে ত তোমারও কেউ নয়?

ভজ। সে আমার কেউ নয়! সে আমার চোদ্দপুরুষ! সে আমার বংশের বাতি! আমার—আমার আঁধার বনের জোনা'ক্ পোকা! অলক আমার পোষ মাসের বালাপোষ! চত্তি মাসের চাঁদনী রাত! জষ্ঠিমাসের থর্ম্মুজা! ভাদ্রমাসের রোদ্দুর—স্যাঁতসেঁতে প্রাণ শুকিয়ে নিতে; বুঝ্‌লে মালীর জালি?

বস। ছিঃ! (প্রস্থান)

ভজ। চ'ল্‌লে? মোদ্দাৎ একটু গা-ঢাকা থে'ক, গাঁয়ে তোমার খোঁজ হ'চ্ছে! আমিও যাই; একবার খুঁজে দেখি, আমার থর্ম্মুজার সরবতের চুর্ম্‌কিটি যদি কোথাও একলা থাকেন—

(ত্রস্তভাবে তিলকচাঁদের প্রবেশ)

তিল। এই যে দেওয়ানজী!—

ভজ। (সভয়ে) সর্ব্বনাশ! ক'রেছেন কি? আপনি এখানে কেন? এই দেখছি, আমারেই একেবারে মজালেন।

তিল। শোন শোন, আমি তোমাকেই খুঁজছিলেম।

ভজ। আমাকে! এই প্রকাণ্ড দাড়ীওয়ালা আমাকে! আমার এই চাঁদমুখখানা দেখ্‌বার জন্যে আপনি খুঁজে খুঁজে লঙ্কা—দূর্ ছাই—পাঁচীল ডিঙিয়ে এই বাগানে ঢুকেছেন? বাবুজী! আমিও যে ম'জেছি, আমিও যে আমার একজনকে খুজ্‌ছি, কিন্তু তার দাড়ীর চুলের বহর নয়,

খোপার চুলের বাহার দেখতে ;—আর আপনি কি না,—সে যাই হ'ক্ আপনি পালান ; —শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর স'রে পড়ুন—

তিল। শোন, একটা কথা ব'লে—

ভজ। আধ্‌খানাও না ; আপনি যা'ন যা'ন—ডিঙোন্ ; যথা দিয়ে এসেছেন, সেখানে গিয়ে উল্‌টো লাফ মারুন ; নৈলে আমি গরিব মারা যাব।

তিল। ভয় নেই, যাচ্ছি ; তুমি শুধু সুকুমারকে—

ভজ। তিনি ত জানেন—আপনি চ'লে গেছেন ; আপনার মুখে শুনে আমিই ত সে খবর তাঁকে দিয়েছি। আহা ! মা লক্ষ্মী আমার সেই অবধি যে কি হ'য়ে—

তিল। শোন, গোল ক'রোনা ; সুকুমারের মন যাতে ঠাণ্ডা হবে, তাই ব'ল্‌বার জন্যে—

ভজ। শুনুন তিলকচাঁদ বাবু ! মা লক্ষ্মীর মন ঠাণ্ডা বিধাতা বুঝি আর আপনাকে দিয়ে ক'র্‌তে দিলেনা। আমার দোতরফা ব'ক্‌সিস পাওয়াটা বুঝি মাঠে মারা গেল !

তিল। কেন ? কেন ?

ভজ। রায়সাহেব খেপেছেন, এই গরিবের গলায় পা দে' ডোবাবার জন্যে—"মুহিম-বর্‌বাদী" দাওয়াই দাওয়াই ক'রে খেপেছেন।

তিল। তার পর ?

ভজ। বাঃ ! বেশ শীতল হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'র্‌লেন ত, "তার পর !"—গরিবের গলায় পা দেবার বিত্তান্তটা কি, জিজ্ঞেস ক'র্‌লেন না ?

তিল। আচ্ছা, সে পরে জা'ন্‌ব, এখন—

ভজ। পরে জান্‌বেন আমি ম'লে ?

তিল। রায়সাহেব কি ক'রেছেন, এখন বল।

ভজ। আর ক'র্‌বেন কি? অনেক দিন থেকেই ত ব'লে বেড়ান যে, সুকুমারের জন্যে—

তিল। (ব্যগ্রভাবে) কি? কি? সুকুমারের জন্যে কি?

ভজ। আমি কি থেমে ছিলেম, যে আপনি মুখ থাবা দে' আগে থেকেই "কি কি" সুরু ক'রলেন?

তিল। আচ্ছা, বল বল।

ভজ। তাঁর জন্যে একটু অমনি উরির মধ্যে ভারি-সারি বয়েস দেখে পাত্তর খুঁজ্‌ছেন; আজ কোথা থেকে পড়্‌বি ত পড়্‌, একেবারে কর্ত্তার নজরেই প'ড়েছে! মেলাতলায় এক কোথাকার গুল্‌জার বাহাদুর! সে একেবারে তেরস্পর্শ! পহেলা বুড়ো, দোস্‌রা বড়মানুষ, তেস্‌রা সব্‌সে সেরা বহুত্‌ বহুত্‌ রকম আজ্‌ব দাওয়াই তার কাছে আছে; কাণার চোখ হ'চ্ছে! বুড়ো জোয়ান হ'চ্ছে।

তিল। তাতে আমার কি?

ভজ। কিছু না; আপনার যা বিষয় আশয়, যা নামডাক, তা'তে সুকুমার হাতছাড়া হ'লে, কত শত রাজকন্যে জুটবে; আপনার আর ক্ষতি কি? লোক্‌সান যা আমার।

তিল। সুকুমার হাতছাড়া হবে কি?

ভজ। আজ্ঞে, ঐ গুল্‌জার বাহাদুরের যে জামাই-আদর দেখ্‌ছি! তাতে কিসে কি দাঁড়ায়, বলা যায়না।

তিল। (স্বগত) ভাগ্যে এর্‌ কাছে সব খুলে বলিনি; ফুলচাঁদ বাবু দেখ্‌ছি, একেও অন্ধকারে রেখেছেন! তা হ'লে কি সুকুমারকেও কিছু ব'ল্‌বনা না কি?

ভজ। আর ভাবছেন কি? আমি ত বাবুয়ানীকে খবর দিইছি যে, আপনি এখান থেকে চ'লে গেছেন। তাই এখন যান; এর পর

সত্যি সত্যি যদি গুল্‌জার বাহাদুরের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে যায়, আমি আপনাকে শুভ সংবাদ পাঠিয়ে দেব।

তিল। রায়সাহেবের এ সখের লোককে তুমি দেখেছ?

ভজ। দেখিছি বৈকি! ধর্ম্মশালা থেকে উঠিয়ে এনে আপাততঃ টিলাকুঠিতেই বাসা দেওয়া হ'য়েছে, সেখানে ভারি জাঁকাল সিদে পাঠাবার হুকুম হ'য়েছে। মেয়ের চেঁচামেচির ভয়েই বোধ হয় কর্ত্তা একেবারে তাঁকে এ বাড়ীতে এনে ফেল্‌তে পারেন নি, ক্রমে হবে। হেথা এলে আমিও খোসামোদ বোয়ামোদ ক'রে দু'একটা অমুধপালা হাত ক'র্‌ব।

তিল। (স্বগত) সুকুমারকে একবার সব বুঝিয়ে ব'লে যাব মনে ক'রে ফুলচাঁদ বাবুকে লুকিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছিলেম তা ত এখন বৃথা! যাই,—নৈলে আবার খোঁজ প'ড়্‌লে—সব গোলমাল হ'য়ে যেতে পারে। (প্রকাশ্যে) তবে আর আমি এখানে থেকে কি ক'র্‌ব? তুমিই সুকুমারকে ব'ল—

(বসন্তকুমারের পুনঃ প্রবেশ)

বস। (বলিতে বলিতে) হ্যাঁ, দেওয়ানজী, যে লোকটা আমার খোঁজ—(তিলককে দেখিয়া) এ কে! এ কে দেওয়ানজী? অন্দরের বাগানে বাইরের লোক এল কি ক'রে?—

ভজ। তা—তা—এই উনি—ও—ও হ'চ্ছেন গে আমার মাস্‌তুতো ভাই।

বস। মাস্‌তুতো ভাই! তোমার মাস্‌তুতো ভাইয়ের অমন চেহারা, অমন পোষাক! এ বুঝি আর কোন রকম মাস্‌তুতো ভাই? ভারি খারাপ কথা! আমি এখনি মালীদের ডাক্‌ছি! রায়সাহেবকে ব'লে সব দূর ক'রে ঠোকা'চ্ছি।

ভজ। (অতিশয় ভয়ে) না না, সর্দ্দার দাদা, আমি কিছু জানিনা। আমি—আমি—(তিলকের প্রতি) তাই ত, তুমি কেমন মানুষ হে? ভদ্রলোকের অন্দরের দিকে—রো'স—রো'স দেখাচ্ছি; আমি আস্‌ছি দারোগা দাদা, বড় পেট কামড়াচ্ছে।

[ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইয়া প্রস্থান।

বস। (স্বগত) দেখ্‌ছি, সহরের কোন বড়ঘরের লোক! খুব নির্ব্বোধ ইতরের মত কথাবার্ত্তা কইতে হবে! নৈলে এঁর কাছে ধরা প'ড়ে যাব।

তিল। তুমি চাও কি? হাঁ ক'রে কি দেখ্‌ছ? কখনও ভদ্রলোক দেখনি?

বস। না, ভালমানুষের অন্দরের মধ্যি, দিনে ডাকাতি ক'র্‌তি পাঁচীল ট'প্‌কে সাঁধোয়, এমন ভদ্দর ত দেখি নাই বটেক্।

তিল। বুঝেছি, তোমার কিছু চাই; আর গোল ক'রনা, আমি যাচ্ছি; এই নাও। (রজতমুদ্রা প্রদান)

বস। আবার গরিব চাকরকে ট্যাকা দেখিয়েক্ নেমকহারামি শেখায়, এমন ভদ্দরও দেখিক্‌নি!

তিল। বটে! সাধুতা দেখিয়ে নিজের দাম বাড়াচ্ছ? (স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া প্রদান করিতে করিতে) কেমন এইবার মনের মত হ'য়েছে?

বস। কি বল্‌তি পারি; এজ্ঞে, গরিব চাকরের ধর্ম্মের দাম যদি এক মোহর হয়, তবে বড়মানুষ বাবুগোর ধর্ম্মের দামটা ক' মোহর হবেক্, হিসাবটা ক'রে আমায় ক'ন দিনই?—

তিল। (সবিস্ময়ে) সে কি! এই অবস্থায় তোমার সত্যই ধর্ম্মজ্ঞান আছে না কি? আশ্চর্য্য!

বস। এজ্ঞে, জরি জড়োয়া কোথাকে পাব, ঐ একটু ধর্ম্ম দিই-ই গরিবের নজ্জা নিবারণ কত্তি হয়।

তিল। তোমার মুখ দেখে বোধ হ'চ্ছে—তুমি সত্যই ব'ল্‌ছ।

বস। এজ্ঞে, চাষা-ভূষো মানুষ, সোজা কথাই বা ক'টা জানি, যে আবার তৈরি ক'রে মিথ্যা ব'ল্‌বেক্ ?

তিল। (স্বগত) মূর্খ ইতর লোক বটে, কিন্তু এর প্রাণ আছে; প্রাণের টান দিয়ে একে চুপ্ করা'তে হবে। (প্রকাশ্যে) দেখ—

বস। এজ্ঞে, সেই অবধি ত দেখ্‌ছি।

তিল। শোন ছোক্‌রা!

বস। এজ্ঞে—এজ্ঞে কয়েন্ মুরুব্বি মুশাই।

তিল। (সহাস্যে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ঠিক ব'লেছ; তোমার আমার প্রায় একই বয়েস বটে, দু'জনেরই প্রথম যৌবন; যৌবন বোঝ ত?

বস। ঈস্—মালী মানুষ, ছিরকালটা গাছপালা নিয়ে ঘর ক'র্‌ছিক্, কত বাঁশবন কাঁটাবন কচুবন দেখ্‌নু, আর যৌবন বুঝিনি?

তিল। না—না, তা নয়—এ যৌবন; তোমার আমার যা বয়েস্, সেই সময়কে যা বলে।

বস। ওঃ! তাই কও—যৈবন; কোথাকার আদাড়ে কথা নিয়ে আ'লে—যৌবন!

তিল। আচ্ছা বল দেখি, যৌবনের আরম্ভে কি আবশ্যক হয়?

বস। কার?—লারীর যৈবনে, না মরদের?

তিল। পুরুষের।

বস। পুরুষ মানুষের যৈবন সুরু হ'লে, আগেই কি দরকার হয় ব'ল্‌বোক্?

তিল। হ্যাঁ, বল দেখি ?

বস। কেনে, পরামাণিক।

তিল। (সহাস্যে) দূর পাগল! আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি, যৌবন উদয়ে লোকে প্রথমেই কি বুঝ্‌তে পারে ?

বস। ওঃ! তাই সুধুচ্ছোন্! পের্‌থমেই বুঝ্‌তি পারে যে, সেই যৈবন বাবুর চেয়ে যানারা বয়সে বড়, তানারা সব মুরুখ্যু, বোকা আহাম্মক, আর গে' যানারা ছোট, তানারা চেংড়া ছাবাল্।

তিল। তা নয়, তা নয়; প্রাণ কি খোঁজে, মন কি চায় ?

বস। (আহ্লাদে হাসিয়া হাসিয়া) এঃ! বুঝ্‌ছি বুঝ্‌ছি—বলি ?

তিল। বল দেখি, প্রথম যৌবনে পুরুষের মন কি চায় ?

বস। (সলজ্জহাস্য) মন চায়, এই—না ব'ল্‌বোক্‌নি, নাজ নাগে।

তিল। লজ্জা কি ?

বস। এই—এই—একটু নার্‌কেল তেলের গন্ধ! ছিঃ ছিঃ নাজ লাগ্‌ছেক্,—একটুক্ মাথাঘষা-মেশা,—ছি ছি নাজের কথা! (লজ্জা-ভাণে মুখ অবনত করণ)

তিল। তবে ? আমার এই নবীন যৌবনে উদ্দাম মনের উত্তেজনায় কোন লাবণ্যময়ী সুকুমারীর শ্যামতরঙ্গ-লীলাভঙ্গিভঙ্গ-কোমল-কেশরাশি নন্দন-গৌরব সৌরভের উন্মাদ-আকর্ষণে আমি এখানে—

বস। আপনি কি ব'ল্‌তিছ ? মোনসা পূজোর মোন্তর ঝাড়্‌তিছ কেনে ? স্পষ্ট করি কওনা ? মাথাঘষার গন্ধে গন্ধে পাঁচীল টপ্‌কাইছো না কি ?

তিল। প্রাচীর ত তুচ্ছ! প্রেম গিরি-বন-সাগরের বাধাও উল্লঙ্ঘন করে!

বস। বটেক্ বটেক্; আমচন্দরের পীরিতে পিরুভূ হনুমান্

সাগরটা—সাগরটাই ট'প্‌কে ফেল্‌লে! তবে তা'তে মাথাঘষার গন্ধটা ছিলনি; দোহাই মা হনুমান্, পেরাতোঃ পেনাম। (প্রণাম করণ)

তিল। তবে আমায় লোকের সমক্ষে তোমার কি লজ্জা দেওয়া উচিত?

বস। (স্বগত) অলক না সুকুমার? কে এঁর প্রণয়-ভাজন?

তিল। ভা'ব্‌ছ কি?

বস। ভাব্‌ছি, গরিবের ঘরের ঝি বৌ পেটের দায়ে গতর খাটাতি আসে, আপনকাদের মত বড়নোকের কি তানাগোর বাগে নজর দিতি হয়?

তিল। ছিঃ—ছিঃ,—তুমি আমায় এমন ইতর মনে ক'র্‌ছ কেন? দাসীকে? তার জন্য আমি আ'স্‌ব কেন? তোমার কি চক্ষু নেই?—এ বাড়ীতে কার রূপ-গুণ-মহিমা আমায় আকর্ষণ ক'র্‌তে পারে, তা-কি দেখ্‌তে পাওনা?

বস। (স্বগত) নিশ্চিন্ত! ইনি শ্রীমতী সুকুমারের মধু-সখা!

তিল। তোমার কোন ভয় নেই। শোন, আমায় দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পা'র্‌ছ ত যে, সমাজে আমার বিশেষ মর্য্যাদা আছে?

বস। আপনকার কথা কইতি পারিনি; মোদ্দাৎ গায়ের ঐ রঙ্-চ'ঙে ঝক্‌মকে পোষাকের যে মজ্‌লিসি খুব জবর ইজ্জৎ আছে, তা বুঝ্‌তি পারি। হ্যাঁ বাবুজী, আপনকার মত অম্‌নি চক্-চ'কে সাজে যদি কোন মজলিসি যাই, তবে সব বাবুভাই মিঞাসাহেবেরা খাড়া হ'য়ে উঠি এ গরিবকে সেলাম আলেকাম করে? খুব জবরদস্ত ভদ্দর নোক ঠাওরে ফেলায়?

তিল। (ঈষৎ হাস্তে) হ্যাঁ, যতক্ষণ কথা না কও। এখন যা ব'ল্‌ছিলেম, শোন;—আমার মত লোকের মনে কোন ইতর অভিপ্রায়

থা'কৃতে পারেনা। সে অনেক দিনের কথা, স্থকুমারের মা বেঁচে থাকৃতে, তিনি আমারই সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু কোন বিশেষ কারণে রায়সাহেবকে এসব কথা শোনান—

বস। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া ব্যগ্রভাবে) তবে স'রে আসেন, স'রে আসেন, রায়সাহেব বুঝি এই দিকেই আসছেন,—ও বাবা!—পিছোনে পিছোনে যে রায়বাঘিনী!—আসেন আসেন—ছোট কপাটের তালা খুলে দিচ্ছি, আপুনি সাফ বেরিয়ে যেতে পা'রবেন।

তিল। তোমায় একদিন আমি খুসী ক'রবই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অতি কর্ত্তৃত্বাভিমানপূর্ণ গম্ভীর অথচ ব্যস্তভাবে দর্পনারায়ণের ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ কন্যা তুলসীর প্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে প্রবেশ)

তুল। বলি, আমার কথার একটা জবাব দিলে কি তোমার অপমান হবে নাকি ?

দর্প। আ-মা-র—কো-ন-কা-জে-র-কৈ-ফি-য়ৎ-কা-কে-ও-দি-তে আ-মি বা-ধ্য-ন-ই।

তুল। (শ্লেষসহ) বে-এ-এ-শ, স্প-ষ্ট-স্প-ষ্ট—মু-খে-র-ও-প-র ব'-ল্-লে-ত ?

দর্প। কি! ঠাট্টা! মেয়ে হ'য়ে বাপকে ঠাট্টা!

তুল। আর বাপ হ'য়ে মেয়ের সাম্‌নে অমন কাট-খোট্টা!

দর্প। বাহাদুর নিজে সখ ক'রে ফুলচাঁদের কুঠীতে গেলেন, তাই, নৈলে আমার "আরাম-মহলেই" ত তার জন্যে বাসা ঠিক ক'রেছিলেম।

তুল। কি! একেবারে এই বাড়ীর মধ্যে ?

দর্প। তা নয় ত "আরাম-মহল" আবার কোথা ? তোমার শাশুড়ীর খাস তালুকে নাকি ?

তুল। তা আর আপ্‌শোষ থাকে কেন? সুখের মালী এসেছে, রঙ্গিণী এক রাণী জুটেছে, এইবার হাটখোলা, মেলাতলা—যেখানে থেকে যত জোচ্চোর হা-ঘ'রে পাও, এনে বাড়ীর মধ্যে পোরো! মোদ্দাৎ আমি তাহ'লে সেই দণ্ডেই এখান থেকে চ'লে যাব।

দর্প। ওঃ! তবে ত আমার সাধের পুরী একেবারে আঁধার হ'য়ে যাবে আর কি! হা-ঘ'রে! আরে বোকা মেয়ে, লোকটা কে জানিস্? মস্ত আমীর! নামেই বুঝে নাওনা;—গুল্‌জার বাহাদুর! খাস সহরে বাস! সোণাজারা, হীরেভস্ম, মুক্তঘৃত—সব অম্‌নি বিতরণ ক'র্‌ছেন! এ ছাড়া দুঃখী কাঙালকে নগদই কত দিচ্ছেন! ওঃ! টাকা পয়সা যেন ধূলোর মত ছড়াচ্ছেন! লোকটার না জানি কত দৌলৎ!

তুল। (শ্লেষসহ) তবে আর ভাবনা কি! ধেড়ে নাৎনী ঘরে জিইয়ে রেখেছ, তার জন্যে কষ্ট পেয়ে আর পাত্তর খুঁজ্‌তে হবেনা; ঐ ত বেশ গাঁজ্‌লার বাহাদুর না কি জুটেছে, ওরির সঙ্গেই বে দাও!

দর্প। সে বরাত—বরাত! বুঝ্‌লে তুল্‌সী? সুকু যদি তেমন কপাল ক'রে এসে থাকে—তবে ত এমন সুপাত্রে প'ড়্‌বে; শুধু কি বড়মানুষ? যে দৈববিদ্যা উনি পেয়েছেন, তার দাম কত! সারা হিন্দুস্থান খুঁজ্‌লে এখন আর অমন মানুষ দুটি পাওয়া যাবেনা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাণার চোখ হ'ল! অ্যাঁ! এ ব্যাপারখানা কি? আমি জান্‌তেম—"মুহিম বর্‌বাদীর" ওপর আর তাখতের দাওয়াই নেই। আরে বাপ্! এঁর মুখে শুন্‌লেম, কি এক "বাজীকরণ" আছে, তার নাম বজ্রাঘাত-চূর্ণ—

তুল। মোড়ক খুল্‌তে না খুল্‌তেই আড়ষ্ট বুঝি?

দর্প। আজ্ঞে না; ছুঁচের আগায় ক'রে একটু জিবে ঠেকালে, এই আমি একেবারে পঁচিশ বছরের ছোক্‌রার মত হ'য়ে যাব।

ভুল। হ'য়ে হবে কি? যখন সত্যিই পঁচিশ বছর বয়েস ছিল, তখনই বা এমন কি বাহাদুরী ক'রেছিলে? [প্রস্থান।

দর্প। দুর্গা বল! রাগেই হ'ক্, আর অনুরাগেই হ'ক্, মা জননী আমার চোখের সাম্‌নে থেকে অন্তর্দ্ধান হ'লেই শান্তি!—কোথায় এই আহ্লাদের সময় আমার অলকমণিকে খুঁজে তার হাসিটুকু একবার দেখ্‌ব, না, কন্যা যেন একেবারে ছিনেজোঁকের মত মায়া জানাতে এলেন! যাক্—এখন একবার ভাল ক'রে অলককে ভাবা যা'ক্। আ মরি মরি! কি চুলগুলি!—ভাল কথা,—প্রেয়সীকেও এক মাত্রা "বজ্রাঘাত" খাইয়ে দেব; তা হ'লে আজন্ম ঐ চুল অমনি কুচ্‌কুচে কালো—অম্‌নি রেসমের মত মোলায়েম—নাঃ, একবার এখন না দেখ্‌লেই নয়, শরীরটে যেন কেমন আইঢাই ক'র্‌ছে! যে যা বলুক্, আমার ও প্রেম একেবারে পবিত্র, নিষ্কাম! ক্ষত্রীর মেয়ে দুঃখে প'ড়ে দাসীগিরি ক'র্‌তে এসেছে,—একে যদি আমি এই বয়েসে বিবাহ ক'রে সর্ব্বেসর্ব্বা করি, তা হ'লে পরকালে আমার উর্দ্ধপদ হবে, বৈশাখ মাসে জলছত্র দেওয়ার মত পুণ্য হবে। দোহাই বাবা রঘুনাথ! অলক যেন একা বাগানে থাকে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সুদৃশ্য দাড়িম্বকুঞ্জ।

(অলকা)

অল। এ কি! একটা খেয়ালের বশে দাসী সেজে নিজেকে গোপন ক'র্‌তে গে' শেষ মনটা পর্য্যন্তও কি সত্যি সত্যি ইতর হ'য়ে গেল! ভাল ত অনেকেই বাসে, সুকুমারও ত ভাল বেসেছে, তবু সে তার

প্রাণের কথা আমার সঙ্গে ক'য়ে দু'দণ্ড সুস্থ হয়, তার ফুলদাদাও একটা মস্ত ভরসা; কিন্তু ছাই আমার এ পোড়া মনের বোঝা কারুর কাছে নাবাবারও যো নেই। যেন পাপের মত লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হ'চ্ছে! নিজে ভালবেসে সুকুমারের চোখ ফুটেছে! তাই তার সন্দেহ ক্রমে বিশ্বাসে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু সে মনে মনে আমায় কি ছোট ভাব্‌ছে! আচ্ছা, মনে করা যাক্—সুকুর পরামর্শই যেন সত্যি সত্যি ঠিক দাঁড়া'ল; প্রদীপ ঘ'ষেই হ'ক্, আর আদরের মেয়ের কান্নায় গ'লে গিয়েই হ'ক্, বাবা একটা বিষয় যেন যৌতুক ব'লে লিখে দিলেন; কিন্তু তাতে কি হ'ল! শিক্ষা সহবৎ রুচি—এ সব না থাক্‌লে ত আর সমাজে পুরুষের স্থান হবেনা! লোকের কাছে বাবা কি পরিচয় দেবেন? আমি সকলের কাছে আমার স্বামীর কি পরিচয় দেব! আর আমার যিনি স্বামী হবেন, তাঁর কি শ্বশুরের নাম, স্ত্রীর সম্পর্ক ছাড়া পরিচয় দেবার আর কিছুই থা'ক্‌বে না! না, ছোট থাক্‌তে থাক্‌তে বাপ মা যে, দেখে শুনে পছন্দ ক'রে ছেলে মেয়ের বে দেন, সেই ভাল; তাহ'লে সংসর্গের অভ্যাসে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, আসক্তি, ভালবাসা—সব হয়। সৌন্দর্য্য? জগতে সব সুন্দর; একটু ঠাউরে দেখ্‌লেই কোন্ খানে কার রূপ লুকো'ন আছে, চোখ তা মনকে দেখিয়ে দেয়। কি করি! এখান থেকে পালাব নাকি? বাবার পায়ে গিয়ে কেঁদে প'ড়্‌ব? (উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তা)

(বিপরীত দিক্ হইতে বসন্তকুমারের প্রবেশ)

বস। (অলকাকে দেখিয়া প্রেমবিহ্বল-ভাবে) আহা! আ মরি মরি! কি রূপ! একবার চোখে দেখ্‌লে আর ভদ্রাভদ্র জ্ঞান থাকে না! (মুগ্ধনেত্রে দৃষ্টি)

অল। (আত্মগত) হ'ক্ ধনহীন, যদি লেখাপড়ার জ্ঞানটাও থা'কৃত! বিদ্যার জ্যোতি সমস্ত মলিনতা নাশ করে। কিন্তু লেখাপড়া শিখ্‌লে কি আর মালীর কাজ ক'রতে আসে?

বস। মাধুর্য্য স্বতঃই মধুর! দাসীবেশেও অলকার অলৌকিক লাবণ্য যেন কানন আলো ক'রে রেখেছে! ঐশ্বর্য্য-ভূষিত হ'লে, এ সৌন্দর্য্য কোন্ রাজান্তঃপুরের শোভা না সম্পাদন ক'র্‌বে!

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥"

অল। (স্বগত) না, সব মিথ্যা; মনের একটা বিকার,—জাগ্রত দুঃস্বপ্ন! এ কি সম্ভব? আমি—আমি কি এমন লোককে সত্যই ভাল বা'স্‌তে পারি! না মন, তাকে আর ঠাঁই দিস্‌নি, মিছে পাগ্‌লামী করিস্ নি;—আর গোটাকতক ফুল তুলি।

(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আনতাঙ্গে পুষ্পচয়ন)

বস। (আত্মগত) মরি মরি মরি! কি মনোরম ভঙ্গি! যেন ফুলের ধনুখানি অনঙ্গ নিজে নত ক'র্‌ছেন; এ বিশ্ব-বিমোহন ভাব দেখে হৃদয় কি আর সংযত রাখা যায়!

"অনঙ্গরঙ্গপ্রতিমং তদঙ্গং
ভঙ্গীভিরঙ্গীকৃতমানতাঙ্গ্যাঃ।
কুর্ব্বন্তি যূনাং সহসা যথৈতাঃ
স্বান্তানি শান্তাপরচিন্তনানি॥"

অল। নাঃ, এ কিছু তন্ত্র মন্ত্র জানে নাকি? অজান্‌তে বা আমায় গুণ ক'র্‌লে! যাই সুকুমারের কাছে ;একা থাক্‌লে,—বিশেষ এই বাগানে

এলে, সে এসে মনকে যেন একেবারে আঁক্‌ড়ে ধরে! আচ্ছা মন, তোর পায়ে পড়ি, একবার সত্যি ক'রে বল্‌, এতদিন তোরে বুকে ক'রে ব'য়ে বেড়াচ্ছি, ঠিক ক'রে বল্‌ দেখি, যথার্থই কি আমি তাকে ভালবাসি? সত্যিই কি মন তুই এত ইতর হ'তে পারিস্‌? না না না!

বস। (আত্মগত) সব প্রকাশ ক'রে ফে'ল্‌ব নাকি? আর যে থা'ক্‌তে পারিনা! না না, তাহ'লে অলকা আর সাবধান হ'তে পা'র্‌বে না। রাজা তেজ বাহাদুরের ছেলে হ'য়ে আমা হ'তে দুঃখিনীর সর্ব্বনাশ হবে! না, প্রাণান্তেও না!

অল। আচ্ছা মন, ঐ ছুট্‌কী ব'লে দাসীটার ওপর আমার এত রাগ কেন? তাকে দেখ্‌লেই গা-টা যেন জ্ব'লে যায়! তার সব কাজকর্ম্মের খুঁট ধরি কেন? একদিন ঐ ছুঁড়ীটা ঐ—ঐ—ঐ—মালীটার—হাঁা, মালীটার সঙ্গে হেসে হেসে চোখ্‌ ঘুরিয়ে কথা ক'চ্ছিল, আর আমি আড়াল থেকে দেখে ফেলেছিলেম; তাই, না? না না না—তা—তাই তাই! আবার মিছে "না না" ক'রে গ্যাকামি ক'র্‌ছিস্‌ কেন? দূর্‌ দূর্‌, মন, ধিক্‌ তোরে! সংসারে স্বপ্ন দেখাবার কি আর কিছুই নেই, যে, প্রতি রাত্রে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে আমার ঘুমন্ত দৃষ্টিপথে আনয়ন করিস্‌? তার মুখ হ'তে কবি-বচন-সুধা নিঃসৃত ক'রে আমার অচেতন কাণে ঢেলে দিস্‌? আচ্ছা, সে দেখ্‌তে সত্যই সুন্দর; কিন্তু মন, তুই কি তাকে আমার চোখে আরও সুন্দর ক'রে দেখাস্‌ না? তাকে—তাকে—এক কথায়, সে যদি সামান্য চাকর না হ'ত, যদি মালী-গিরি ক'র্‌তে না আ'স্‌ত তাহ'লে—যাঃ তোকে চিনেছি, আর কোন কথা তোরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব না; যাই মুকুর কাছে। (পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রকাশ্যে) এ কি! তুমি কখন এলে?

বস। (অন্যমনস্কে বিস্ময়ানন্দে) আহা আহা! কি প্রেম-মাখা চক্ষু!

"অতন্দ্রচন্দ্রাভরণা সমুদ্দীপিতমন্মথা।
তারকা তরলা শ্যামা সানন্দং ন করোতি কম্॥"

অল। (অতি বিস্মিতভাবে) কি! কি! কি ব'ল্‌লে! তুমি—তুমি এমন কথা শিখ্‌লে কোথা?

বস। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! ক'রেছি কি! (প্রকাশ্যে ইতস্ততঃভাবে) এই—এই—এজ্ঞে।

অল। বলনা; অমন সুন্দর শ্লোক তুমি কোথায় পেলে?

বস। (আত্ম-সংবরণ করিয়া) ওঃ! শ্লোকের কথা ব'ল্‌ছ? তা—তা—আমাদের গাঁয়ে চৌবেজী ছিল কিনা, সে ছেলেবেলায় আমায় কত সব শ্লোক শেখাত।

অল। তুমি কি কখন-ও প'ড়েছ?

বস। কি, গাছ থেকে? হুঁ-উঁ-উঁ কত বার!

অল। (কৃপাব্যঞ্জক হাস্যে) দূর পাগল! বলি, কখন-ও লেখাপড়া শিখেছিলে?

বস। ক্ষেত্রীর ছেলে, নেই বা লিখ্‌তে শিখ্‌লেম? তরওয়াল ভাঁজ্‌তে পা'র্‌লেই হ'ল।

অল। তাও কি জান? তরওয়ালের খেলা?

বস। কোদাল পা'ড়্‌তে পা'ড়্‌তে কাঁচি ধ'রেছি, দরকার হ'লে তরওয়াল চালাতে পা'র্‌ব না?

অল। শ্লোকটির অর্থ কি জান?

বস। কেমন ক'রে জা'ন্‌ব? পুরুত ঠাকুর জানে; বোধ হয়, কোন দেবতার পায়ে অঞ্জলি দেবার মন্তর।

অল। অর্থ জাননা, তবে আমার মুখ দেখেই ব'ললে কেন?

বস। আমি বলিনি, মুখ দিয়ে কেমন আপনি বেরিয়ে গেল!

অল। ক্ষেত্রীর কি বিদ্যাশিক্ষা মানা? একটু লেখাপড়া জান্‌লে ত আজ এই ইতর চাক্‌রী মালীগিরি ক'র্‌তে হ'ত না?

বস। কালীমাখা গোলামীতে আর ফুল-ফোটান মালীগিরিতে তফাৎ কতটুকু?

অল। অনেক কথা শিখেছ যে দেখ্‌তে পাই।

বস। সরস্বতী নিজে দাঁড়িয়ে শেখালে, কে না শেখে!

অল। (ব্যঙ্গভাবে) বাঃ!

বস। আমি ত "বাঃ"; কিন্তু তুমিও ক্ষেত্রীর ঘরে জ'ন্মে এমন কি জেতের মান বজায় রেখেছ?

অল। আমি স্ত্রীলোক হ'য়ে কোথায় যাব? স্বয়ং দ্রৌপদীও বিরাট-রাজের অন্তঃপুরে সৈরিন্ধ্রী হ'য়ে ছিলেন!

বস। আর অর্জ্জুনও না অন্দরে কি একটা খুব সুন্দর মর্দ্দানা চাকরী ক'র্‌তেন?

অল। হ্যাঁ, উত্তরাকে নাচগান শেখাতেন। তা' কি ক'র্‌বেন? তাঁকে যে অজ্ঞাতবাসে থাকৃতে হ'য়েছিল।

বস। তার ওপর, চাকরীতে একটি বেশ উপ্‌রি পাওনা ছিল!

অল। কি রকম?

বস। হামেসা সেই কালো রূপসীর মুখখানি দেখ্‌তে পাওয়া!

অল। (সহাস্যে) তোমার ত আর কৃষ্ণা নেই?

বস। তৃষ্ণা আছে।

অল। সে বিকারের তৃষ্ণা; সাবধান! জল খেলে সন্নিপাত হবে!

বস। মরি! অন্তর্জলির সময় আর অত জলের ক'টকেনা কেন! আহা! তুমি যদি—

অল। আমি যদি কি?

বস। কিছু না; আচ্ছা, তুমিও ত খুব ভাল ভাল কথা কও, তুমি কি পড়া-শু'ন ক'রেছিলে?

অল। "পড়াবি' ত পড়া পো, না পড়াবি' ত সভায় থো।" আমি জন্মদুঃখিনী নই, আমার বাপ ভাই লেখাপড়া ক'রতেন; পুরুষেরা পুঁথি প'ড়ে যা একমাসে শেখে, মেয়েরা শুনে-শুনে দশ দিনে তা শিখ্‌তে পারে।

বস। তোমার কথা শুনে আমার লজ্জা হ'চ্ছে।

অল। লজ্জা থা'ক্‌লে বড়মানুষের বাগানের গাছে জল ঢা'লতে না এসে, বরং দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে খেতে!

বস। না হয় বিষ খেয়ে ম'র্‌তে পা'র্‌তেম, কেমন? তা দেখ, আমিও একবার ভেবেছিলেম যে কি করি? ভিক্ষা করি, না বিষ খাই—তা কিছু ঠিক ক'র্‌তে না পেরে, মনে ক'র্‌লেম যে একটা ভুক্তভোগী পাকা লোকের পরামর্শ নিই। তাই মহাদেবের কাছে গে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম যে, ঠাকুর! তুমি ত বিষ-ও খেয়েছ আর ভিক্ষে-ও অনেক ক'রেছ, তা বিষ আর ভিক্ষের ভাত—দুটোর ভেতর কি তফাৎ ব'ল্‌তে পার?

অল। তা মহাদেব কি ব'ল্‌লেন?

বস। ঠাকুর ব'ল্‌লেন,—"দেখ্‌তেই ত পাচ্ছ—বিষ খেয়ে আমার নিজের গলায় একটু দাগ প'ড়েছে মাত্তর, কিন্তু সোয়ামীকে ভিক্ষে ক'র্‌তে দেখে অন্নপূর্ণা আমার একেবারে কালী হ'য়ে গেছেন!

অল। আশ্চর্য্য! এসব রূপক তুমি কোথায় শিখ্‌লে?

বস। দুঃখীদাস গুরুম'শায়ের পাঠশালে; সেখানে পড়া নিলে অতি-বড়-মূর্খও রাতারাতি পণ্ডিত হয়।

অল। না, ভিক্ষার কথাটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে! কিন্তু একটু লেখাপড়া জান্‌লে ত আর সত্যি সত্যি মজুরি ক'র্‌তে হ'ত না!

বস। আচ্ছা, আমি যদি লেখাপড়া জা'ন্‌তেম, যদি দুঃখী না হ'তেম, তাহ'লে কি তুমি আমায় ভালবাস্‌তে পা'র্‌তে ?

অল। কেন আমি—আমি তোমাকে—আমি সকলকেই ত: ভালবাসি ; কবে তোমার কি অনিষ্ট ক'রেছি ?

বস। তা নয় ; আমি তোমায় ভালবাসি, তাই তোমার ভালবাসা চাই—তোমায় চাই।

অল। আমায় চাও ? তবে তোমার ভালবাসা নয় ? লোভ ?

বস। হবে ; তেষ্টায় জ্বলে জল চাইলে যদি লোভ হয়, আমারও লোভ হ'য়েছে ! দেখ অলকা, আমি মনে মনে আমাকেও জানি, আর তুমি কি, তাও দেখ্‌তে পাচ্ছি ; তোমায় আমায় যে মিল হ'তে পারেনা, তাও বুঝি। দুঃখী হ'লেই দুর্জ্জন হয়না ; পাছে তোমার সর্ব্বনাশ হয়, এই ভয়ে মনকে ভোলাতে অনেক চেষ্টা করিছি, তোমায় ভোল্‌বার জন্তে কতবার এখান থেকে পালাব পর্য্যন্ত মনে করিছি, কিন্তু পাচ্ছিনা ! আহা ! তুমি যা, যদি তা না হ'তে !

অল। কেন, আমি কি ?

বস। কিছু না।

অল। আচ্ছা, আমি ত যা, তাই ; তুমি কি ?

বস। আমি ? আমি—আমি-ও যা, তা যদি না হ'তেম !

অল। বেশ ; যা হ'লে ভাল হ'ত, দুজনের কেউই যখন তা নয়, তখন ও কথা তোলারই দরকার নেই।

বস। তুমি বেশ !

অল। কেন বল দেখি ?

বস। মনের খুব জোর আছে।

অল। কেন, মনে আমার কি হ'য়েছে ?

বস। কি হ'লেও কি মেয়েমানুষ সহজে প্রকাশ করে ?

অল। ওসব কথা কও ত আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

বস। একটু থাকনা দেখি, তাতে আর দোষ কি ? জানি, তোমায় ভুল্‌তে হবে ; কিন্তু সহজে পাচ্ছিনা।

অল। মহারাজকে ব'লে দেব—কা'ল থেকে তোমায় একটু একটু শুষনি শাকের ঝোল রেঁধে দেবে।

বস। কেন ?

অল। বেশ ঘুম হবে ; তা হ'লে আর রা'ত জেগে জেগে ভা'ব্‌বেনা।

বস। ঘুমুলে স্বপ্ন আছে।

অল। রাত্রে একটু কম ক'রে আহার ক'র ; অজীর্ণ হ'লেই লোকে স্বপ্ন দেখে।

বস। এমন সুখের অসুখ অজীর্ণ !

অল। দেখ, গরিব মানুষ কেন মারা যাবে, ভালবাসা টাসা সব মিছে। রা'তদিন একজনকে খুব সুন্দর মনে ক'রে ভাব্‌তে ভাবতে মনের একটা বিকার হয় ; তোমারও তাই হ'য়েছে। ও একটা ব্যারাম। আমি যা উপায় বলি, তাই ক'র, দুদিনে রোগ সেরে যাবে।

বস। কি উপায় ?

অল। মনে মনে আমাকে খুব—খুব কালো ভাব্‌তে থাক।

বস। তখন মনে হবে,—চম্পা, গোলাপ, চাঁদ—এরা সব কালো হ'লনা কেন ? তাহ'লে না জানি আর-ও কত সুন্দর হ'ত !

অল। আচ্ছা তা না হয়, মনে ক'র্‌তে থাক,—আমি তোমায় অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করি—

বস। তাই ত কর ! আর তাই ক'রে যেন আমার তেষ্টা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছ।

অল। শোননা—তোমায় খুব তাচ্ছিল্য করি, আর—আর এক-জনকে ভয়ানক ভালবাসি। তার সঙ্গে যেন আমার বিবাহ—

বস। তোমায় ওষুধ দিতে হবেনা; আমার এ রোগ আমি জন্ম জন্ম ভোগ ক'র্‌ব।

অল। ব্যারাম পুষে রা'খ্‌বে?

বস। যার ব্যারামই আরাম, সে কেন রোগ তাড়াতে চা'বে?

অল। এ তোমায় দেখ্‌ছি কিসে পেয়েছে!

বস। পরীতে বোধ হয়!

অল। বেশ; থাক তোমার পরী নিয়ে। আমি কিন্তু তোমায় ব'লে রাখ্‌ছি—আমি তোমায় দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারিনি। কেন, তুমি কে? কিসের মানুষ তুমি, যে, আমায় জোর ক'রে ভালবাসাবে? লজ্জা করে না! আমায় ভাল বা'স্‌তে তোমার সাহস হয়! আমি—আমি তোমায় ভালবাস্‌ব! ছি! ছি! ছি! ছি!

বস। চুপ্‌ কর, চুপ্‌ কর—মনের কথা মনে রাখ, আমায় কাণে শুনিয়োনা!

অল। সত্যি কথা ব'ল্‌ব, তার আবার চুপ্‌ কিসের?

বস। শুনিছি—যখন বাজ একেবারে মাথায় পড়ে, তখন লোকে বড় কষ্ট বুঝ্‌তে পারেনা; কিন্তু বাজের শব্দে বুক ভেঙ্গে দেয়, প্রাণ উড়ে যায়।

অল। তবে থাক, আমি চল্লেম।　　　　(প্রস্থানোদ্যত)

বস। যেও না।

অল। মিছে মানা কর কেন? থা'ক্‌লে ত আর আমার মুখে মিষ্টি কথা শুন্‌তে পাবেনা?

বস। না হয় রুষ্ট কথাই কও।

অল। তাতে লাভ ?

বস। তবু তোমার মুখের কথা ; আগুন, ঠাণ্ডা জলেও নেবে, গরম জলেও নেবে।

অল। কিন্তু যে আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে জল ঢালে, সে তাপে পুড়ে যায়।

বস। তবে থেকে কাজ নেই, তুমি এস ;—না, আমিই স'রে যাচ্ছি।

অল। শোন, আচ্ছা, যদি—কথার কথা ধর, যদি তুমি আমায় বিবাহ কর, তাহ'লে কি সুখী ক'র্‌তে পা'র্‌বে ? নিজেও কি সুখী হ'তে পা'র্‌বে ?

বস। না।

অল। বেশ একটু ভেবে উত্তর দাও।

বস। অনেক—অনেক ভেবেছি।

অল। তবে ?

বস। তুমি আমার হ'বার নয়, তাও বুঝিছি ; আবার—এও বুঝিছি আমার চোখের নেশা নয়,—ভালবাসা।

অল। বেশ ত, আসঙ্গ-লালসা কেন ? কেবল ভালবেসেই কি সুখ নেই ?

বস। আছে ; কিন্তু তুমি যদি কখন কাকেও ভালবাস, তবে কি তার ভালবাসার আশাও রা'খ্‌বে না ? তোমার মন কি তখন তাকে কাছ-ছাড়া ক'র্‌তে চাইবে ?

অল। (ঈষৎ হাস্যে) কি জানি ! তবে নারী সেবার প্রয়াসী ; তা ছাড়া পুরুষের অনেক কাজ আছে, কিন্তু ভালবাস্‌তে রমণীর জন্ম।

বস। আর ভালবাসাই ত পুরুষকে কাজ করায় ; আমি যদি না ফুল

পাতা ভাল বা'স্তেম, তাহ'লে কি তরুলতার সেবা ক'র্তে পা'র্তেম? ভালবাসার নেশাতেই আমি এতদিন মালীগিরি ক'র্তে পার্‌ছি।

অল। (ঈষৎ হাস্যে) কেবল ফুলকে ভালবেসে?

বস। যার মুখখানি দেখ্‌বার জন্যে ফুলও আকুল হয়, তাকেও।

অল। মালীর সুখ—ফুল ফুটিয়ে, ফুল দেখিয়ে, ফুল দেখে'।

বস। আর ফুলের কাছে কাছে থেকে।

অল। সে ভালবাসাই ভালবাসা, যাতে কামনা নেই; দেখ, কোথায় চাঁদ আর কোথায় কুমুদ, যুগ যুগান্তর যুগলের প্রেম চ'লে আ'স্‌ছে; সম্ভোগ নেই, তাই অবসাদও নেই; কুমুদিনীকে হাসিয়েই চাঁদের হাসি ধরেনা। দেখ, এ কি কৌতুক!

বস। (বিষাদিত হাস্যে) তোমার আমার চোখে কৌতুক হ'তে পারে, কিন্তু দেখে দেখে না পেয়ে, গরিব চাঁদের ক্ষয়রোগ ধ'রেছে।

অল। কুমুদের প্রেমে নয়, আপনার কলঙ্কের কথা ভেবে।

বস। (মনের বিষম আবেগে) কেন তুমি দাসী হ'লে!

অল। তা না হ'লে এই সব কথা কওয়া দূরে থাক্, আমার সাম্‌নে তোমার মুখ তুলে দাঁড়াতেও কি সাহস হ'ত!

বস। (স্বগত) না, এর স্পর্দ্ধা আর সহ্য হয়না; ইচ্ছে হ'চ্ছে—আমি কে, এখনি একবার তা জানিয়ে দিই; দেখ্‌ছি—গোলামীর মধ্যেও কুলীনত্ব আছে; আমার এই ছদ্ম হীনাবস্থাই ওর আমার প্রতি ঘৃণার কারণ; বাবুয়ানীর চুল বেঁধে দেন ব'লে আর মালীকালী গ্রাহ্যের তলে আসেনা!

অল। (স্বগত) আমার কথাটা একটু কড়া হ'য়েছে। আহা! একবারে যেন থ'ম্‌কে গেছে! না, দুঃখ দেখান হবেনা, তাহ'লে মনে আশার সঞ্চার হ'য়ে শেষ গরিব বেচারির বুকখানা ভেঙ্গে যাবে।

বস। (স্বগত) সেই ভাল ; এ নিষ্ঠুর খেলা আর খেলে কাজ নেই ; তবে ওর ভ্রমটা ভেঙ্গে দিতে হবে। আমার সত্য পরিচয়টা একবার দিয়েই তৎক্ষণাৎ এস্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে যাব। (প্রকাশ্যে) দেখ অলকা—

অল। থাক্ ; দেখ, তোমায় আমায় আর দেখা-শুনা না হওয়াই ভাল ; এতে তোমার—

বস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বুঝিছি—তোমায় আমায় কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়া একেবারে অসম্ভব ; কিন্তু তুমি যা মনে ক'রেছ, সেজন্যে নয় ;—(নেপথ্যে অবলোকন করিয়া) কি আপদ ! রায়সাহেব যে বাগানে !

অল। তাই ত ! যাও যাও, আমিও যাই।

বস। একটা কথা ; যা ভাব্‌ছ, ঠিক তার—

অল। দু'জনকে নিরালা কথা কইতে দেখ্‌লে মুস্কিল হবে ; যাও যাও, চ'লে যাও।

বস। কেবল একটা কথা ; রায়সাহেব এতদূর ঘুরে আ'স্‌তে আ'স্‌তে ব'লে নিচ্ছি, একটা ভারি দরকারি কথা, গোপন—

অল। এখন না, এখন না, অন্য সময়—কা'ল—(গমনোদ্যত)

বস। আচ্ছা কাল সন্ধ্যার পর, ঐ দিঘীর ধারে লতাঘরে, যেও—নিশ্চয় যেও, বড় গোপন কথা।

অল। (বিস্মিতভাবে) গোপন কথা !

বস। হ্যাঁ, ভয়ানক গোপন কথা, তোমায় শুন্‌তেই হবে, কোন ভয় নেই আমি দিব্যি ক'রে ব'ল্‌ছি, সেই কথাটি শোন্‌বার পর তোমায় আমায় সব শেষ হবে, তুমি আর আমায় দেখ্‌তে পাবেনা।

[প্রস্থান।

অল। গোপন কথা ! দেখা করা কি উচিত ? কেন আমার ভয় কি ? শুনিই না কি বলে। (নেপথ্যে দেখিয়া বিদ্রূপাত্মক হাস্যে) এই

নাও নবীন নাগর যে আমার এসে পৌঁছুলেন! স’রে প’ড়লেই কি নিস্তার আছে! দেখি—(যাইতে যাইতে) সবাই বলেন “ভালবাসি” বেশ, বাসোনা কেন—তা—নয় ভালবাসি কি না তোমার সর্ব্বস্ব নিতে ভালবাসি, আমার লালসার দাসী ক’র্‌তে ভালবাসি, প্রেয়সী তোমার সর্ব্বনাশ ক’র্‌তে ভালবাসি।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

(গায়িকাগণের প্রবেশ)

গীত।

প্রেম হয়না ত হাটে বেচা কেনা।
প্রাণ ফেলে গেলে বিনি মূলে প্রেমিক যায় চেনা॥
সুজনের প্রেম করা নয় বেণের বেসাতি,
খতিয়ে খাতায় লাভালাভ হিসেব রাতারাতি,
ফিরে মণদরে মন পাবে ব’লে মহাজনে মন স’পেনা॥
থাক্‌লে লোকসানের ভয় লাভের আশার সাথে,
ভালবাসার নেশায় সোয়াস্তি কই তাতে,
চিন্তাতে প্রাণ তাতে তার লাভের লোভ প্রাণ দে দেনা।
কিন্তু আপনাকে দান দিলে আর নেবার আমি থাকেনা॥

[প্রস্থান।

(অলকার প্রবেশ)

অল। (সহাস্যে) কি গেরো! বুড়ো যেন আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; যত দোষ বাবার। ছোট থা’ক্‌তে থা’ক্‌তে তাঁর সেই বন্ধুনন্দনের

সঙ্গে আমার গাঁ'টছড়া বেঁধে দিলে ত আর কোন গোল থা'কৃত না; তা নয়, আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে বুড়োধাড়ী ক'রে রা'খ্‌লেন! তাইত চোখ ফুট্‌ল, প্রেম বুঝ্‌লেম; নাও, এখন প্রেমিকের উৎপাতে অস্থির। দেখ্‌ছি গুণ্‌তি হিসেবে প্রেমিক ধ'র্‌লে রাজকন্যার চেয়েও দাসীর বরাতে জোর বেশী! পদ্ম পাঁকে জন্মায়, জলে ভাসে, তাই তার কাছে এত মৌমাছির আমদানী, চাঁপা উঁচু ডালে ফোটে ব'লে কি অলি সেথায় এগোয় না? সুকুমারের ত একটি তিলক, আমার মোসাহেব আছেন, মালী আছেন, কর্ত্তা—

(দর্পনারায়ণের প্রবেশ)

দর্প। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ—(কাশী) থক্ থক্—এই—থক্ থক্—এইবার—থক্—থক্—থক্—

অল। (সহাস্যে) কি হ'ল?

দর্প। থক্—থক্—এই—এই—কে—থক্—থক্—থক্—কে—কে—কে—

অল। (সহাস্যে) এই গেল বুঝি!

দর্প। না! হাঁ—হাঁপ্—থক্—থক্—থক্—হাঁপিয়ে—থক্—থক্—থক্—গেছি—কেমন—ধরিছি—থক্—থক্—

অল। লোকজন ডা'কৃব নাকি?

দর্প। না—না—এই—সাম্—সাম্‌লেছি—থক্—থক্—এঁ—হেঁ—হেঁ—(গলা পরিষ্কার করিয়া)

অল। মাথায় থাব্‌ড়া মা'র্‌ব?

দর্প। (সামলাইয়া) নাঃ, হাত বুলোও।

অল। আপনি পুরুষ-কেশরী; আমার মত একজন কিশোরী কি আপনার মাথায় হাত বুলোতে পারে!

দর্প। (হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ! বুঝিছি বুঝিছি—তুমি মাথায় হাত-বুলোনোর আর এক অর্থ ক'রেছ; তা তুমি দেখ্ছি বড় বুদ্ধিমতা, আমি যে সিংহ রাশের পুরুষ, তা তুমি এক আঁচড়ে চিনে ফেলেছ, আর আমার ঐ বোকা মেয়ে তুলসীটা এতকালেও চি'ন্তে পা'র্লে না। এই জন্যেই তোমায় আমি ভালবাসি।

অল। আমার সৌভাগ্য।

দর্প। নিঃসন্দেহ; আমি তোমার সৌভাগ্য আরও বেশী ক'রে বৃদ্ধি ক'র্বার চেষ্টায় আছি।

অল। আপনার মত বড়লোক বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ তালুকদার আমায় দয়া ক'রে ভালবাসেন, এর চেয়ে বেশী সৌভাগ্য আর আমার কি হবে?

দর্প। হবে বৈকি! তোমায় কি অল্পে ছা'ড়্ব? এখন আমার ভালবাসাটা ঠিকে-বিলি আছে, ওটা তোমায় মৌরশ ক'রে দিতে চাই; নিজের মন অনেকটা ঠিক ক'রে এনেছি; এখন—

অল। (ঈষৎহাস্যে) আমার মন হ'লেই হয়, কেমন?

দর্প। তা তোমার মন আছে, আমি বু'ঝ্তে পেরেছি।

অল। কিসে?

দর্প। এই যে আমায় নিয়ে এতক্ষণ ছুটোছুট করিয়ে লুকোচুরী খে'ল্লে!

অল। আপনি যে রকম তাড়া করেন, আমি পালাতে পথ পাইনা।

দর্প। আজ তোমার মুখখানা বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে।

অল। অমনি ক'রেই কি অবলা কুমারীর মন ভোলাতে হয়।

দর্প। বাঃ! বাঃ! এমন সব মিষ্টি কথা তুমি শিখ্লে কোথায়? এস এস, কাছে এস।

অল। (ঈষৎহাস্যে) না, আমি বেশ আছি।

দর্প। আরে তুমি বেশ থা'ক্‌লে হবে কি? আমি যে জখম হ'চ্ছি! এস, স'রে এস।

অল। (ঈষৎহাস্যে) ছিঃ!

দর্প। বাঃ! বাঃ! আর একবার বল।

অল। কি?

দর্প। অমনি ক'রে "ছিঃ"! তোমার মুখের শ্রীতে "ছিঃ" পর্য্যন্ত মিষ্টি হ'য়ে যায়।

অল। আমি বাড়ীর ভেতর যাই। (গমনোদ্যতা)

দর্প। যাবেইত, একটু দাঁড়াও না। আচ্ছা অলকা, তোমায় সর্ব্বদাই এই বাগানে দেখ্‌তে পাই কেন? এখনো ত অরুচির অবস্থা হয়নি যে, কচি কচি শশা মূলো চুরি ক'রে খাবে, এখানে কোন ভালবাসার লোকের সঙ্গে দেখা হয়না ত? ঐ ছোকরা মালীটা দেখেছি—

অল। ছিঃ—ছিঃ—ও কি কথা! আমায় তেমন মনে ক'র্‌বেন না; আমি পুরুষের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিনা; আমি শুনিছি, পুরুষ বড় অবিশ্বাসী, কঠিন—

দর্প। ঐ ছেলে ছোক্‌রাগুলো। ঠিক ব'লেছ; কি দেখে যে যুবতী সুন্দরীরা ঐ ডব্‌কা ছোঁড়াদের ভালবেসে ফেলে, আমি ত তা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনা।

অল। (শ্লেষে) না?

দর্প। সত্যি ব'ল্‌ছি, ছুঁড়ীদের ঐ রকম কুরুচি দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে যাই।

অল। বটে! আচ্ছা আপনার নিজের যখন পঁচিশ বছর বয়েস ছিল, তখনও কি যুবতীদের কুরুচিতে অবাক্ হ'তেন?

দর্প। আহা, সে আমাদের সেকালের কথা ছেড়ে দাও; আমি এখনকার ছোঁড়াদের কথা ব'ল্‌ছি।

অল। ওঃ! তা দেখুন, যদি আমার কখন কুরুচি হয়—যদি অধঃপাতের উৎকট সুখ নিতান্তই আমার অদৃষ্টে থাকে, তাহ'লে আমি দেখেশুনে বেছেগুছে দিব্যি একটি আশী পঁচাশী বছর বয়েসের রস-সাগরকে—

দর্প। না না, অতটা নয়—অতটা নয়; তবে আমি বিস্তর লোক দেখেছি যে, ষাট বাষট্টি পার হ'য়েও শরীর বেশ রেখেছে, আর তার ওপর যদি দাওয়াই টাওয়াই—

অল। না, তা হবেনা; বয়েস ত এই রকম হ'বে, তার ওপর তাঁর ভাল ব'নেদি রকম হাঁপানি থাকা চাই! সখার আমার সারা রা'ত বুকের ভেতর বকম্ বকম্ ক'রে পায়রা ডা'কৃতে থা'কৃবে, আর আমি প্রেমে ডগমগ হ'য়ে কণ্ঠায় পুরোণো ঘি :মালিশ ক'র্‌ব! আর তার সঙ্গে যদি একছিটে গেঁটে বাত থাকে—

দর্প। এঃ! তুমি ঠাট্টা ক'র্‌ছ?

অল। ঠাট্টা কিসের? যার যেমন পছন্দ; আমি সাবেক জিনিষ বেশী ভালবাসি; পুরোণো তেঁতুল, পুরোণো গুড়, পুরোণো ঘি উপকারী কত!

দর্প। সত্যি? মনের কথা ব'ল্‌ছ!

অল। শুধু মনের কথা? জ্ঞানের কথা! শুনিছি, ভাল ভাল খাইয়ে লোকে বলে "কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ—", তা স্বামীও ত এক রকম ভেড়াজাতীয় জীব, সুতরাং বৃদ্ধ হওয়াই ভাল।

দর্প। যদি বুঝে ব'লে থাক, কথাটা খুব জ্ঞানের কথা বটে; তবে তোমায় বলি শোন,—আমারও ঐ মত, অনেক দিন মনে মনে চেষ্টা ক'রে ক'রে এইবার সুকুমারের জন্যে একটি পাত্র ঠিক ক'রেছি।

অল। (সোদ্বেগে) সে কি ! কে ? কাকে ? কেমন বর ?

দর্প। খুব ধনী মানুষ, তার ওপর তার যে দৈববিদ্যা আছে—

অল। দেখ্‌তে কেমন ?

দর্প। চমৎকার সুপুরুষ ! প্রায় আমারই মতন !

অল। (সবিস্ময়ে) সে কি ! বয়েস কত ?

দর্প। বয়েস আবার কি ! স্ত্রীলোকের বয়েস তার মুখে, আর পুরুষের বয়েস তার নিজের মনে ; কত কুড়ি-বছরের ছোঁড়া মন পাকিয়ে বুড়িয়ে যায়, আর কত লোক তপ্ত তাজা মনের গুণে ষাট পার হ'য়েও লাট হয়না ; এই দেখনা ফুলচাঁদবাবু—

অল। বলি ; তবু পাত্রটির বয়েস শট্‌কের হিসেবে কত দাঁড়াবে ? দেখ্‌তে আপনার মতন ব'ল্‌ছেন, চুল-টুল পেকেছে নাকি ?

দর্প। ধপ্‌ধ'পে সাদা চুলে তাঁকে বেশী মানায় ব'লে, তিনি তাই রেখেছেন, নইলে তিনি মনে ক'র্‌লে এক দিনে সেই চুল লাল নীল সবুজ কালো—যা ইচ্ছে, তাই ক'র্‌তে পারেন।

অল। কি, ভেল্কী লাগিয়ে ? বাজীকর নাকি ?

দর্প। বাজীকর নয়, বাজীকরণ ঔষধে তিনি সিদ্ধ। যে মুহিম্‌-বয়বাদি এত কাল তল্লাস ক'চ্ছিলেম, গুল্‌জার বাহাদুর তার চেয়েও জবর রসায়ন জানেন ; বাদশাই দিয়ে বাদসা যে চিজ্‌ পাননা, আমায় কৃপা ক'রে তা মোফৎ দেবেন স্বীকার ক'রেছেন। অলকা, শোন,—সুকুমারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেবার পরই আমি আবার যৌবন ফিরে পাব ; তোমার জন্যেও এক পুরিয়া চেয়ে নিয়ে তোমায় চিরযৌবনী ক'রে রা'খ্‌ব।

অল। এ কোন্‌ জোচ্চর এসে জুট্‌ল !

দর্প। এঃ ! তোমায়ও দেখ্‌ছি ফুলচাঁদের রোগে ধ'রেছে ; কেবল অবিশ্বাস ! দেখগে চল্লিশ পঞ্চাশ ক্রোশ দূর থেকে কাণা খোঁড়া,

জরা ওষুদ খেতে আ'স্‌ছে, আর একেবারে তাজা পদ্মলোচন হ'য়ে বাড়ী ফির্‌ছে!

অল। তা সত্যিই যদি গুণী লোক হয়, তা ব'লে কি এই বয়েসে নিজের সুখের জন্যে বাপ-মা-হারা বালিকাকে একটা বুড়োর কাছে বিক্রী ক'র্‌বেন?

দর্প। দেখ অলকা, তোমায় ভালবাসি ব'লে মাফ্ ক'র্‌লেম্, তুলসী হ'লে এতক্ষণ—

(তুলসীর প্রবেশ)

তুল। শূলে দিতে! কেমন?

দর্প। (অবাক্ ও অপ্রস্তুত) আ গেল যা, এ কোথায় লুকিয়ে ছিল?

তুল। লুকিয়ে! এমন কাজ তুলসী করেনা, যা লোকের কাছে লুকোতে হয়!

দর্প। তাই ব'ল্‌ছিলেম, অলকা চুরি ক'রে শশা খেয়োনা; আর কিছু না হ'ক্, তোমার হাতখানিতে কচি শশার কাঁটাও ত ফুটে যেতে পারে! যদি—

তুল। উঃ! দরদ্ যে আর ধরেনা! জন্ম গেল বাসন মেজে, এখানে এসে 'সুকী'র আদরে আদরে একেবারে বিবি হ'য়ে প'ড়েছেন; শশার কাঁটা হাতে ফুট্‌বে!

দর্প। একান্তই যদি খেতে ইচ্ছা হয় আমাকে ব'ল্লেই ত—এই মালীদের ব'ল্লেই ত শশা তুলে দিয়ে আসে!

তুল। আবার কাপ ক'রে শশার কথা তুলে সব ঢাকা দেওয়া হ'চ্ছে! ছিঃ! ছিঃ! যেখানে কর্ত্তা মন্দ, সে সংসারে কখন ভদ্রস্থ থাকে! (অলকার প্রতি) হেঁলা! বল্‌না, বল্‌বার মুখ থাকেত বল্‌না—এখানে আড়ালে দাঁড়িয়ে কি কথা হ'চ্ছিল?

দর্প। মরি মরি! ভদ্রলোকের মেয়ের মুখের কথা দেখ!

তুল। চাকরাণী আবার ভাল কথার কি জানে যে, তার সঙ্গে ভদ্র-লোকের মত কথা ক'ব!

দর্প। তা কুকুরেও ত মানুষের মত কথা কয়না ; আজ থেকে লখিকে আর "আয় আয়" ব'লনা, "ঘেউ ঘেউ" ক'রে ডে'ক!

তুল। বুদ্ধি দেখ! (অলকার প্রতি) বলি হেঁগা মা ঠাকরুণ কথাটা কি হচ্ছিল, শুন্‌তে কি পাইনা?

দর্প। নাই বা পেলে?

অল। আপনি যখন এলেন, তখন সুকু—বাবুয়ানীর বিবাহের কথা হ'চ্ছিল, রায়—

তুল। আর তার আগে?

অল। রায়সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।

দর্প। তার আগে? তার আগে! কি ব'ল্‌ছিলেম, ব'ল্‌ব?

তুল। ব'ল্‌বার মুখ আছে?

দর্প। দর্পনারায়ণ রায় দুনিয়াতে কাকেও ভয় ক'রে কথা কয় না! আমি অলকাকে যা ব'ল্‌ছিলেম, তার তাৎপর্য্য এই যে, সুকুমারের বিবাহ দিয়ে তাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠা'লে, আমার পুরী প্রাণ দুই-ই ত অন্ধকার হ'য়ে যাবে, তখন তুমি যদি অলকা আমার এ দু'টি আলো ক'রে থা'কৃতে সম্মত হও, তাহ'লে আমি তোমায় আমার সংসারের লক্ষ্মী ক'রে সুখী হই।

তুল। দাসীকে?

দর্প। স্বজাতীয় অনাথা কন্যাকে।

[অলকার প্রস্থান।

তুল। ছিঃ ছিঃ! এই বয়েসে? তা পুরুষের দোষ কি! মেয়েমানুষ

বেহায়া হ'য়ে সাহস না দিলে—হৈলা সর্ব্বনাশী! একটা এত বড় ঘর নষ্ট ক'র্‌তে—(অলকাকে না দেখিয়া) ছুঁড়ী গেল কোথা? পালাবি কোথা, দাঁড়া দেখ্‌ছি—(গমনোদ্যতা)

দর্প। তুলসী, যদি অলকাকে তুমি একটা রূঢ় কথা বল, তা'হ'লে—

তুল। তা' হ'লে কি ক'র্‌বে, শুনি?

দর্প। সুকুর বিবাহের আর অপেক্ষা ক'র্‌বনা, তার আগেই সত্যি সত্যি তোমায় তোমার বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব।

তুল। তা' ত দেবে; কিন্তু শুন্‌ছি, নাৎনীকে গছিয়ে দেবার জন্যে নাকি কোত্থেকে এক জোচ্চোর জুটিয়ে এনেছ? না, বেশ হ'য়েছে! যেমন আইবুড়ো ধেড়ে ক'নে, তেমনি থুব্‌ড়ো বুড়ো বর!

দর্প। আঃ তোমার বুদ্ধি! ওঁর কি পাত্রী মেলেনি ব'লে বিবাহ হয়নি, উনি যে এতদিন হিমালয়ে তপস্যা ক'চ্ছিলেন।

তুল। তা' অতদূর এগিয়ে যমালয়ে না গিয়ে, এখানে ফিরে এলেন কেন?

দর্প। অতুল সম্পত্তি কেবল দান খয়রাতে আর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ওষুধ তৈরিতে খরচ ক'চ্ছেন! সংসারী হ'তে কি সহজে সম্মত হন? আমি কত সাধ্য সাধনা ক'রে জনক রাজার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, তবে অনেকটা রাজি ক'রেছি; আমার ওপর ওঁর বিশেষ কৃপা হ'য়েছে; নইলে হঠ-যোগ ছেড়ে—

তুল। এখানে শঠ-যোগ ক'র্‌তে আস্‌বেন কেন? কৃপা খুবই হ'য়েছে!

দর্প। আরে বোকা মেয়ে, জোচ্চোর হ'লে আর আমার চোখ এড়িয়ে যায়! আমি সাঁচ্চা ঝুটো দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারি। আমার সঙ্গে চুক্তি হ'য়েছে যে, প্রথম,—বিবাহের সময় আমি একটি পয়সাও যৌতুক ব'লে

দিতে পা'র্‌বনা; দ্বিতীয়,—কন্যা স্বেচ্ছায় তাঁকে বরণ না ক'র্‌লে তিনি বিবাহ ক'র্‌বেন না। তা' সুকুমার কখন আমার কথার অবাধ্য নয়, লক্ষ্মী মেয়ে; আমি যা'কে ব'ল্‌ব, তা'কেই স্বামী ব'লে বরণ ক'র্‌বে।

তুল। সেটা ঠিক; মেয়ের যা বয়েস, তা'তে ত চরণ বাড়িয়েই আছে! এখন বরণ হরণ যা' হয় একটা হ'লে হয়!

দর্প। সে যা'ই হোক্, তুমি যেন অনুগ্রহ ক'রে ভাঙ্‌চি দিওনা।

তুল। আমার দায়টা! একটা জোচ্চোরের হাতে শিক্ষে পাও, তা'তেও যদি ঘটে বুদ্ধি আসে। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ঐ নাও, তোমার আর এক বুদ্ধিমান্ আ'স্‌ছেন; ফুলচাঁদ! যমের ভুলচাঁদ!

[প্রস্থান।

দর্প। এটা মিথ্যা বলেনি; ফুলচাঁদের এখনও পুরো বিশ্বাস জন্মাচ্ছে না; গুল্‌জার বাহাদুরকে জোচ্চোর মনে ক'রে রেখেছে! একরকম মন্দ হ'চ্ছেনা; যত লোক ঠক্ মনে ক'রে ঠ'কৃতে থাকুক, আর আমি ইতিমধ্যে ঝাঁ ক'রে নাৎনী দিয়ে বেঁধে ফেলে ভাল ভাল ওষুধ সব আদায় ক'রে নিই; যৌবন কি, হয়ত অমর হ'তেও পা'র্‌ব!

(ফুলচাঁদ বাবুর হাস্য করিতে করিতে প্রবেশ)

ফুল। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! কন্যা এসে প'ড়ে বড়ই আমোদে বাধা দিয়ে ফেলেছে! কেমন, না রায়সাহেব?

দর্প। কেন—কেন— আমোদ! কিসের আমোদ?

ফুল। (সহাস্যে) আর লুকুচ্ছেন কেন? আমি অনেকক্ষণ এসেছি, তবে তুলসী-মাকে আ'স্‌তে দেখেই একটু স'রে ছিলেম; মা লক্ষ্মী আমার ওপরও বিশেষ তুষ্ট ন'ন। তবে রায়সাহেব, যৌবন ফিরে পাবার আগেই যুবতীর অনুরাগ সঞ্চয় ক'র্‌ছেন নাকি?

দর্প। (অপ্রতিভভাবে) ওঃ! ঐ বুঝি, এর সঙ্গে কথা ক'চ্ছিলেম, তাই ব'ল্‌ছ ? ঐ যে—ঐ—দাসীটা—ঐ—কি নাম ভাল ওর—

ফুল। বদনমণি বুঝি, না ? হাঃ! হাঃ! হাঃ! (হাস্য)

দর্প। আরে না না। অমন বিট্‌কেল্ নাম কেন হবে ? ঐ যে—হ্যাঁ হ্যাঁ—অলকা অলকা ; তা কি জান, ঐ মেয়েটা লুকিয়ে শশা চুরি ক'রে খায় ; তাই ওকে বোঝাচ্ছিলেম যে, শশায় পৈত্তিক নাশ করে বটে, কিন্তু—কিন্তু—

ফুল। (সহাস্যে) বাতিক বৃদ্ধি করে। তা লজ্জা কি দাদা, সুকুমারের বিবাহ দিয়ে আপনিও ফিরে গণ্ডূষ করুন না, গৃহশূন্য হ'য়ে থাকা ভাল নয় ; বিশেষ যখন নাৎ-জামাইয়ের কল্যাণে আবার যৌবন লাভ ক'র্‌বেন স্থির ক'রেছেন,—

দর্প। হা'স্‌ছ ? তোমার দেখ্‌ছি, এখনও সন্দেহ আছে ; আচ্ছা, চোখের ওপর তোমার ঐ বুড়ো ডাল-কুত্তাটাকে ত উনি সেই পুরিয়াটা খাওয়ালেন, তার খানিক পরেই দেখ্‌লে না যে কুকুরটা যেন হ'ন্তে হ'য়ে বেড়া'তে লাগ্‌ল,—তাই ত যৌবন—

ফুল। কি হন্তে হওয়া ?

দর্প। তা' একটা সামান্য কুকুরের ওপর যখন ওষুধ ফলে, তখন আমার ওপরেও ফ'ল্‌বে না কেন ?

ফুল। তা আপনিই ভাল বোঝেন।

দর্প। এই—এই কথা ; আমি যে ভাল বুঝি, এইটে বু'ঝ্‌লেই তোমাদের আর কোন গোল থাকে না।

ফুল। যা'ক্ ; সুকুমারকে বিবাহের কথা ব'লেছিলেন ? তার মনের ভাব কি বুঝ্‌লেন ?

দর্প। শালী হাসে, বিশ্বাস করেনা ; বলে—"যদি বুড়ো বয়কেই

মালা দিতে হয়, তবে"—তোমার নাম ক'রে বলে—"ফুলদাদা কি অপরাধ ক'র্‌লেন ?"

ফুল। কিন্তু আপনার গুল্‌জার বাহাদুর ত সুকুমারের মত না হ'লে বিবাহ ক'র্‌তে স্বীকার ক'র্‌বেন না।

দর্প। সে ভয় নেই, সুকুমার আমার বড় লাজুক—কা'ল্‌কের মেয়ে; বিবাহের কথায় সে কোন আপত্তিই তুল্‌বেনা; আমি যা ব'ল্‌ব, তাই ক'র্‌বে। বিশেষ, আমি তাকে শিখিয়ে দিইছি যে, সে যদি আব্‌দার ধরে, তাহ'লে বাহাদুর নিজের চুলগুলোও কাল ক'র্‌তে রাজী হবেন। একটা গুলি কি পুরিয়া খেলেই, শরীরে যা কিছু বয়েসের লক্ষণ দেখা গেছে, সবই শুধ্‌রে গিয়ে একেবারে নবনারীকুঞ্জ হ'য়ে যাবেন।

ফুল। আপনার চেয়ে আর বেশী বুদ্ধি কার ? যা ভাল বোঝেন, করুন; কিন্তু শেষ আমায় দুষ্‌বেন না।

দর্প। এতে তোমার দোষই বা কি, গুণই বা কি ? তুমি ত আর ওঁকে খুঁজে বা'র করনি ? তোমার পরামর্শ শুন্‌লে অমন গুণী লোকটা হাতছাড়া হ'য়ে যেত; তবে যে তোমার বাড়ীতে বাসা নিয়েছেন, সে আমার যেমন অনেকটা কৃপা ক'রেছেন, আমার বন্ধু মনে ক'রে তোমাকেও একটু কৃপা ক'রেছেন—এই পর্য্যন্ত বৈ ত নয় ?

ফুল। সুকুমারকে তিনি দেখেছেন কি ?

দর্প। না, কখন আর দেখ্‌লেন ? কা'ল দেখা করাব। সুকুমার আমার সোণার প্রতিমা—আবার তেমনি গুণবতী! দেখ্‌লেই মনে ধ'র্‌বে। তার ওপর বাহাদুর যদি এক আধটা ওষুধ খাওয়ান, তা'হ'লে স্বর্গের অপ্সরীর চেয়েও রূপ খুলে যাবে। সে সব ঠিক হ'য়ে যাবে, কোন ভয় নেই; সুকুমারও কোন গোল ক'র্‌বে না, অলকাও অনেকটা—

আমার হাতে—সে যাক্,—এক ভয়—আমার ঐ মেয়েটা। আমি যে মতলব ক'র্‌ব তুলসী যেন ঠিক তার বিপরীত ক'রে ব'সে আছে!

ফুল। দেখুন, আমি বেশ ঠাউরে ঠাউরে দেখেছি—বাহাদুর মানুষটা মন্দ নয়, বিদ্যা বুদ্ধিও যথেষ্ট আছে, বিষয়-সম্পত্তির যা পরিচয় পেলেম, তাও সত্য ব'লে বোধ হয়; কিন্তু ঐ ওষুধটা—

দর্প। মিথ্যা? তোমার মন মিথ্যা—মন মিথ্যা, বুঝেছ ভায়া! তাই দৈবশক্তিতে বিশ্বাস ক'চ্ছনা; আচ্ছা রো'স, জামাই বাহাদুরকে ব'লে ক'য়ে তোমায়ও একটা ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছি, তখন বুঝ্‌বে।

ফুল। আমার ওষুধ বন বাদাড় মাঠ ঘাট নদী দিঘী,—ষাট পার হয়েছি এর চেয়ে আর ভাল শরীর আমার কি হবে?

দর্প। ওষুধের গুণে এ বয়েসেও তোমায় সংসারী ক'র্‌তে পারি।

ফুল। এখন কি আমি সংসারী নই? এই সব গ্রামের কৃষাণ, আহীর, কাহার, কুর্মি আমার পরিবার, এদের ছেলে মেয়ের বিয়ের সময় আমি বরের বাড়ী বরকর্ত্তা, ক'নের বাড়ী কন্যাকর্ত্তা; আমি উপস্থিত হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে আমোদ না ক'র্‌লে এদের ছোটখাট উৎসবগুলির কোনটিই সুসম্পন্ন হয়না, এই গেল সংসারের সুখের পালা; তার পর দুঃখ দুর্ভাবনা কতকগুলো চাই ত? সেও আমার মুঠোর ভিতর। এই সব বেচারিদের ঘরে শীত আছে, বর্ষা আছে, আগুনের উৎপাত আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, পীড়া আছে, আর অপ্রতিহতগতি বিশ্বভোক্তা অতিথি—মৃত্যুত আছেনই! দশজনকে জড়িয়ে একটু সুখে দুঃখে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার জন্যে ত সংসার? তা বিধাতা সে সম্বন্ধে আমার প্রতি বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নি।

দর্প। তা হ'ক্, দুঃখীকে দেখা, দরিদ্রকে দান করা চাই; কিন্তু—

ফুল। দাদা, আমার কথায় বিশ্বাস করুন; এই গরিবদের বড় সরল

প্রাণ; আমি এদের কখন কিছু দিলে, এরা ঋণও মনে করেনা, দানও মনেও করেনা।

দর্প। সে তুমি অভিমানে আঘাত না ক'রে দিতে জান ব'লে। কিন্তু যা ব'ল্‌ছিলেম, তোমার এই এতটা সম্পত্তি এর পর খাবে কে? তা'রও একটা উপায় ক'রে রেখে যাওয়া আবশ্যক ত!

ফুল। দাদা, আমার এই দীনা জন্মভূমিতে ক্ষুধার্ত্তের কি এতই অভাব যে, আমি পুত্র প্রস্তুত ক'রে না রেখে গেলে, খাবার লোকের অভাবে আমার টাকায় কলঙ্ক ধ'র্‌বে?

দর্প। (সবিস্ময়ে) সমস্ত বিষয় দান ক'রে যাবে?

ফুল। সঙ্গে নিয়ে যাবার উপায় নাই।

দর্প। আর পরকালের উপায়? "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।"

ফুল। এক গণ্ডূষ জল? লক্ষ লক্ষ হিন্দুকুলের সুসন্তান যখন "অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্" ব'লে প্রাণ খুলে জলাঞ্জলি দেবে, তখন এই অধমের তৃষিত আত্মারই কি আর এক বিন্দুর আশা নেই?

দর্প। তুমি আশ্চর্য্য লোক!

ফুল। মানুষ মাত্রেই। তবে নিজের চরিত্র অতি পরিচিত, তার সৌন্দর্য্য কদর্য্য অভ্যাসে অস্পষ্ট হ'য়ে যায়। অবস্থা মানুষকে গ'ড়ে তোলে; যৌবনের তাপ আমাকেও এক সময় জ্বলিয়েছিল; কিন্তু দেখ্‌লেম—আমার সাধের কলসী ফুটো, তাই সাগরে ঝাঁপ দিলেম; সে অনেক দিনের কথা, একটি ছোট্ট ভালবাসা আমার আশা ভাসিয়ে দিয়েছিল; সেই অবধি আমি ভালবাসার হরির লুঠ দিয়ে ভালবাসার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছি।

দর্প। সে কি! কই, এ সব ত আমায় কথন বলনি? এস, বাড়ীতে ব'সে সব শুনি।

ফুল। আর এক সময়; গুলজার বাহাদুর একা আছেন।

দর্প। তবে যাও যাও, কিন্তু এর পরে সব শুন্‌ব। আমি এখন ভিতরে যাই।(প্রস্থানোদ্যত)

ফুল। ভাল মনে প'ড়েছে, একটা বিশেষ কথাই ব'ল্‌তে ভুলে যাচ্ছিলেম; তেজবাহাদুরকে আপনি জানেন?

দর্প। তেজবাহাদুর! কই, মনে প'ড়্‌ছেনা; কে তিনি?

ফুল। গাজীপুরের রাজা তেজচাঁদ বাহাদুর।

দর্প। ও হো! বুঝিছি বুঝিছি! যিনি এই গদ্‌বার্ সময় বহুত বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন? না, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা শোনা কখন হয়নি;—কেন?

ফুল। কা'ল তিনি আমার ওখানে এসে পৌঁছেছেন।

দর্প। সে কি! অতবড় লোক আমার গ্রামে এলেন আর আমি কিছুই জা'ন্‌লেম না! এ তোমার বড় অন্যায়, আগে খবর দিতে হয়, আমি শোয়ারি টোয়ারি পাঠা'তেম, একটা মিছিল বা'র ক'রে তাঁর দস্তুর মত খাতির ক'র্‌তেম, তিনি আমাকে কি কমিনা তালুকদার মনে ক'র্‌বেন বল দেখি?

ফুল। আমি নিজেই আগে কিছু জা'ন্‌তেম না; সন্ধ্যার সময় দেউড়িতে ব'সে একটা দোনলা পরিষ্কার ক'র্‌ছি, হঠাৎ দেখি না "রামরাম ফুলচাঁদ বাবু" ব'লে একজন প্রবীণ লোক এসে দাঁড়ালেন, সঙ্গে একটি মাত্র চাকর;—আমি প্রথমে চিন্‌তেই পারিনি—

দর্প। তা—তা এখানে আমি থাক্‌তে তোমার বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লেন কেন? তোমার সঙ্গে রাজাসাহেবের জানাশুনা হ'ল কেমন ক'রে?

ফুল। সে আজ প্রায় ১০।১২ বৎসরের কথা। কাশী নরেশের নিমন্ত্রণে একবার মহারাজের সঙ্গে তাঁর চকিয়ার জঙ্গলে শীকারে যাই, রাজা-সাহেবেরও নিমন্ত্রণ হ'য়েছিল, সেইখানেই পরিচয় হয়; তেজবাহাদুর যেমনি আওল দরজার শীকারি বাহাদুর শোয়ার মেজাজও তেমনি উম্‌দা; কিন্তু সম্প্রতি—

দর্প। রও রও, একটা যে বড় ধোঁকা লা'গ্‌ছে; অতবড় একজন দৌলৎ-মন্দ্‌ আমীর সফরে বেরিয়েছেন, অথচ সঙ্গে লোক-লস্কর হাতী ঘোড়া পাল্কী কিছু নাই, এর মৎলব কি! গুল্‌জার বাহাদুরের সন্ধান পেয়ে তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে গাজীপুরে নিয়ে যেতে এমনি ক'রে লুকিয়ে আসেন নি ত? রাজাসাহেবের বয়েস কত ব'ল্লে?

ফুল। আপনার আমার চেয়ে ছোট, তবে জোয়ানি চ'লে গিয়েছে।

দর্প। হ'য়েছে! হুঁসিয়ার লোক সময় থাক্‌তেই তাখতের দাওয়াই খুঁজ্‌ছেন; দেখ্‌ছ ফুলচাঁদবাবু, গুল্‌জার বাহাদুরকে তোমার বাড়ীতে রেখে সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেছি; এখন বুঝি দাওয়াই নাৎজামাই দুইই হাতছাড়া হয়।

ফুল। শুনুন না, আপনি ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন? তেজবাহাদুরের তাখত্‌ যথেষ্ট আছে, আর তার অভাব হ'লেও এখন তাঁর সখের দাওয়াই খোঁজ্‌বার সময় নয়; তিনি অতিশয় মনের কষ্টে আছেন।

দর্প। সে কি সে কি! কেন, কি হ'য়েছে?

ফুল। তাঁর একমাত্র পুত্র গাজীপুরের কুমার সাহেব আজ এক-মাসের ওপর হ'ল বাড়ী থেকে রাগ ক'রে কোথায় একা চ'লে গেছেন, কোন সন্ধান পাওয়া যা'চ্ছেনা।

দর্প। সর্ব্বনাশ! নাগা সন্ন্যাসীতে ভুলিয়ে নে যায়নি ত? পল্টনে গিয়েও নাম লেখাতে পারে; কতবড় ছেলে? স্বভাব চরিত্র কেমন?

ফুল। বেশ জোয়ান ছোক্‌রা, চাল-চলনও খুব ভাল শুন্‌ছি, লেখা-পড়া নিয়েই হামেশা থা'কতো; সখের মধ্যে শুন্‌লেম—এক যা ফুলগাছের বাই ছিল।

দর্প। তবে এর মধ্যে নিশ্চয় মেয়েমানুষ আছে!

ফুল। আজ্ঞে আপনি যে রকম মনে ক'র্‌ছেন, এ ছোক্‌রা একেবারে সে রকমের নয়; এ—

দর্প। আমি কোন খারাপ রকমও ভাবিনি, ভাল রকমও ভাবিনি; ছোক্‌রা যে ধরণেরই হোক্,—স্ত্রীলোক এর মধ্যে আছে আছে আছে; বেসক্! বেগর আওরৎ দুনিয়ামে কোই দাগাবাজী হোতেই নেহি;—

যেখানে যা কিছু দেখ বিকৃত ব্যাপার।
নিশ্চয় জানিও নারী মূলে আছে তার॥

ফুল। (সহাস্যে) হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! সে হিসেবে দেখ্‌ছি, আপনার অনুমান অনেকটা ঠিক! রাজা সাহেব বলেন যে, বর্দ্ধমানের বাবু গয়াপ্রসাদ তাঁর বাল্যবন্ধু; তাঁরই সুন্দরী কন্যার সঙ্গে কুমার সাহেবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ক'রেছিলেন, তাই ছেলে রাগারাগি ক'রে—

দর্প। বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে? বেশ ক'রেছে! খাঁটি ক্ষত্রী-বাচ্ছা! বাঙ্গালীন্ বিয়ে ক'রে কেন জা'ত খোয়াতে যাবে?

ফুল। বাঙ্গালার ক্ষেত্রী ব'লে কুমারের আপত্তি নয়; পণ্ডিত ছেলে বলেন যে, আমি যা'কে নিজে দেখিনি, তা'কে বিবাহ ক'র্‌ব কেন?

দর্প। পণ্ডিত ছেলেই বটে! বাপের মুখের ওপর এই কথা ব'ল্লে? আহা! মুকু আমার বিয়ের কথা হ'লে লজ্জায় পালিয়ে যায়!

ফুল। আবার তেজবাহাদুর বর্দ্ধমান থেকেও নাকি খবর পেয়েছেন যে, তাঁর বন্ধু-কন্যাও স্বয়ংবরা হ'তে পেলেন না ব'লে, উদাসিনী হ'য়ে চ'লে গেছেন।

দর্প। বাহোয়া! ইস্‌ক্ কি নক্সা! বাহোয়া মেয়ে লয়লি-মজনু!

ফুল। কন্যাটিও নাকি যেমনি সুন্দরী, তেমনি বিদ্যাবতী!

দর্প। আর তেমনি বদ্ধমেনে! ভাগ্যে সুকুমারকে বেশী বড় না হ'তে হ'তেই তারে নানাগার থেকে আনিয়েছিলেম, নইলে আদব কায়দা কিছুই শিখ্‌তো না।

ফুল। এখন দু'জনেরই বাপ দেশে দেশে ছেলে মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন; রাজাসাহেব লক্ষৌয়ে এসে আমার ঠিকানা পান, তাই একবার আমায় ব'লে যেতে এখানে এসেছেন। জানেন, আমার একটু বন-জঙ্গলে ঘোরা-ফেরা আছে।

দর্প। বড় দুঃখের বিষয়! বড় দুঃখের বিষয়! সন্তান অবাধ্য হওয়ার চেয়ে বাপের আর অধিক কষ্ট কি আছে! আমি কা'লই গিয়ে রাজাসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব!

ফুল। আপনার কথা ব'লেছি; তিনি নিজেই এখানে আস্‌বেন।

দর্প। মহাশয় লোক! মহাশয় লোক! উঃ! যদি এই মজনু পণ্ডিতকে আমি ধ'রতে পারি, তবে চাব্‌কাতে চাব্‌কাতে বাপের সামনে নে' গে' হাজির করি। ফুলচাঁদ ভায়া! বিবাহ করনি, ছেলেপুলের জ্বালা নেই, একরকম আছ মন্দ নয়! তা এখন এস; তোমার ঘরে ব্যথিত অতিথি; আমি কা'ল গিয়ে রাজাসাহেবকে নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গায়িকাগণের প্রবেশ)

গীত।

টুক্‌টুকে এক রাঙামুখ সে বুকে এঁকেছে।
মুখখানি সে জেগে জেগে স্বপ্নে দেখেছে॥

সে মুখের ইন্দু তুলনা,
সে মুখের নিন্দে ভুলোনা,
মুখখানি সে বুকে ক'রে,
আপনি আছে ভাবের ভরে,
মুখখানি প্রাণ আঁকড়ে ধ'রে তারে সুখে দুখে ঢেকেছে ॥
বাপের স্নেহের বোল,
মায়ের মধুর কোল,
যৌবনে অজানা জন (সব) গোল ক'রে দেছে।
ছাঁদনাতলার নতুন বাঁধন (কেমন) মনকে টেনেছে ॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রায়সাহেবের বাটীর অলিন্দ।

(ভজনলালের প্রবেশ)

ভজন। (আত্মগত) বুঝি খুল্‌ল! পাথর স'র্‌ল! এতদিনে বরাত খুল্‌ল! নইলে আমায় নিরেলা এখানে থাকতে ব'লে দেবে কেন? অবিশ্যি অবিশ্যি—সে এক রকম মাথার দিব্যি দেওয়া ব'ল্‌লেও হয়; যখন ব'ল্‌লে—বড় দরকারি গোপন কথা আছে, তখন যেন উরির মধ্যে একটু—তনিসা মুচ্‌কে হেসে দাঁতগুলি দেখিয়ে দিলে, আর চোখদু'টোও আধ-পাক-টাক ঘুরিয়ে নিলে। আরে এদানী যেন একটু ম'র্চে প'ড়ে আছি; নইলে ওদিকে সেই ঝেড়ে গোঁফ বেরুবার আগে থেকে বিশ বছরের ওপর রায়সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে হর-বেরকমের মজ্‌লিস মওফেল মেরে বেড়িয়েছি; মেয়েমানুষের চং-চাং বুঝ্‌তে কি আমার বাকী আছে। বাবা, কথায় আছে "যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা"—"যেমন দেব

তেমনি দেবী" ! রায়সাহেব পাপিয়াই কিনে দিন্ আর বুল্‌বুলিই বক্‌সিস করুন, ও দাসী মানুষ—অত বড় আমীর লোক ওর চোখে লাগ্‌বে কেন ? তা যদি হ'ত, তাহ'লে আর দময়ন্তী ঠাকুরুণ অমন খাস ইয়ার ইন্দির, জমাদারের যুগ্যি যম দরখাস্ত হাতে ওমেদেওয়ার থাকতে জুয়ারী নলের গলায় মালা দিতনা ! বুঝিছি, এই দাড়ীর বহর দেখেই মেয়েটির মাথা ঘুরে গেছে ; ভাগ্যিস্ বাবা, পাঁচজনের পরামর্শে ছেঁটে ফেলিনি ! যাকে রাখ সেই রাখে, এই দাড়ী রেখেছিলাম তাই ইরির জোরেই ত আজ অমন চিত্তির করা মঙ্গল-হাঁড়ি জুটে গেল ! অলকের নিজেরও দু'চার খানা সোণা রূপা আছে দেখিছি, আর বাবুয়ানী ওকে যে ভালবাসে, সাগাইয়ের সময় ভাল ক'রে সাজিয়ে গুজিয়ে দেবে বোধ হয় ; তা ছাড়া নগদও কিছু দিতে পারে।—উঃ ! তাহ'লে আর আমায় পায় কে ! ওরে ভজনলাল ! তোরে আর পায় কে রে, পায় কে ! অলক ফুল ভালবাসে, আঙ্গিনায় ফুলোয়াড়ি বানাব, চাঁদির কোদাল তৈয়ার ক'রে দেব, অলক নিজের হাতে মাটি কোপাবে, আর আমি খাটিয়ায় সটান হ'য়ে সট্‌কায় অম্বুরি তামাক টান্‌ব,—(চক্ষু মুদিয়া) মনে কর, অলক ডাল রুটি পাকিয়ে ডাকতে এসেছে,—মিহিসুরে ব'ল্‌ছে—"মালিক ! খানা পাকায়া, আপ তস্‌রিফ্‌ উঠাইয়ে সাহেব", আর আমি মেজাজ গরম ক'রে বল্‌ছি—"আরে বিবি ! যাও যাও ; দে দেও তোর রোটি কুত্তেকো ; মেরা তবিয়ৎ দুরস্ত নেহি ; আজ খিচ্‌ড়িকা খেয়াল হ্যায়, জল্‌দ্ মস্থরকা খিচ্‌ড়ি আউর্ খাসিকা কালিয়া পাকাও,"—অম্নি অলকি "যো হুকুম খাওইন্ বান্দি তাঁবিদার হু" ব'লে কুর্নিশ ক'র্‌তে ক'র্‌তে পাছু হেঁটে চ'লে যাবে।—রায় সাহেব জোয়ানির দাওয়াই পেলে, সে ত আমারই জিম্বা থাক্‌বে, একে-বারে তিন চা'র পুরিয়া খেয়ে ফেল্‌ব। তখন এই চেহারার উপর আরও চেকনাই হবে, অলক একদম ইস্‌কসে মজগুল হো কর্‌ মুচ্‌কে ;গজল্

শুনাওয়ে আউর পঞ্ছা হেলাওয়ে—আরে ফুল কি পঞ্ছা হেলাওয়ে—ইয়া বেণী ঢুলাওয়ে।

গীত।

বেণী ঢুলাওয়ে বেণী ঢুলাওয়ে প্যারী অলক চলে।
ক্যা দিল্‌বার গুলবাহার হার ছাতি পর্‌ দোলে ॥
অলক ঝলক্‌ সে নজ্‌রা লাগাওয়ে,
দিল্‌ উছ্‌লাওয়ে মেরা জহরা জ্বালাওয়ে,
হায় গজল্‌ গাওয়ে খোস্‌ আহঙ্গি বিহঙ্গী শাহ বুলবুল বোলে ॥
লওলি সুডৌলি মেরা জোয়ানি জামাল,
রক্স্‌ও নাজ্‌ ও সে দিল্‌ খুনী কামাল,
হায় চম্‌কানা ঝমকানা পুর্‌বাহার হুর্‌ কি সুর্‌ ভরপুর খোলে ;—
আউর্‌ ভজন করেক তামে দেওয়ানা বন্‌কে চসম্‌ তারি সে জ্বলে ॥
(গীতের শেষভাগে নৃত্য)

(অলকের প্রবেশ)

অল। (সহাস্যে) মরি মরি ঐ মূর্ত্তিতে আবার নাচ হচ্ছে! মুখে আগুন আর কি!

ভজ। (সাহ্লাদে) হ'য়েছে! হ'য়েছে! বস্‌ বস্‌, কুছ পরোয়া নেহি, কিল্লা ফতে হুয়া।

অল। (কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে) কি—কি? হ'য়েছে কি? অমন ক'চ্ছ কেন? আস্তে আস্তে!

ভজ। আর আস্তে! অই একটু সন্দ ছিল, এখন সব ফর্সা, যখন মুখে আগুন ব'লেছ, তখন একেবারে প্রাণে কাটারি মেরেছ ; দাও দাও—আমি শুয়ে পড়ি, তুমি আমার গলায় পা'খানা চাপিয়ে দাও ; আমি ম'রে যাই—একদম ম'রে যাই!

অল। তা ম'র তখন, তার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন? এখন একটা কথা বলি, শোন।

ভজ। আর বল্‌বে কি? বল্‌তে বাকি রেখেছ কি? যখন মুখে আগুন ব'লেছ, তখন ত ঘর-কন্না পেতে ফেলেছ! আমরা তোমার ঐ প্রাণেশ্বর হৃদয়-বল্লভ টল্লভ বড় ভাল বুঝিনে, কেমন পাতা'ন সম্পর্ক পাতা'ন সম্পর্ক ব'লে মনে হয়; সোজাসুজি মুখপোড়া, চোখ্‌খেগো, হাড়-পোড়ানে টোড়ানে ব'ল্লে বুঝ্‌লেম—হাঁ বাবা, মনের মানুষ বটে! সত্যি পতিভক্তি আছে! পীরিতটা একেবারে শুখো দ'য়ের মত হাড়ের ভেতর ভেতর জ'মে গেল।

অল। (বিরক্তি-সহ) পাগ্‌লামি রাখ; যা জিজ্ঞাসা করি, গোল না ক'রে উত্তর দাও ত দাও. নইলে আমি চ'লে যাই।

ভজ। (সবিস্ময়ে) "চ'লে যাই!" মুখে আগুন টাগুন দিয়ে প্রেম বেশ পাকিয়ে তুলে—শেষ চ'লে যাবে কি?

অল। আমার কথা শুন্‌বে?

ভজ। বলি হেঁগা! এ কি দেবতা-ব্রাহ্মণের কথা, না মা-বাপের কথা যে, শোনা না শোনা আমার এক্তার? আমি এক কথা ব'লব, তুমি দশ কথা শোনাবে—এই ত দুনিয়ায় দস্তর; এই সব জেনে শুনেই ত আমি খোস্ কওলায় তোমার কাছে বিক্রী হ'তে যাচ্ছি, তবে আবার তোমার কথা শুন্‌বনা কি রকম?

অল। থাক, তবে আমি চ'ল্লেম। (গমনোদ্যতা)

ভজ। (ভয় ও আগ্রহে) ম—ম—ম—ম'রে যাব, জীবহত্যা হবে, তোমার পরেশনাথের দিব্যি;—

অল। (ঈষৎ হাস্যে) কি? কার দিব্যি?

ভজ। পরেশনাথের; সত্যি, আমি পরেশনাথ ঠাকুরকে ভক্তি

করি ; বিশ্বাস না হয়, ঘর ক'র্‌তে গেলেই দেখ্‌তে পাবে—আমার খাটিয়ায় একেবারে ছারপোকার পিঁজ্‌রেপোল ; মেরে উজোড় ক'র্‌তে না পেরে, শেষ ভক্ত হ'য়ে সমস্ত দেবত্তর সম্পত্তি ক'রে দিয়েছি।

অল। তাঁর কোন সংবাদ পেয়েছ ?

ভজ। কা'র ?

অল। তিলকচাঁদ বাবুর ?

ভজ। (সন্ত্রস্ত) তি—তি—তি—ল—ক চাঁদ বাবু—সে কে ?

অল। ভয় নেই! আমি সব জানি, সুকু বাবুয়ানী আমায় সব ব'লেছেন।

ভজ। তবে তাঁকে গিয়েই জিজ্ঞেস করুন।

অল। (কঠোর দৃষ্টি) বটে! তবে তাই যাই। (গমনোদ্যতা)

ভজ। না না, যেয়োনা, মাথা খাও, এই ব'ল্‌ছি। তিনি এতদূর শ্রম ক'রে এলেন, আমিও আহ্লাদ ক'রে খবর দিলেম, তা মা লক্ষ্মী না দিলেন আমায় কিছু বক্‌সিস্‌, না পাঠালেন আমার মারফৎ তাঁকে দু'টো মিষ্টি কথা ব'লে ; কাজেই তিনি রাগ ক'রেই বল আর উম্ম ক'রেই বল, মনের দুঃখেই বল, আর তোয়াক্কা না রেখেই বল এখান থেকে চ'লে গেলেন।

অল। তা ত শুনেছি ; তার পর কোন সংবাদ পাওনি ? কোথায় গেছেন জান ?

ভজ। ঘরের ছেলে ঘরে গেছেন—আর কোথায় যাবেন ? তাঁর অভাব কি, একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে ক'র্‌তে পারেন ; এক একটা বৌয়ের সঙ্গে পাঁচ পাঁচটা খুব-সুরত্‌ বাঁদী আস্‌বে।

অল। শোন, শিগ্‌গির্‌ তাঁকে খবর দিয়ে এখানে আনাতে হবে।

ভজ। খরচ পত্তর চেয়ে এনে দাও, লোক পাঠাচ্ছি।

অল। তুমি নিজে গেলেই ভাল হয়।

ভজ। কার ?

অল। বাবুয়ানীর—বাবু তিলকচাঁদের—সবার।

ভজ। কেবল যে যাবে, তার নয়।

অল। কেন ?

ভজ। এমন সময় কি আমি এখান থেকে যেতে পারি ?

অল। কেন, এখানে তোমার কি ?

ভজ। আজ তিন চা'র দিন ধ'রে আমার গায়ে খালি প্রজাপতি ব'সছে।

অল। ভয় নেই, যমদূত অমন অনেক রকম মূর্ত্তি ধ'রে আসে।

ভজ। ওগো তা না; পাঁজি দেখিয়েছি! এ মাসে আমার স্ত্রীলাভ।

অল। দৈবজ্ঞ ঠাকুর প'ড়্তে ভুলেছেন; লেখা আছে—গঙ্গালাভ।

ভজ। (সহাস্যে) তা বেশ বেশ; তোমার যখন বোন্ টোন্ কেউ এখানে নেই, তামাসার কাজটাও তোমাকেই সার্তে হবে।*

অল। বাবুয়ানীর হুকুমে এখানকার চাকর-বাকরেরা আমায় 'দিদি' বলে।

ভজ। বটে! শালাদের একদিন খাইয়ে দেব।

অল। তারা কাণ ম'লে দিতে খুব মজবুত্।

ভজ। তা মলে ম'ল্‌বে একদিন; তার পর ত আমি চিরকাল—

অল। শুন্‌বে আমার কথা ?

ভজ। শোন্‌বার জন্যেই ত সেই অবধি হাঁপাচ্ছি; সেই যে—ব'ল্‌বে ব'লেছিলে—লুকিয়ে—চুপি চুপি—আড়ালে—এইখানে—বড় গোপন কথা ? বলনা কি ? তোমার পায়ে পড়ি, আমি যে আর সাম্‌লাতে

পাচ্ছিনা, বুকের ভেতর থেকে যেন একটা গোলা ঠেলে ঠেলে গলার কাছে উঠ্‌ছে।

অল। এই যে ব'ল্লেম!

ভজ। কই, কখন? ইসারা ইঙ্গিতে ব'ল্‌ছ বটে, একটু খোলসা ক'রে বলনা, আমি একেবারে নিঃভরসা হ'য়ে যাই।

অল। যেতে ব'ল্লেম না?

ভজ। (সবিস্ময়ে) যেতে! তবে চিত্তির চরিতার্থ ক'রে দিলে আর কি! কোথায় যাব?

অল। লক্ষ্ণৌয়ে তাঁর বাড়ীতে।

ভজ। তিনি বাড়ী নেই।

অল। কে ব'ল্লে?

ভজ। আমি এইখান থেকে ব'সে ব'সেই জান্‌তে পার্‌ছি।

অল। সাতটা গণককার ম'রে একটা কুঁড়ে জন্মায়! যাবে না?

ভজ। গিয়ে আর হবে কি? তিনি সব শুনে গেছেন।

অল। কি শুনে গেছেন?

ভজ। শুলজার বাহাদুরের সঙ্গে মা-লক্ষ্মীর বিয়ের কথা।

অল। (সভয়ে) সে কি! কে তাঁকে শোনালে?

ভজ। তুমিও ত বড়লোকের ঘরে চাকরী ক'চ্ছ, বোঝ ত লোকজনের মুখ কি বন্ধ ক'রে রাখা যায়?

অল। লোকজনের মুখ? তবে তুমিই এ কাজ ক'রেছ?

ভজ। কি করি বল? বলা নেই কওয়া নেই, তিনি একেবারে পাঁচীল ট'প্‌কে বাগানের ভেতর এসে পড়্‌লেন; শেষ কি আমার শুদ্ধ মাথা যাবে?

অল। তুমি সুকুমারকে মা-লক্ষ্মী বলনা? তিনি তোমার এত

দেন থোন, ভালবাসেন, না ? তাই তাঁর এমন সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে !

ভজ। (সশঙ্কিত-বিস্ময়ে) সর্ব্বনাশ! সে কি! মা-লক্ষ্মীর কি হ'য়েছে ? অমন হুনরমন্দ পাত্তর্ ঘরে মজুদ! একে অগাধ দৌলত, তার ওপর দৈবি বিদ্যে! বরং তিলকবাবুকে সরিয়ে দিয়ে ভালই ক'রেছি; বরে বরে দেখা হ'লে শেষ একটা হাঙ্গামা হ'ত।

অল। কর্ত্তার সঙ্গে কি সবাই খেপেছে নাকি ? ফুলদাদাও কোন কথা কইছেন না ; ঐ বুড়ো হাবাতের সঙ্গে সুকুমারের বিয়ে!

ভজ। ও বুড়ো এমন দাওয়াই জানে যে, দেখো গালে ফেল্‌তে না ফেল্‌তে জোয়ান ছোকরা ব'নে যাবে!

অল। তিলকচাঁদ বাবুকে এখনি আনাতেই হবে। তোমায় যেতেই হ'বে।

ভজ। কর্ত্তা যদি ছেড়ে না দেন ?

অল। পালিয়ে যাও।

ভজ। শেষ ফিরে এসে চাবুক খাবে কে ?

অল। তুমি।

ভজ। হঁ্যা অলকমণি, এই কথাটা ব'ল্‌লে! প্রাণ ধ'রে এই কথাটা ব'ল্‌লে ? ছেলেবেলায় বিয়েতে কাণ-মুটি অবধিই ব্যবস্থা ছিল, ভালবাসার বিয়েতে কি চাবুক পর্য্যন্ত চলে ?

অল। ছি! পাগলামি ক'রনা, সুকুমারকে বাঁচাও। আমার কি ওসব কথা ব'ল্‌তে আছে!

ভজ। গঙ্গার দিব্যি, আমি কোন মন্দ কথা বলিনি; আমাদের ভেতর সাগাই বিয়ে চলিত আছে।

অল। আমি হ'লেম ক্ষত্রীর মেয়ে, আর তুমি হ'চ্ছ—

ভজ। নাপিত!—নরসুন্দর; একে নর, তা'য় সুন্দর, আবার পরামাণিক; সাপের মাথায়ও নয়, সাত রাজার ভাণ্ডারেও নয়, একেবারে পরামাণিক!

অল। তা ব'লে, নাপিতের ঘরে কি ক্ষত্রীর বিবাহ হয়?

ভ। নাপিত না হ'লে, কারুরই বিয়ে হয়না; তা' ছাড়া ক্ষেত্রীতে নাপিতে তফাৎটা কি? ক্ষেত্রীও মানুষের গায়ে অস্ত্র বসিয়ে রক্ত বা'র করে, নাপিতও অস্ত্র বসিয়ে রক্ত বা'র করে! ক্ষেত্রী গলা কাটে, নাপিত দাড়ী কাটে, ফোঁড়া কাটে! আমরাও পঞ্চায়েত ক'র্‌ছি, এইবার পৈতে নেব; তোমরা অসি-ক্ষেত্রী, নানারা মসী-ক্ষেত্রী, আমরা ক্ষৌর-ক্ষেত্রী; ব'স্, সব গোল চুকে গেল!

অল। তুমি পিসীমাকে কি ব'লে ডাক?

ভজ। কেন, দিদি ঠাক্‌রুণ।

অল। তা'হ'লে তুমি আমার কে হ'লে?

ভজ। তোমার আবার কি হব? যা হবার, তাই হব।

অল। আমার পিসীর ভাই আমার কে হয়?

ভজ। সে তুমিই জান।

অল। দূর পাগল! তোমার পিসীর ভাই ছিলনা? তা'কে কি ব'লে ডাকতে?

ভজ। রো'স রো'স, হিসেব করি; পিসী—পিসী! বাবার বোন্ ত হ'ল পিসী,—তাহ'লে পিসীর ভাই হ'লগে' বা আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা! ক'র্‌লে কি অলক? ছ্যা ছ্যা ছ্যা! বাবা! পিসীর ভাই বাবা! এত আশায় শেষে এই সম্পর্ক দাঁড় করা'লে?

অল। (সহাস্যে) আমার দোষ কি? তুমিই ত কতকাল থেকে পিসীমা'কে দিদি ব'লে আ'স্‌ছ।

ভজ। তাই ত! কি অলুক্ষণে মেয়ে বাবা, রায়সাহেবের! যা'তে াছেন, তা'তেই বিভ্রাট্. কোন্ কালে দিদি ব'লেছি, আজ তার ফল '·ল্ল! আর তুমিই বা কেন পিসী ব'ল্‌তে গেলে, দিদি ব'ল্‌লেই 'ল্‌ত!

অল। তাতেও ত তোমার ভগ্নী হ'তেম!

ভজ। সেটা ঢোক গিলে চালিয়ে নেওয়া যেত; কলিকালে কোথাও কাথাও চ'লেছে। এ যে মেয়ে হ'লে গুরুতর সম্পর্ক, মেয়েকে যে মা ।'লে ডাক্‌তে হয়!

অল। বেশ ত, আমায় ত ভালবাস, মা'র মত ভালবাস্‌বে।

ভজ। আমি কখন মা দেখিনি, আঁতুড়ে মা মারা গেছে।

অল। আরও ভাল; ফাঁকি দিয়ে এই বয়েসে মা পেয়ে গেলে; স্ত্রী ়কটা গেলে দশটা মেলে, কিন্তু মা গেলে আর মা হয়না।

ভজ। কিন্তু আমার যে আর কেউ নেই!

অল। কেন, এই যে আমি মা হ'লেম; আমায় মেয়ের মত ভাল- াস্‌তে পা'র্‌বে না?

ভজ। খাড়া খাড়া কথা দিই কেমন ক'রে? মনের অভ্যেস বদলানো কি সহজ! তবে তুমি ভালবাসার জিনিস বটে; তুমি যদি গরিবকে ·ত্যি বাবা ব'লে ডাক, তবে শুন্‌তে শুন্‌তে আমারও ভাব ব'দ্‌লে যাবে; ানুষ পক্ষী জাতি, যা বলাবে, তাই ব'ল্‌বে।

অল। এই ত আমি বাবা ব'ল্‌ছি, আর প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, তোমার াদি কখন ভাল জামাই হয়, তখন আমি নিজে দাঁড়িয়ে, তোমার ভাল ·· সুন্দর মা ঘরে এনে তুল্‌বো।

ভজ। আহা, তাই দিও মা, তাই দিও; তবে তোমার মত সোন্দর

আর কোথায় আছে? আহা, তোমার যদি একটি মেয়ে হয়!—আর ততদিন কি আমি বাঁচ্‌ব!

অল। (সহাস্যে) কেন, গুল্‌জার বাহাদুরের দাওয়াই খাবে।

ভজ। ঠিক মনে ক'রে দিয়েছ! ঠিক মনে ক'রে দিয়েছ! কিন্তু একটা বিয়ে এখন চাই, নইলে ঘর দো'র আমার খাঁ খাঁ ক'রছে, আমার বড় দুঃখু মা, বড় দুঃখু!

গীত।

ওগো বউ ব'লে কেউ নাইকো আমার ঘরে।
যে মাথা ঘষে ছাতে ব'সে, চুলটি শুকোয় চা'ন ক'রে।
যে আমার রসুই-শালা করে আলা,
বলে চিরকালটা ভুগ'ছি জ্বালা,
সুরু হয় যার গা'লের পালা, সকাল সাঁজে সুর ধ'রে॥
টেনে আড় ঘোম্‌টা মুখ ঝামটা নং-নাড়াটি দিতে,
দেখিয়ে আদর, বানিয়ে বাঁদর, চাদর কেড়ে নিতে,
(আর) কেঁদে জিতে রাখ্‌তে রেতে হাজির নি—ব নজরে॥
হ'য়ে শতেক দোষে দুষী, বলে বে—রোছ খুসী,
তবু হেসে হেসে পোষ মানাতে, যার পায়ে ধ'রে তু'ষ;
(তা'তে) গালে ঠাস্ ক'রে যে চড় মেরে, পাশ ফিরে শোয় মানভরে;—
এই গোলামগিরি হয় গো মোনাম রোজগার ক'রে যার তরে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

সবজী-বাগ ।

(তুলসী ও সুকুমার)

তুল। কিছু ভে'বনা বাছা, কিছু ভে'বনা; খুব শক্ত থে'ক, কোন মতে রাজী হ'য়না।

সুকু। (সকরুণকণ্ঠে) পিসীমা, আমার মা নেই!

তুল। আমি আছি, ভয় কি? আমি তোমার দিকে। বুড়ো জোচ্চরটা ত ব'লেছে যে, তোমার মত না হ'লে সে বিয়ে ক'রবে না; তুমিও থাক ধনুর্ভঙ্গ পণ ক'রে ব'সে। অ্যাঁ!—একেবারে আক্কেল বুদ্ধি লোপ পেয়েছে! দুধের বাছা আমার, দুধের বাছা আমার!—একেবারে হাত-পা বেঁধে আগুনে ফেলে দেবে!

সুকু। দাদাম'শায়ের মনে আমি কষ্ট দিতে পা'র্‌ব না পিসীমা!

তুল। তবে মর—ষাট্ ষাট্—তা ব'ল্‌ছিনে তা ব'ল্‌ছিনে—তবে কষ্ট কিসের? আমার [illegible] বাপ, আমি বকি-ঝকি কি সাধে? ব'কে রাগাই, সেই গরমে গরমে এখনো শরীরটে আছে। তুমি কিছু ভে'ব না, খুব শক্ত হ'য়ে থাক, আমি তোমার দিকে। বিষয়-আসয়ে পর্য্যন্ত তোমায় ফাঁকি দেবার মতলবে আছেন! বলে কিনা এই বয়সে বিয়ে ক'র্‌ব!

সুকু। আমার বিষয়-আসয়ে কাজ নেই পিসীমা!

তুল। না, কাজ নেই বই কি! সে সব তখন আমি বুঝ্‌ব!

[প্রস্থান।

সুকু। আমার উপর এমন সদয় ত পিসীমাকে কখনো দেখিনি; একি মাতৃহারার প্রতি স্নেহ, না দাদাম'শায়ের ওপর ঝাল! শুনছি, আজই ত আমার অগ্নিপরীক্ষা! তিনি কোথা গেলেন? ভয়ানক অভিমানী! আর কি এ জন্মে আমার মুখ দেখ্‌বেন না! ফুলদাদাও ত কিছু খুলে ব'ল্‌ছেন না! আজ আমার কি হ'য়েছে! মনটার ভিতর যেন কি হু হু ক'র্‌ছে! অলককেও আজ অনেকক্ষণ দেখিনি, দেখি, কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

(রাজা তেজচাঁদ বাহাদুর, দর্পনারায়ণ ও ফুলচাঁদের প্রবেশ)

রাজা। বুঝেছেন ফুলচাঁদ বাবু, এ পৃথিবীতে সন্তানের মত মিত্রও নাই, সন্তানের মত শত্রুও নাই! জগতে মানুষকে আর যত অত্যাচারের যাতনা সহ্য ক'র্‌তে হ'ক্ না কেন, স্নেহের অত্যাচারের কাছে সে সব কিছুই নয়।

ফুল। গয়াপ্রসাদ বাবুর কোনও পত্র-টত্র পেয়েছেন রাজাসাহেব? তাঁর মেয়ের কোন সন্ধান পাওয়া গেল?

দর্প। আমাদের তখনকার আমল হ'লে, অমন মেয়েকে হেঁটের কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁত্‌ত। এই বাংলা মুল্লুক থেকেই যত বদ্‌ চালের সূত্রপাত। আদব কায়দা শেখায় না—কিছু না; আর দেখ দেখি—আমার সুকুমারের খেলুনী কেমন শান্ত, কেমন কথার বাধ্য—কেমন মিষ্টি, তবু আমার এখানে কদ্দিনই বা আছে!

রাজা। আমি মনে ক'চ্ছি, কা'লই এখান থেকে যাত্রা ক'র্‌ব, একবার বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গিয়েই দেখি। শুনছি, গয়াপ্রসাদ বাবু একেবারে ভেঙ্গে প'ড়েছেন।

দর্প। অমন মেয়েকে কুচি কুচি ক'রে কাটতে হয়, কুচি কুচি ক'রে কাটতে হয়!

ফুল। রায়সাহেবের ও সব কথায় আপনি কাণ দেবেন না রাজা সাহেব! উনি লোককে মুখেই অমনি কুচি কুচি ক'রে কাটেন, কিন্তু দীন দুঃখী বিপন্নের জন্যে ওঁর প্রাণে ফুলের বিছানা পাতা!

দর্প। রাজাসাহেবেরও শুনেছি খুব বাগিচার সখ; গরীবের এ বাগানটি আপনার কেমন লাগ্‌ল?

রাজা। চমৎকার—অতি সুন্দর—অতি পরিষ্কার! আমারও ঐ দু'চা'র্‌টে যা গাছপালা আছে, তা সে সবই সেই ছোঁড়াটার হাতের তৈরি; ঐ দিক্‌টা বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি গাছে ছাঁটার কায়দা দেখে, ছেলেটার কথা যেন বেশী ক'রে মনে প'ড়্‌তে লাগ্‌লো; হেনার গাছ ছেঁটে এমন সুন্দর হাতী সিংহী সব ক'রেছে,—সে আর কি ব'লব।

দর্প। আমার এই নূতন মালীটিরও ও সব বিষয়ে খুব হুনুর। এখানেও সব অনেক নূতন গাছ লাগিয়েছে।

ফুল। এই বাগানটি রায়সাহেবের খেলাঘর।

দর্প। তা ঠিক। আর ঐ নাত্‌নিটি আমার পুতুল।

ফুল। কেন, আর একটি পুতুলও ত ভগবান্ আপনাকে জুটিয়ে দিয়েছেন!

দর্প। হ্যাঁ, দিয়েছেন—দিয়েছেন। আমার লক্ষ্মী পুতুল—সোণার পুতুল! অনেক ভাগ্য যে ক'রেছে, তারই ঘর ঐ পুতুল আলো ক'র্‌বে! তা ব'লে তা ব'লে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছিনি রাজাসাহেব! সুকুমারের বিয়েটা আপনাকে দেখে যেতেই হবে। আর তার পর—তার পর—তা যাক্—এখন থাক্।

রাজা। মনটা কোনমতে স্থির হ'চ্ছে না, রায়সাহেব! কেবল যেন

কোথাও ছুটে যেতে ইচ্ছা ক'চ্ছে! নইলে আপনাদের এই আদর-যত্ন,—এই মধুর সঙ্গ কি সাধ ক'রে ছেড়ে যেতে চাই?

দর্প। ফুলচাঁদ বাবু ত ওঁর বেদের দল চা'র্‌দিকে পাঠিয়েছেন, দেখুন না দু'দিন অপেক্ষা ক'রে।

রাজা। (ঈষৎ হাস্যে) ফুলচাঁদবাবুর বেদের দলই বটে! আচ্ছা, রায়সাহেবের খেলাঘর ত ঐ বাগানটুকু, আর ওঁর পুতুলের কথাও শুন্‌লুম। কিন্তু আপনার খেলাঘর কোথায় বাবুসাহেব?

দর্প। সেদিন কথায় কথায় শুন্‌লুম যে, ফুলচাঁদবাবু বয়সকালে কি একটা ঘা খেয়েছিলেন, সেই অবধি আর খেলাঘর বাঁধেন নি।

ফুল। বাঁধিনি! এই আশপাশের সাত আট খানা গ্রাম জুড়ে আমার খেলাঘর। আর পুতুল— ষেটের কোলে ষাট্ দিয়ে—

দর্প। অই—অই—(নেপথ্যাভিমুখে দেখাইয়া) ঐ—ঐ—ফুলচাঁদ-বাবুর পুতুলের এক ছোট পল্টন যাচ্চে।

ফুল। ডা'ক্‌ব ওদের?

রাজা। ডাকুন না। আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলেপুলে দেখ্‌তে খুব ভালবাসি।

দর্প। (স্বগত) একটু গেরেস্তারি কম।

ফুল। (অগ্রসর হইয়া নেপথ্যাভিমুখে) আরে ঐ—ঐ—এ বাচোয়া, এদিকে আয়—এদিকে আয়—

(গ্রামবালকগণের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)

সীতারাম—সীতারাম।
কেয়া মিঠা নাম—কেয়া মিঠা নাম॥
জয় জানকীনাথ হরধনুধর।
জয় মহাবীর—জয় রঘুবর॥

রাজা। বাঃ বাঃ! বেশ বেশ! আর কিছু গান-টান জান?

১ম বাল। হুঁ! ফুলবাবা আমাদের কত ভাল ভাল গান শিখিয়েছে। আরও কত কি শেখায়।

ফুল। আচ্ছা, আমার সেই গানটা গা;—সেই "আমি রঙায়ে রেখেছি মন।" (তেজচাঁদের প্রতি) এই গানটি, রাজাসাহেব, আমার নিজের বড় আপনার; আমিই এই গানটি, সেই—সেদিন যে কথা আপনাকে ব'ল্‌ছিলুম রায়সাহেব —

বালকগণের গীত।

আমি রঙায়ে রেখেছি মন জন-রঞ্জন-রসানে।
করিনি যন্ত্রণা জপিয়ে অন্তর পরিণত জলন্ত শ্মশানে॥
আমি মোতিম-প্রতিম প্রতিমা পাতিয়ে,
করেছিনু উপাসনা যৌবনে মাতিয়ে,
পেয়ে বোধনে বেদনা প্রবোধিনু হৃদিবাসনা ভাসানে॥
শ্বেত শতদলে তার গঠিত বয়ান,
সুনীল-নলিনী-কলি যুগল নয়ান,
কম-কুন্দ-বিনিন্দিত ছিল দন্তপাঁতি,
বসন্ত-বল্লভ পল্লব-অধর-ভাতি,
অঙ্গে চম্পা অনুকম্পা শুধু গাঁথা হৃদয়ে পাষাণে,
তাই দিছি মন-মলিনিমা বলিদান স্মৃতির মশানে॥

ফুল। যাও, খেলগে' যাও।

[বালকগণের প্রস্থান।

রাজা। এদের কিছু জল খেতে—

ফুল। না, মাপ ক'র্‌বেন, এই বয়েস থেকে আর পয়সার লোভটা দেখিয়ে কাজ নেই। বখসিস নেওয়া অভ্যেস বড় খারাপ।

দর্প। (নেপথ্যে) অ্যাঁ সীতারাম!—এ কি!

[দ্রুতগতিতে প্রস্থান।

ফুল। (সবিস্ময়ে) এ কি হ'ল! (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) ওঃ বুঝেছি, গুল্‌জার বাহাদুর আ'স্‌ছেন।

রাজা। ও! যার সঙ্গে নাৎনির বিবাহ দেবেন ঠিক ক'রেছেন? মানুষটির এদিকে ত সব ভাল দেখ্‌ছি, কিন্তু এ একটা কি ঝোঁক! ফুলচাঁদ বাবু, আপনি থা'ক্‌তে এ ঘটনটা না হ'লেই ভাল হয়।

(গুল্‌জার বাহাদুর সহ দর্পনারায়ণের প্রবেশ)

দর্প। আপ্‌ চলিয়ে—

গুল্‌। আপ্‌ চলিয়ে—

দর্প। এ কেয়া ফরমাতে সা'ব্‌, মেরা গরীবখানা!

গুল্‌। আপ্‌কো দৌলতখানা, আপ্‌ চলিয়ে—

দর্প। আপ্‌ চলিয়ে—

গুল্‌। আপ্‌ চলিয়ে—

ফুল। কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে 'চলিয়ে চলিয়ে' ক'র্‌বেন? দু'জনেই না হয় এক সঙ্গেই এগিয়ে আসুন না? আর গুল্‌জার বাহাদুর ত এ বাড়ীর জামাই হ'য়েই গেছেন, ভাবুন না!

দর্প। এই দেখুন, ইনিই সেই মহাপুরুষ, গুল্‌জার বাহাদুর! এবার যখন আমার সঙ্গে ফিরে দেখা হবে, তখন আর আপনি আমায় চিন্‌তেই পা'র্‌বেন না। তখন আমার পানে চাইলে, আমাকে আমার নাতি ব'লে ভ্রম হবে।

রাজা। সময়ে যোগাভ্যাস ক'র্‌লে ও সব হ'তে পারে, শাস্ত্রে আছে। কিন্তু ঐ ওষুদ ফষুদগুলো—

দর্প। হাতে হাতে ফল! ও যোগ টোগ ক'র্‌তে বিস্তর মেহনৎ,

অনেক ক'ট্‌কিনে। এ একটু জিবে ঠেকিয়ে দিলুম, অমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাতী হ'য়ে গেলুম, কি পাখী হ'য়ে উড়ে গেলুম। (গুল্‌জারের প্রতি) এই আপনি না একবার বাঁদর হ'য়েছিলেন বাহাদুর ?

গুল্। (সহাস্যে) না, এখনো ঠিক হইনি, এবার হব হব মনে ক'চ্ছি।

দর্প। এ সবই ওষুদ, কিন্তু ভায়া, আমায় একটু একটু সবই দিতে হবে। সুকুমারের ছেলে হ'লে সত্যিকার ঘোড়া হ'য়ে তারে পিঠে চড়িয়ে খেলা ক'র্‌ব, ইচ্ছে আছে।

ফুল। তা আপনি বাহাদুরকে নিয়ে একবার অন্দরের দিকে যান, আমি ততক্ষণ রাজাসাহেবকে সঙ্গে ক'রে বাগানটা দেখাই।

দর্প। না না ভায়া, তুমি যাও—তুমি যাও, আমি বরং রাজাসাহেবের সঙ্গে আছি। বড় লাজুক—রাজাসাহেব—আমার সুকুমার বড় লাজুক ; আমি বিয়ের কথা তুল্‌লেই মুখটি হেঁট ক'রে বলে,—"আমি বিয়ে ক'র্‌ব না, তোমায় ছেড়ে দাদাম'শায় কোথাও যাবনা।"

ফুল। প্রেমের ঘটকালী কি আমা দ্বারা ভাল রকম হবে ? আমার যে ও পাঠ পড়াই নেই।

দর্প। খুব হবে—খুব হবে, সুকু তোমায় খুব মান্য করে। আর দাদা, এই বাহাদুরকে ব'ল্‌ছি, তোমার আমার ও অনুরোধটি রাখ্‌তেই হবে। তাহ'লে আর কোন গোল থা'ক্‌বে না।

ফুল। গোল কিসের ? আপনি ত অনুমতিপত্র একেবারে সইমোহর ক'রে দিয়েছেন ?

দর্প। তাত দিয়ে-ইছি ; কিন্তু ইনি যে আমার সুকুমারের সম্মতি না হ'লে বিবাহ ক'র্‌বেন না, ব'ল্‌ছেন। আমি তাকে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়েছি, ততেও যদি একটু খুঁৎখুঁত্ করে, ব্যস্—একটা পুরিয়া

মুখে ফেলে দিয়ে ছোক্‌রা হ'য়ে যাবে। "বজ্রাঘাতচূর্ণ" দু' এক পুরিয়া সঙ্গে আছে ত ?

গুল্‌। ওষুদ আমার কাছেই থাকে।

দর্প। ব্যস্‌—ব্যস্‌—(বাহাদুরের হস্ত ধরিয়া আপন মস্তকে রাখিয়া) এই আমার মাথায় হাত দিয়ে ব'লে গেলে, যৌবন ফিরিয়ে আ'ন্‌বে, আ'ন্‌বে, আ'ন্‌বে ?

গুল্‌। আজ্ঞে আ'ন্‌বো—আ'ন্‌বো—আ'ন্‌বো।

দর্প। বেশ—বেশ ! তবে ফুলচাঁদ ভায়া, নিয়ে যাও সঙ্গে করে।

[ফুলচাদ ও গুলজার বাহাদুরের প্রস্থান।

আসুন রাজাসাহেব, আমরা আর একটু বাগানটা বেড়িয়ে নিই। আপনাকেও এক পুরিয়া বজ্রাঘাতচূর্ণ আদায় ক'রে পাঠিয়ে দেব।

রাজা। ওষুদ টস্থুদ আমি আমি বড় ব্যবহার করিনা।

দর্প। সে ওষুদ না—সে ওষুদ না;—এই ক'দিন আমার অন্য ওষুদ সব বন্ধ ক'রে দিয়ে, নিজে দুটো ক'রে পুরিয়া খেতে দিচ্ছেন, আর এরই মধ্যে শরীরটা আমি একটু ভাল মনে কচ্ছি। চলুন—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লতা-মণ্ডপ।

(বসন্তকুমার)

বস। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিবাহ ক'রেছিলেন কি বংশ-পরিচয়ে ! কি কুল-গৌরবে কৈবর্ত্ত-কুমারী সত্যবতী এসে শান্তনুর

সিংহাসন-পার্শ্বে ব'সেছিলেন! আর আমাদের সময়ে বংশের যত কঞ্চি গজাচ্ছে, ততই বুঝি টঙ্ক দাঁড়াচ্ছে, যদি—কথার কথা ধর—যদিই আমি অলকাকে বিবাহ করি, তাহ'লে সত্য সত্যই কি বাবা আমাদের ঘরে স্থান দেবেন না? কেন, দোষটা কি? গরীব? বাবার ত ঐশ্বর্য্যের অভাব নেই, আর পরের পণ-প্রয়াসী তিনি কখনই নয়। তবে কি দোষ?—কি দোষ? ঐ দাসী-পরিচয়! (উন্মাদ আবেগে) কেন?—কেন?—কেন তুমি দাসী হ'তে গেলে?

(অলকার প্রবেশ)

অল। দে'খ—সা'ম্‌ল; যে ঘুসি ঝাড়্‌ছ বাতাসের গায়, তোমার নিজের কব্জি না ভেঙ্গে যায়!

বস। (সচকিতে অপ্রতিভ হইয়া) এই যে, তুমি এসে পৌঁছুলে! তবু ভাল!

অল। ভা'ব্‌ছিলুম, আসা উচিত কি না।

বস। কেন, তোমার কি আমায় বিশ্বাস হয়না?

অল। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পরীক্ষা ত তোমায় আমায় হয়নি; তার জন্যে নয়, তবে একটা বিবাহের সম্বন্ধ হ'চ্ছে—

বস। হ্যাঁ হ্যাঁ, চাকররা বলাবলি ক'চ্ছে বটে যে, রায়সাহেব বাবু-রানীর জন্যে কোথেকে একটা বুড়ো বর জুটিয়ে এনেছেন।

অল। হ্যাঁ—আর রায়সাহেব আমাকে তাঁর গৃহিণী ক'র্‌তে চাচ্ছেন!

বস। তোমাকে!

অল। হ্যাঁ—আমাকে; অজ্ঞাতকুলশীলা আশ্রিতা দুঃখিনী ব'লে তিনি আমাকে ঘৃণা করেননি—

বস। এই তুমি যেমন আমায় মালী ব'লে তাচ্ছিল্য ক'চ্ছ!

অল। আর তুমি যেমন আমায় দাসী ব'লে হেনস্তা ক'চ্ছ—ঠিক।

বস। হেনস্তা কচ্ছি? কি ব'ল্‌ব অলকা!—তোমায় কি ব'ল্‌বো—ভয়ানক—ভয়ানক বাধা! নইলে তোমায় যদি আমি বিয়ে ক'র্‌তে পার্‌তেম, তাহ'লে—

অল। তাহ'লে কি?

বস। তা'হলে দেখাতে পার্‌তেম যে—আমি তোমায় কত ভালবাসি, তোমার সেবা ক'র্‌তে আমি কি পিপাসী!

অল। সেবা ক'র্‌তে!—সেবা কর্‌তে!—তাহ'লে তুমি স্বামী নয়—কামী!

বস। তোমার মুখের কথা ফুট্‌তে না ফুট্‌তে আমি তোমার হুকুম তামিল ক'র্‌তে ছুট্‌তুম।

অল। সত্যি না কি?

বস। তোমায় কখন' কিছু চাইবার, কখন' কিছুর জন্য আবদার কর্‌বার অবকাশও দিতুম না।

অল। বটে! ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছেন—ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছেন! ভাগ্যে তুমি যা—তাই, ভাগ্যে তুমি বাগানের মালী, ভাগ্যে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হবার কোন সম্ভাবনা নেই!

বস। (সচকিতে) কেন—কেন—কি হ'ল? আমি কি ব'ল্লুম—কি ক'র্‌লুম?

অল। তোমার জীবনচরিতখানি খুলে আমার হাতে দিলে। মনে ক'রেছিলুম, তোমার কেবল অবস্থা মন্দ,—মনে ক'রেছিলুম, তুমি কেবল নিরক্ষর—অশিক্ষিত, এখন দেখ্‌ছি যে, দাস্যবৃত্তি ক'রে ক'রে, মনিবের হুকুম মেনে মেনে, তোমার পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব—সব গিয়েছে! যদি কখনো

তোমার বিবাহ হয়, তাহ'লে যে বেচারী তোমার গলায় প'ড়বে, তার না জানি কতই দুর্ভাগ্য !

বস। (অপ্রতিভ ভাবে) কেন—কেন ?—স্বামী যদি কথার বাধ্য হয়, তাহ'লে কোন্ স্ত্রীলোক—

অল। তা'হলে পুরুষ !—মালীই হও, আর রাজপুত্রই হও—পুরুষ ! এইটি বুঝো যে, তোমাদের মত স্ত্রীলোকেরও জয়েচ্ছা—উপার্জ্জনেচ্ছা আছে। সে তোমাদের সমস্ত পৃথিবীটা ছেড়ে দিয়েছে, সমস্ত কার্য্য-ক্ষেত্রটা তোমাদের জন্য খোলা, যশ, মান, অর্থ, শক্তি যত পার—লুটে নাও। নারীর রণক্ষেত্র একমাত্র তার স্বামীর হৃদয়রাজ্যটি; সে তা দানে নিতে চায়না, গোলামীর সেলামী ব'লে আদায় ক'রতে চায়, সে তা জয় ক'রতে চায় ; তার রূপের ছটায়—স্নেহের ঘটায়—তার অভিমানের বাণে, আদরের টানে, সেবার মহিমায়, গৃহিণী-গরিমায় জয় ক'রে অধিকার ক'রতে চায় ! বু'ঝ্‌তে পাচ্ছ—কি ব'ল্‌ছি ?

বস। জানিনা ; কিন্তু বল—বল—বড় মিষ্টি—বড় মিষ্টি !

অল। শুনেছি, কোন কোন স্ত্রীলোক গুমোর ক'রে বলেন যে, আমরা স্বামীকে কথায় কথায় উঠ ব'স করাই, -তাঁদের স্বামী নেই, এক একটি কুকুর আছে ! ছ'মাসের সাধ্য-সাধনা রাগ-অনুরাগ মান-মিলনের ফলে যে পিতলের বালা হাতে ওঠে, তার দাম হাজার টাকা, আর না চাইতে পাওয়া হীরে কাচের চেয়েও তুচ্ছ ! ই-ধার আও—এল, উ-ধার যাও—গেল, সে স্বামী—না, কুকুর ?

বস। কেন তুমি দাসী হ'লে—কেন তুমি দাসী হ'লে ?

অল। আমার সাধ। আমার যিনি স্বামী হবেন, আমি আমরণ তাঁর আদরের দাসী হ'য়ে থাকি, এই আমার সাধ !

বস। আমার একটি অনুরোধ,—মালীই হ'ক্, আর—আর—আর

যাই হ'ক্—যে তোমায় একদিন ভাল বেসেছিল, এত ভালবেসেছে যে রাতারাতি রাজ্যপাট পেলেও সে কখন' আর কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ ক'র্‌বেনা, তার একটি অনুরোধ—একটি অনুরোধ—

অল। কি, বলনা!

বস। তুমি রায়সাহেবকে বিয়ে ক'রনা।

অল। কেন, তাতে তোমার কি?

বস। আমার কি? হায় হায়!—কেন তুমি দাসী হ'লে—কেন তুমি দাসী হ'লে?

অল। আর আমায় দাসী জেনেই ত রায়সাহেব তাঁর জাতি-কুল, মান-অভিমান, বিষয়-সম্পত্তি—সব আমার হাতে সেধে তুলে দিতে চাচ্ছেন—

বস। ঠিক ঠিক—রায়সাহেব মহৎ! অতি মহৎ! কিন্তু—কিন্তু—তিনি নিজেই কর্ত্তা—

অল। আর তুমি?

বস। আমার—আমার বাবা আছেন, বাবার বুকে আমি—(সচকিতে) ও কি!—কিসের শব্দ!—পায়ের?—কে আসে?

অল। (সত্রাসে) তাইত!—কে এদিকে আসে?—কোথায় যাই!

(উভয়ের বিত্রস্ত ভাব, এমন সময়ে দর্পনারায়ণ ও তেজবাহাদুরের প্রবেশ)

(সলজ্জ-বিস্ময়ে) এ কি রায়সাহেব!

বস। (ঘোর বিস্ময়ে) অ্যাঁ—এ কি!

দর্প। (রুদ্ধরোষে) সর্দ্দার! আমি রাজাসাহেবকে যত্ন ক'রে তোমার হাতের কারিকুরি দেখাতে এনেছিলুম, তা খুব—খুব—খুব কারিকুরি দেখ্‌লুম!

রাজা। কুমার!

দর্প। কি!—আপনি ওকে চেনেন না কি? নামও জানেন!

রাজা। মালী সাজা ছেলেখেলা হ'তে পারে, কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ কি ব্যবহার! এও কি গাজীপুরের কুমারসাহেবের ছেলেখেলা?

বস। (তেজবাহাদুরের পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া) বাবা! বাবা!

দর্প। বাবা! (অলকার প্রতি) আর অলকা, তুমি?

অল। (দর্পনারায়ণের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া) বাবা—(জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া) না না—দাদাম'শায়—দাদাম'শায়!

দর্প। দাদাম'শায়! তোমায় যে আমি দিদিম'শায় ক'র্‌ব মনে ক'রেছিলুম!

রাজা। কুমার, জীবনে কখনো তোমায় কোন' রূঢ় কথা ব'লেছি?

বস। বাবা, আমায় শাস্তি দিন্‌,—ইতর কুকুরের মত পদাঘাতে আমার প্রাণনাশ করুন!

রাজা। আমি কেন নরহত্যা পুত্রহত্যা ক'র্‌তে যাব; পার', পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনি করগে',—ওঠো—দাঁড়াও। (বসন্তের তথাকরণ)

দর্প। অলকা, আমায় রাগ্‌তে দাও, রাগাও, তর্জ্জন ক'রে আমায় জিজ্ঞাসা ক'র—তোমায় কোন কথা ব'লবার আমার অধিকার কি? কিন্তু কেঁদোনা, চোখের জল ফেলোনা—চোখে জল!—তোমার চোখে জল!

অল। (দর্পনারায়ণের পদ ধরিয়া) দাদাম'শায়! দাদাম'শায়! আমি কোন অপরাধ করিনি!

দর্প। (হাত ধরিয়া তুলিয়া) অলকা—অলকা!

রাজা। (চিন্তা করিতে করিতে) অলকা—অলকা!—দেখি—দেখি

মুখ! (সাশ্চর্য্যে) হ্যাঁ—সেই—সেই!—এ কি!—তুমি—তুমি এখানে? বাবু গয়াপ্রসাদের কন্যা!

বস। (বিস্ময়-বিস্ফারিত কণ্ঠে) গয়া—

দর্প। হ্যাঁ, তোমারও—আমারও—

রাজা। রায়সাহেব, এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা! বাপের বুকে ছুরি মেরে আমার বন্ধু-কন্যা আপনার বাড়ীতে?

দর্প। অলক কেঁদ না; রাজাসাহেব! দুঃখিনী অলককে আমার কাঁদাবেন না। তোমায় আমি সুকুর সমান ভালবাসি অলক! আর দু'চক্ষে ধারা ঢেলে তুমি আমার বুকে শেল মা'র্‌ছ?

বস। (দর্পনারায়ণের পদতলে জানু পাতিয়া) রায়সাহেব, আপনি এত মহৎ! (উঠিয়া পিতার প্রতি) বাবা, আপনার বুকে জ্বালা দিয়ে আমি যে আপনার চরণে কত অপরাধ ক'রেছি, তা আমিই বুঝেছি! পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি ক'র্‌বই; কিন্তু এই অনুতাপ, লজ্জা, অপমানের মধ্যেও আমার এক আনন্দ—এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ যে আমার দাসত্ব ধন্য হ'য়েছে! রায় দর্পনারায়ণ সিংহের চাক্‌রী ক'রে আমি ধন্য হ'য়েছি—দাস-বৃত্তিকে ধন্য ক'রেছি।

রাজা। সত্য! রায়সাহেব, আমি খেতাপ পেয়ে রাজা হ'য়েছি, কিন্তু আপনি জন্মগ্রহণ ক'রেছেন—মনুষ্যের মধ্যে রাজা হ'য়ে! এখন সকল ঘটনা ত বুঝ্‌তে পা'র্‌ছেন। (বসন্তকুমারের প্রতি) বসন্ত, বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি, তোমার মনের সম সুপ্রবৃত্তি এখনও নিদ্রিত হয় নি। সত্য বল—তুমি এই কুমারীকে কি ব'ল্‌ছিলে?

বস। বাবা, আমি একে পরিচারিকা ব'লেই জানতেম,—

দর্প। সুকুর খেলুনী—সুকুর বোন।

বস। কিন্তু দেবকন্যা পরিচারিকা হ'ল ভেবে বিস্মিত হ'তেম,

দেবীর দাসীবৃত্তি দেখে আমার প্রাণ জ্ব'লে যেত, বংশ-মর্য্যাদার অভিমানে, সমাজের শাসন-ভয়ে—

দর্প। যা করা উচিত, তা ক'র্‌তে সাহস হ'ত না! ধিক্ ধিক্! ধিক্ তোমাদের যৌবনকে! জান্‌তেম আমাদের মত বুড়োর মনই কুঁক্‌ড়ে যায়; আমি প্রথম প্রথম তামাসা ফষ্টিটে ক'র্‌তেম বটে, কিন্তু অলককে যতই দেখ্‌তে লাগ্‌লুম, ততই ওর ভেতরকার রূপের ঝলক আমার মনে লাগ্‌তে লাগ্‌ল; আশ্রয়হীনা ক্ষত্রিয়কন্যা জেনে আমি ওকে আমার ঘরের ঘরণী ক'র্‌তে চেয়েছিলুম।

বস। আমি সে কথা শুনেছিলুম; আজ আমি এখান থেকে চ'লে যাব মনে ক'রেছিলুম, তাই ওঁর সঙ্গে একবার শেষ দেখা ক'র্‌বার জন্যে এখানে আ'স্‌তে ব'লেছিলুম। কিন্তু আপনি ওঁকে বিবাহ কর্‌বার প্রস্তাব ক'রেছেন শুনে,—নীচ, স্বার্থপর, ক্ষুদ্রপ্রাণ আমি—ঐ দেবীকে—

দর্প। দানবের গলায় মালা দিতে বারণ ক'চ্ছিলে?

বস। আপনি দানব! (অবনতমস্তকে অবস্থান)

রাজা। রায়সাহেব, এই কন্যাটিকেই আমি আমার পুত্রবধূ ক'র্‌ব মনস্থ ক'রেছিলুম। কিন্তু এখনকার ছেলেপুলে মনে করে,—বাপ মা তাদের শত্রু; তাই বাবুজি বাপ-মার কোল ছেড়ে পালিয়ে এসে এখানে গাছের গোড়ায় জল ঢাল্‌ছিলেন, আর আমাকে এই বৃদ্ধ বয়েসে এদেশ ওদেশ ছুটোছুটি করাচ্ছিলেন।

বস। বাবা, আমি আপনার অনুপযুক্ত পুত্র ত বটেই, তা ছাড়া—

রাজা। তা ছাড়া তুমি কোন ভদ্রকন্যার স্বামী হবার উপযুক্ত কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হ'চ্ছে; কি বলেন রায়সাহেব?

দর্প। তাই ভা'ব্‌ছি—কি ব'ল্‌ব! কিন্তু—কিন্তু বেশ মানায়! দেখি, আয় ত অলক! (অলককে বসন্তের পাশে দাঁড় করাইয়া)

বেশ মানায়—নয়? কি বলেন রাজাসাহেব?—বেশ মানায়! অলক! কি বলিস্? বুড়োর সঙ্গে এমন মানাত না, না?

অলক। (ব্রীড়া-সহকারে) দাদাম'শায় বুঝি আমায় ত্যাগ ক'র্‌লেন?

দর্প। ত্যাগ!—তোমায় ত্যাগ? এটা বেশ মানায়, তাই মানিয়ে দিলুম; নইলে—তুই যে আমার প্রাণের ভেতর আছিস্! আমায় আর মুহিম-বর্‌বাদি খেতে হবেনা, তোদের দেখে আমার প্রাণের ভেতর নব-যৌবন ফুটে উঠ্‌ছে।

রাজা। ভাব্‌ছি, গুল্‌জার বাহাদুরের পাশে আপনার সুকুমারকে কি এম্‌নি মানাবে?

দর্প। ভাল মনে ক'রে দিয়েছেন! না,—যৌবন ফিরিয়ে আ'ন্‌তে না পা'র্‌লে, গুল্‌জার বাহাদুরের সঙ্গে আমি কখনই সুকুর বিয়ে দেবনা; আমার নিজের আর ওষুধের দরকার নেই, অলকা আমার যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছে! (অলকার প্রতি) কিরে শালী, স'রে স'রে যাচ্ছিস্ যে? দাঁড়ানা, বেশ মানিয়েছিল—খানিক দেখি!

অল। যাও দাদাম'শায়!

দর্প। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক ঠিক,—"যাও দাদাম'শায়," বুড়ো দুটো বিদেয় হও, আমরা ছোঁড়া-ছুঁড়ীতে আপনা আপনি একটু রফারফি ক'রে ফেলি! আসুন রাজা সাহেব!

অল। তা বই কি!

দর্প। হ্যাঁ লো হাঁ, যৌবন ফির্‌ছে, সেকালের সব কথা মনে প'ড়ছে, আমাদেরও সেকালে ঠিক ঐ রকম দু'জনে একলা হ'তে ইচ্ছে ক'র্‌ত না?—কি বলেন রাজাসাহেব? আসুন—আসুন আমরা পালাই।

[দর্পনারায়ণের ও তেজবাহাদুরের প্রস্থান।

বস। (হৃদয়ের গাঢ় আবেগে) অলক !

অল। (ঈষৎ হাস্যে) কি—পলক পড়ে না যে !

বস। সে কি আজ ?

অল। "ছিঃ ছিঃ।—কেন তুমি দাসী হ'লে—কেন তুমি দাসী হ'লে !"

বস। মূর্খ মালীর বুদ্ধি আর কত হবে ! এইবার থেকে লেখাপড়া শিখ্‌বো।

অল। কোথায় ?—আমার পাঠশালে ?

বস। নইলে লোকে আর কোত্থেকে মানুষ হয় ?

অল। আমাকে বে ক'র্‌তে হবে ব'লে ত বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিলে ?

বস। তুমিও বাড়ী ছিলে না ব'লে, তোমাকে এখানে ধ'র্‌তে এসেছিলুম। অলক, তুমি কি বুঝ্‌তে পারনি, আমি তোমায় কত ভালবাসি ?

অল। তাই দাসী ব'লে স'রে স'রে যেতে ?

বস। বল দেখি, তোমায়—ঐ অতুল রূপের ঐশ্বর্য্য-ভূষণে ভূষিতা তোমায় দাসীবৃত্তি ক'র্‌তে দেখ্‌লে, হৃদয়ে কত ব্যথা লাগে !

অল। তাই বুঝি হৃদয়ের ব্যথা জুড়াবার জন্যে আমায় চির-জীবনের মত দাসী ক'র্‌তে চাচ্ছ ?

বস। সে দাসী মানে—"মহিষী"।

অল। মহিষ ম'শায়, আপনাকে আর আমায় মহিষী ক'র্‌তে হবে না ; আমার মালীই ভাল। তোমায় চিরকাল আমার মালীগিরিই ক'র্‌তে হবে।

বস। (ঈষৎ হাস্যে) তোমার বাগানে ?

অল। আমিই একখানি বাগান, আমার আবার বাগান কোথায়? তুমি কি মালী?—দেখ্‌তে পাচ্ছনা, অপরিচিত-বসন্ত-সমাগমে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে ফুল ফুটে উঠেছে!

বস। সত্য; এ কুসুম মেদিনীর মাটিতে ফোটেনা, এ ফুল অনাঘ্রাত—দেব-বাঞ্ছিত! তরুণ-অরুণ-প্রতিম আমার প্রথম প্রণয়ের মধুর উত্তাপে ঐ ফুল আমি চির-প্রফুল্ল রাখ্‌ব। আমার হৃদয়-বিগলিত অবিরল স্নেহ-ধারায় ঐ কুসুমদল রসে ঢলঢল ক'র্‌বে। অলক আমার!—কুসুম-কানন আমার!—যদি আমি আজীবন ফুলের সেবা ক'রে থাকি, তাহ'লে আমার যত্নে—আমার আদরে—আমার ভালবাসায় একটা চিন্তার আগাছা আমি ঐ কাননে জন্মাতে দেবনা! মানব-জীবনে যৌবনই বসন্তকাল,—তোমার আমার সকল সুখ—সকল আনন্দ পরস্পর ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে আজীবন এই বসন্ত—এই নব-যৌবনের প্রমোদে যাপন ক'র্‌ব।

অল। (মৃদু হাস্যপূর্ব্বক) কই?—আজ ত তুমি আমায় ফুল দিলেনা? সুতরাং তোমার মালীগিরিতে ইস্তোফা!

বস। (সহাস্যে) ফুলের বাগানকে আবার কি ফুল দেব?

অল। কেন?—আজ শুন্‌ছি, তোমারও ত ফুল ফুটেছে?

বস। সত্যি—সত্যি—আজ তোমায় বিদায়-উপহার দিয়ে যাব ব'লে এই মালাছড়াটি গেঁথে রেখেছিলুম। (মালা আনিয়া) অলক, এ মালার আজ নূতন ব্যবহার! এ আজ নূতন উপহার!—এ আজ চির-জীবনের সুখের শিকল! অলক, পরাব কি?

অল। প্রায় অনুমতির অপেক্ষা রাখ্‌ছ কিনা! (অলকার কণ্ঠে বসন্তের মালা প্রদান) কিন্তু আমার ত মালা নাই!

বস। ফুলবাগানে মালার অভাব ! (অলকার হাত লইয়া) এই যে !—এই যে আমার কুসুম-হার !

(নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে হাস্যধ্বনি ও পদশব্দ)

অল। দাদাম'শায় আ'স্‌ছেন—দাদাম'শায় আ'স্‌ছেন—দাদাম'শায়ের গলা ! (কিঞ্চিৎ দূরে অপসরণ)

(তিলকের হস্ত ধরিয়া প্রফুল্ল দর্পনারায়ণ, পশ্চাতে সুকুমারকে লইয়া ফুলচাঁদবাবু, তৎপশ্চাৎ তেজবাহাদুর, তুলসী ও ভজনলালের প্রবেশ)

দর্প। হাঃ হাঃ হাঃ !—আরে হাঃ হাঃ হাঃ—গুল্‌জার বাহাদুর—হাঃ হাঃ হাঃ !—ভূপাল বর্ম্মার ছেলে তুমি !—আরে হাঃ হাঃ হাঃ !—তাকেই আমি ছেলেমানুষ দেখেছি ! ঠকিয়েছে—ঠকিয়েছে—খুব ঠকিয়েছে ! আমি ভাবি, আমার বুদ্ধির চেয়ে—

তুল। ঐ—ঐটুকু আগে বুঝলে, আর আমায় অমন ক'র্‌তে না।

দর্প। আর তুলসী, বুঝ্‌ছিস্‌নে বাছা, বুদ্ধি যে ক'মে গেল—কমে গেল ! মনে ক'র্‌তুম্‌ বয়স হ'য়ে আমার বুদ্ধি পেকে উঠেছে, তা ঐ অল্‌কি শালী প্রথমে আবার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে বুদ্ধি-শুদ্ধি কেড়ে নিলে, তার পর যা কিছু বা বাকী ছিল, সে সব টেনে নিয়ে সুকু শালী একেবারে আমার নব-যৌবন ক'রে দিলে !

তুল। (অলককে দেখিয়া) তাই ত আমি ঠাউরে দেখিনি—ঠাউরে দেখিনি ; এ কি দাসী হ'তে পারে ! রাজার মেয়ে না হ'লে এমন মুখ, এমন নাক, এমন চোখ—

ভজ। অমন গোঁপ, অমন দাড়ি—

ফুল। আর একশো বছর ভোগ ক'র্‌বার মত সিঁতের সিন্দূর রাঙা সাড়ী—এক অলক আর আমার সুকু ছাড়া আর কা'র হ'তে পারে ?

(দর্পনারায়ণের প্রতি) কেমন রায়সাহেব, আমি ব'লেছিলুম গুল্‌জার বাহাদুরটা জোচ্চোর!

দর্প। কই জোচ্চোর? আমার মাথায় হাত দিয়ে স্বীকার ক'রেছিল নিজের যৌবন ফিরিয়ে আন্‌বে, তা ত এনেছে।

তিল। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরদা' আমায় আদর ক'রে গুল্‌জার বাহাদুর ব'লেই ডাক্‌তেন।

দর্প। কেমন সুকু, আমার দেওয়া বুড়ো বর মনে ধ'রেছে ত?

সুকু। দাদাম'শায়, আমি কবে তোমার কথার অবাধ্য?

ফুল। তা বই কি! রায়সাহেব যদি সুকুকে আমার হাতে-হাতে স'পে দিতেন ও তাতেই আমোদে আটখানা হ'ত।

সুকু। হ'তুম কি না দেখনা!

ফুল। ও অনেক শালী শালাকে দেখিছি; আহ্লাদ ক'রে যাকে বলি,—"একদিন কিছু খাওয়াও দাওয়াও হে"—সেই-ই বলে—"তার আর কি, কবে খাবেন?" কিন্তু কোন শালা-শালী একদিনও নেমন্তন্ন করেনা!

ভজ। ঠাকুরদাম'শায়—ঠাকুরদাম'শায়—ও ঠাকুরদা'-রাজা!

রাজা। কি? কাকে ব'ল্‌ছো—আমাকে?

ভজ। নয় ত আর কাকে? ঐ আপনার রাজ-বউমাকে জিজ্ঞেস করুন—উনি আমার মা! ওরে আমি রাজার নাতি—রাজার নাতি! মা ব'লেছিল,—মার বিয়ে হ'লে বংশে বাতি দেবার জন্যে আমারও বে দিয়ে দেবে।

ফুল। বে ক'র্‌বে কি হে ভজনলাল?—মেয়েমানুষ বে ক'র্‌বে কি? ঐ ছোঁড়াছুঁড়ীগুলো যৌবনের জ্বালায় বে ক'রেছে, ওদের যৌবনে খালি জ্বালা। আর আমাদের এই বুড়ো ক'টার আজ শুধু যৌবন নয়—

নব-যৌবন! তাতে কেবল ঘটা—কেবল ঘটা! তুলসী-মা সংসার দেখ্‌বে, আর রায়-সাহেব, তুমি আমি তিন জনে হাটে মাঠে ঘাটে ছুটোছুটি ক'রে নব যৌবনের ঘটা দেখাব। (দর্পনারায়ণের প্রতি) রায়সাহেব, ক'চ্ছেন কি!

দর্প। পুতুল সাজাচ্চি ভাই, পুতুল সাজাচ্ছি! আমাদের এই খেলা-ঘরে চা'রটি পুতুল সাজাচ্ছি! এই "ছোক্‌রা বয়েসে" একটু পুতুল-খেলা ক'র্‌বো না?

ফুল। বাহবা দাদা—বাহবা! কৈরে তোরা, কেউ কোথাও নেই?—উলু দেনা—উলু দেনা! উলু—উলু—উলু!

(গায়িকাগণের উলুধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ

গীত।

আজ ফুল ফুটেছে ফুলবাগানে ফুলে ফুলে খেলা।
ফুলের গলায় ফুলের মালা, ফুলে প্রজাপতির খেলা ॥
হাসি ঝ'রে ঝ'রে ঝ'রে,　　পড়ে ফুলের অধরে,
সে হাসি আদরে ধ'রে রাখ করে এই বেলা ॥
নবীন-যৌবন ছটা,　　জীবনে বসন্ত-ঘটা,
প্রাণে প্রাণে লটাপটি ফুলে ফুল-খেলা ॥

যবনিকা।